মাসিক

আত-তাহরীক

ডিসেম্বর ১৯৯৭
১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

মাসিক
আত-তাহরীক

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

১ম বর্ষ ঃ ৪র্থ সংখ্যা
শা'বান ১৪১৮ হিঃ
অগ্রহায়ণ ১৪০৪ সাল
ডিসেম্বর ১৯৯৭ ইং

সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউন্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ
সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
ফোন- (০৭২১) ৭৬০৫২৫
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮

মূল্যঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হইতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

পৃঃ

* সম্পাদকীয়
* দরসে কুরআন ৩
* দরসে হাদীছ ৮
* প্রবন্ধ ঃ
  বিজ্ঞানময় কুরআন ১২
  -আব্দুল আউয়াল
  মাহে শা'বান ১৬
  -আনোয়ারুল হক
* ছাহাবা চরিত
  হযরত ওছমান (রাঃ) ২০
  -আখ্‌তারুল আমান
* গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান ২৪
  -আব্দুস সামাদ সালাফী
* নাটিকা ২৫
  -আব্দুল ওয়াদূদ
* কবিতা ২৮
  জ্বলে উঠি
  -মুহাম্মাদ আবু আহসান
  হে যুবক
  -তাওহীদুজ্জামান
  লও শুভেচ্ছা
  -মোল্লা আব্দুল মাজেদ
* মহিলাদের পাতা ২৯
* সোনামণিদের পাতা ৩১
* স্বদেশ-বিদেশ ৩৪
* মুসলিম জাহান ৩৮
* মারকায সংবাদ ৩৯
* বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৩৯
* পাঠকের মতামত ৪০
* সংগঠন সংবাদ ৪১
* প্রশ্নোত্তর ৪৬

http://islaminonesite.wordpress.com

সম্পাদকীয়

(ক) মাহে শা'বানের মহত্ত্ব ও ডিসেম্বরের বিজয়ের স্মৃতিঘন আনন্দ নিয়ে **আত-তাহরীক**-এর ৪র্থ সংখ্যা প্রকাশিত হ'তে যাচ্ছে। মাহে শা'বানের প্রথম থেকেই নফল ছিয়াম পালনের জন্য শরীয়তে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। নফল ছিয়াম ব্যতীত অন্য কোন বাড়তি ইবাদতের কথা ছহীহ হাদীছে নেই। কিন্তু অনির্দিষ্টভাবে একাধিক দিন ছিয়াম সাধনার চাইতে নির্দিষ্ট একটি দিনকে ছিয়াম ও রাতকে ইবাদতের জন্য বেছে নিলে আনুষ্ঠানিকতা বেশ জমে ওঠে। মনেও ভাল লাগে। সম্ভবতঃ সেজন্যই এদেশের আনুষ্ঠানিকতা প্রিয় মানুষ ছহীহ হাদীছ সমূহ বাদ দিয়ে যঈফ ও বানোয়াট হাদীছ সমূহকে ভিত্তি করে ও তার সাথে অনেক কল্পকাহিনী জুড়ে দিয়ে ছিয়াম ও ইবাদত ছাড়াও আতশবাজি, হালুয়ারুটি ও আলোক সজ্জার মাধ্যমে 'শবেবরাত' উদযাপন করে থাকে। অথচ এটি কোন ইসলামী পর্ব নয়। কেননা ছহীহ দলীল ব্যতিরেকে ছিয়াম ও ইবাদতের জন্য কোন একটি দিন বা রাতকে নির্দিষ্ট করা বিদ'আত। ১৪ ই শা'বানের দিনকে ছিয়ামের জন্য ও দিবাগত রাতকে বিশেষ ভাবে নফল ইবাদতের জন্য আমরা নির্দিষ্ট করে নিয়েছি। ভেবেছি এতে অনেক নেকী পাব। কিন্তু আসলে কি তাই? আল্লাহ বলেন, আপনি বলে দিন, আমি কি তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্থ আমলকারীদের সম্পর্কে খবর দিব? দুনিয়ার জীবনে যাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়েছে। অথচ তারা মনে করে যে তারা সুন্দর আমল করে যাচ্ছে' (কাহাফ ১০৩-৪)। অতএব শবেবরাতের বিদ'আত হ'তে দূরে থেকে অনির্দিষ্ট ভাবে শা'বানের নফল ছিয়াম পালনের মাধ্যমে অশেষ নেকী হাছিলের কোশেশ করা উচিত।

(খ) ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে সেদিনের পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন বাংলাদেশ হিসাবে পৃথিবীর মানচিত্রে স্বতন্ত্র অবস্থান নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। রাজনৈতিক ও সামরিক বিজয়কেই সাধারণতঃ বিজয় হিসাবে দেখা হয়। কিন্তু মূল বিজয় সেখানেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং মানবতার স্বাধীন বিকাশের লক্ষ্যেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করা হয়। তার জন্য জান-মাল উৎসর্গ করা হয়। কিন্তু বিগত ২৬ বছর যাবৎ একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়েও আমরা কি উন্নত মানবতার স্বাধীন বিকাশে সক্ষম হয়েছি? পেরেছি কি একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে আমাদের জান-মাল ও ইয্যতের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে? পেরেছি কি বিদেশী চাপমুক্ত হ'য়ে স্বাধীনভাবে নিজেদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখতে? বিজয়ের এই আনন্দঘন মাসের ২ তারিখ মঙ্গলবারে আমরা আমাদের দেশের এক দশমাংশ পার্বত্য চট্টগ্রামকে ৩০ হাযার বাংলাদেশীর হত্যাকারী প্রতিবেশী দেশের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও লেলিয়ে দেওয়া গুণ্ডাবাহিনীর হাতে সমর্পন করেছি। সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্বত্য নাগরিকরা এ চুক্তি মেনে নেয়নি। তারা আজ বিজয়ের আনন্দে নয় বরং পরাজয়ের গ্লানিতে ও জান-মাল-ইয্যত হারানোর ভয়ে প্রতি মুহূর্তে শংকিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত। তাদের যুবক ছেলেরা মায়েদের কাছ থেকে দো'আ চেয়ে শেষ বিদায় নিচ্ছে তাদের স্বাধীন সত্তাকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম নাগরিকের মতামতের বিরুদ্ধে গিয়ে কাশ্মীরের হিন্দু ডোগরা রাজা অন্যায়ভাবে কাশ্মীরকে ভারত ভুক্তির চুক্তিতে স্বাক্ষর করে কাশ্মীরের দুই তৃতীয়াংশকে ভারতের অধীনস্থ করে গেছে। এখন সেই রাজাও নেই ভারতের তৎকালিন নেতারাও নেই। কিন্তু আছে চুক্তির নোংরা ফসল হিসাবে স্থায়ী অশান্তি। কাশ্মীরী মুসলমানদের জান-মাল ও ইয্যত প্রতি মুহূর্তে লুটছে বিশ্বের তথাকথিত বৃহৎ গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের লেলিয়ে দেওয়া সেনাবাহিনী। সেখানে চলছে সমানে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। আমাদেরও ভয় হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ মাত্র আড়াই লাখ চাকমা নাগরিকের স্বার্থে সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঁচ লাখ মুসলমান ও আড়াই লাখ অন্য ১২টি উপজাতির স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে বর্তমান চুক্তির মাধ্যমে সেখানে কাশ্মীরের ন্যায় স্থায়ী রক্ত ঝরার ব্যবস্থা করা হ'ল কি-না। বর্তমান সরকার নির্দলীয় বা জাতীয় সরকার নয় বরং একটি দলীয় সরকার মাত্র। দলীয় রাজনীতির মারপ্যাঁচে তারা দেশের এক তৃতীয়াংশ নাগরিকের সমর্থন নিয়ে সরকারে আছেন। অতএব সরকারী দলের বাইরে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আবেগ অনুভূতি ও মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা জানালে সরকার বরং লাভবান হবেন ও আগামীতে তারা অধিকাংশ জনগনের শ্রদ্ধা ও সমর্থন কুড়াতে সক্ষম হবেন। বিজয়ের এই মাসে আমরা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নিকটে দো'আ করি তিনি যেন আমাদের এই বিজয়ের আনন্দকে চিরকাল অক্ষুন্ন রাখেন এবং এই বিজয়কে সত্যিকারের মানবতার বিজয়ে পরিণত করার জন্য আমাদেরকে তাওফীক্ব দান করেন- আমীন!!

http://islaminonesite.wordpress.com

দরসে কুরআন

জ্ঞান অর্জন কর

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

بسم الله الرحمن الرحيم

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ- خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ- إِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ- الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ- عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ .

১. উচ্চারণঃ ইক্বরা' বিস্‌মে রব্বিকাল্লাযী খালাক্ব (২) খালাক্বাল ইন্‌সা-না মিন আলাক্ব (৩) ইক্বরা' ওয়া রব্বুকাল আকরাম (৪) আল্লাযী আল্লামা বিল ক্বালাম (৫) আল্লামাল ইন্‌সা-না মা লাম ইয়া'লাম।

২. অনুবাদঃ পড়ুন! আপনার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন (২) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত হ'তে (৩) পড়ুন এবং (জেনে রাখুন যে,) আপনার প্রভু অতীব দয়ালু (৪) যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দান করেন (৫) শিক্ষা দেন মানুষকে যা সে জানেনা।

৩. শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ ইক্বরা- তুমি পড়, আজ্ঞাসূচক ক্রিয়া امر حاضر معروف صيغه واحد مذكر حاضر বিস্‌মে রব্বিকা- তোমার পালনকর্তার নামে। 'বিস্‌মে' মূলতঃ 'বি- ইস্‌মে' অর্থাৎ নামের সাথে বা সাহায্যে। রব্বিকা- তোমার প্রভু। আল্লাযী খালাক্বা- যিনি সৃষ্টি করেছেন (২) খালাক্বাল ইনসা-না- সৃষ্টি করেছেন মানুষকে। মিন আলাক্বিন-জমাট রক্ত হ'তে (যা মায়ের গর্ভে সঞ্চিত হয়)। (৩) আকরামু -সবার চেয়ে বড় দয়ালু صيغه واحد اسم تفضيل কালবী বলেন, বান্দার ভুল ও মূর্খতার ব্যাপারে আল্লাহ অসীম ধৈর্যশীল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশোধ নেন না। আর সেকারণেই তিনি সর্বাধিক দয়ালু (৪) আল্লাযী আল্লামা- যিনি শিক্ষা দান করেন। বিল ক্বালামি-কলম দ্বারা (৫) মা লাম ইয়া'লাম- যা সে জানেনা। এখানে 'মা' حرف موصول مشترك যা পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, দ্বিবচন, বহুবচন সবকিছুর জন্য ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ মানুষের অজানা সকল বিষয়। ৫নং আয়াতটি ৪নং আয়াতের بدل اشتمال হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ কলম দ্বারা মানুষকে শিক্ষা দান করেছেন মৌলিক ও খুঁটি নাটি সকল বিষয়, যা সে জানতো না (ফৎহুল ক্বাদীর)।

৪. সংক্ষিপ্ত তাফসীরঃ *সূরায়ে আলাক্ব। মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা ১৯।* বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীছ সমূহের বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে সূরায়ে আলাক্ব-এর প্রথম পাঁচটি আয়াত নাযিলের মাধ্যমে নবুঅতের সূচনা হয়। বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে বিশ্ববাসীর পথনির্দেশের জন্য বিশ্বনবীর নিকটে প্রেরিত এই পাঁচটি আয়াত ছিল প্রথম 'অহি'। এর দীর্ঘ আড়াই বা তিন বছর পরে সূরায়ে মুদ্দাছ্ছির -এর প্রথম সাতটি আয়াত নাযিল হয়। তারপর সর্বপ্রথম পূর্ণাংগ সূরা হিসাবে সূরা ফাতিহা নাযিল হয়। অত্র সূরার বাকী ১৪টি আয়াত আবু জাহ্‌ল -এর উদ্দেশ্যে নাযিল হয়, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কা'বা শরীফে গিয়ে ছালাত আদায় করতে শুরু করেন। আবু জাহ্‌ল ছালাতকে বরদাশত করতে না পেরে পা দিয়ে সিজদারত রাসূলের মাথা মাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল এবং তাঁকে ধমক দিয়ে ও স্বীয় শক্তি বলে ছালাত থেকে বিরত রাখতে বৃথা আস্ফালন করেছিল।

অহি-র সূচনাঃ মা আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরে প্রথম অহি-র সূচনা হয় সত্য স্বপ্ন আকারে। তিনি ঘুমের মধ্যে যে স্বপ্ন দেখতেন, তা পরে দিবালোকের ন্যায় (مثل فلق الصبح) সত্য হয়ে দেখা দিত। অতঃপর তাঁর নিকটে নির্জনতা পছন্দনীয় হ'তে লাগল এবং মক্কার অদূরে হেরা গুহাতে গিয়ে ধ্যানমগ্ন হ'তে লাগলেন (এই সময় ইবাদতের কোন পদ্ধতি নাযিল হয়নি বিধায় হাদীছে ইবাদত -এর বদলে 'তাহান্নুছ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যা এক ধরণের تعبد বা ধ্যানময় ইবাদত)। তিনি বাড়ী থেকে কয়েকদিনের খাবার নিয়ে যেতেন। ফুরিয়ে গেলে আবার আসতেন ও পুণরায় যেতেন। এই ভাবে একদিন হেরা গুহায় ইবাদতরত অবস্থায় হঠাৎ অহি-র আগমন ঘটে। ফেরেশতা জিব্রীল (আঃ) তাঁকে বল্লেন, পড় (إقرأ)। তিনি বল্লেন, আমি পড়তে পারিনা (مَا أَنَا بِقَارِئٍ)। রাসূল (ছাঃ) বলেন যে, ঐ ফেরেশ্‌তা তখন আমাকে এমন জোরে বুকে চেপে ধরল যে, সহ্যশক্তির চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেল। তারপর আমাকে ছেড়ে দিল এবং বলল 'পড়'। আমি পূর্বের ন্যায় বললাম, 'আমি পড়তে পারিনা'। তখন আমাকে দ্বিতীয়বার সজোরে চাপ দিল ও ছেড়ে দিয়ে বলল 'পড়'। আমি বললাম 'আমি পড়তে পারিনা।' অতঃপর আমাকে তৃতীয়বার সজোরে চাপ দিল ও ছেড়ে দিয়ে বলল, 'পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন.....যিনি শিখিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতোনা' (১- ৫ আয়াত)।

http://islaminonesite.wordpress.com

পড়া শেষে ফেরেশতা চলে গেল। রাসূল (ছাঃ) ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ী ফিরে এলেন ও খাদীজাকে বলতে লাগলেন 'আমাকে চাদর মুড়ি দাও' 'আমাকে চাদর মুড়ি দাও'(زَمِّلُوْنِى زَمِّلُوْنِى)। কিছুক্ষণ পরে কম্পন দূর হ'লে তিনি খাদীজাকে বললেন, হে খাদীজা আমার এ কি হ'ল (يا خديجة مالى)! অতঃপর তিনি সব ঘটনা শুনালেন ও বললেন 'আমি মৃত্যুর আশংকা করছি' (قَدْ خَشِيْتُ عَلَى نَفْسِى)। একথা শুনে খাদীজা দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠলেন, (كلا ابشر فوالله لا يخزيك الله ابدا إنك لتصل الرحم و تصدق الحديث و تحمل الكل و تقرى الضيف و تعين على نوائب الحق) 'কখনোই নয়। আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ্র কসম! আপনাকে আল্লাহ কখনোই লাঞ্ছিত করবেন না। নিশ্চয়ই আপনি আত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার করেন, সত্য কথা বলেন, অন্যের বোঝা বহন করেন, অতিথি সেবা করেন ও হক বিপদে লোকে সাহায্য করেন'। এরপর খাদীজা (রাঃ) তাঁকে সাথে করে নিজের অন্ধ ও বয়োবৃদ্ধ চাচাতো ভাই খৃষ্টান পন্ডিত অরাক্বা বিন নওফেল-এর কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি আরবী ভাষায় 'ইনজীল' লিখতেন।

সবকিছু শুনে তিনি বললেন, (هذا الناموس الذى انزل على موسى ليتنى فيها جذعا ليتنى اكون حيا حين يخرجك قومك) 'এ তো সেই ফেরেশতা যাঁকে আল্লাহ মূসা (আঃ)-এর উপরে নাযিল করেছিলেন। হায়! আমি যদি আপনার নবুঅত কালে যুবক থাকতাম! হায়! আপনার কওমের লোকেরা যখন আপনাকে বহিষ্কার করবে, তখন যদি আমি বেঁচে থাকতাম।' একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিস্মিত হ'য়ে বলেন, আমাকে ওরা বহিষ্কার করবে (اَوَ مُخْرِجِىَّ هُمْ) অরাক্বা বল্লেন,হাঁ। আপনি যে সত্য নিয়ে এসেছেন তা নিয়ে ইতিপূর্বে কখনো এমন কেউ আসেননি, যিনি শত্রুতার সম্মুখীন হননি'(نعم لم يأت رجل قط بما جئت به الاعودى)। যদি আমি আপনার নবুঅতকাল পাই, তাহ'লে আমি সাধ্যমত আপনাকে সাহায্য করব'। কিন্তু এরপর আড়াই বা তিনবছরের জন্য অহি-র বিরতিকাল'(فترة الوحى) শুরু হয়ে যায়। অরাক্বাও অল্পদিন পরে মৃত্যুবরণ করেন। রাসূল (ছাঃ) ক্রমেই দুঃখ ভারাক্রান্ত হ'তে লাগলেন।

একদিন তিনি পাহাড়ের মাথায় ওঠেন। হঠাৎ জিব্রীলকে দেখতে পান ও গায়েবী আওয়ায পান (يا محمد إنك رسول الله حقا) 'হে মুহাম্মাদ! নিশ্চয় আপনি সত্য ভাবেই আল্লাহ্র রাসূল'। রাসূল (ছাঃ) শান্ত হ'লেন। আবার দীর্ঘ বিরতি। আবার একদিন পর্বত শীর্ষ থেকে অদৃশ্য আওয়ায এল পূর্বের দিনের মত'।[১] এইভাবে সূরায়ে আলাক্ব -এর প্রথম পাঁচটি আয়াতের মাধ্যমে অহি-র সূচনা হয়। এটাই ছিল বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ্র প্রথম নেয়ামত ও রহমত। এই ঘটনা দ্বারা একটি বিষয় স্পষ্ট হ'য়ে যাঁয় যে, অহি নাযিলের পূর্ব পর্যন্ত মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ জানতেন না যে, অনতিবিলম্বে তিনি মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে যাচ্ছেন। সে কারণ মক্কার মুশরিকরা তাঁর এই হঠাৎ পট-পরিবর্তনে বিস্মিত হ'য়ে জাদুকর, কবি, পাগল ইত্যাদি বলে বিদ্রুপ করলেও তাঁকে একথা কেউ বলেনি যে, আপনি আমাদের উপরে নবুঅতের মাধ্যমে নেতৃত্ব পাওয়ার জন্য বহুদিন থেকেই গোপনে চেষ্টা করে আসছেন।

দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় জানা যায় যে, নবুঅতের পূর্বে তাঁর জীবন ছিল অতীব পবিত্র ও আদর্শ জীবন। এই ঘটনার সময় নবীর বয়স ছিল ৪০ ও তাঁর স্ত্রী খাদীজার বয়স ছিল ৫৫। স্ত্রী ছিলেন আরবের নেতৃস্থানীয়া বয়স্কা ও বিদুষী ধনী মহিলা। দীঘ ১৫ বছর যাবৎ নবী জীবনের একান্ত সঙ্গিনী হিসাবে তাঁর গোপন-বাইর সবকিছু খাদীজার নখদর্পনে ছিল। নবী চরিত্রে কোন গোপন দুর্বলতা থাকলে সবার আগে তাঁর নজরে ধরা পড়ত। বরং তিনি তাঁর শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ও উন্নত চরিত্র মাধুর্য সম্পর্কে গভীরভাবে অবগত ছিলেন। আর সে কারণে 'অহি' নাযিলের বিষয়টিকে তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন ও দ্ব্যর্থহীনভাবে নবীকে সাহস ও শক্তি যুগিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য ঐ সময় খাদীজার মত আপনজনের জোরালো সমর্থন ও সান্ত্বনা না পেলে নবী (ছাঃ)-এর পক্ষে ধৈর্য ধারণ করা কষ্টকর হ'য়ে যেত।

আয়াত সমূহের ব্যাখ্যাঃ

১.(اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ) 'পড়ুন! আপনার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন'। জগদ্বাসীর জন্য বিশ্বপ্রভুর প্রথম নির্দেশ হল, 'পড়'। কেননা পড়ার মাধ্যমেই জ্ঞান অর্জন সম্ভব হয়। যে ব্যক্তি লেখাপড়া জানেনা, সে ব্যক্তি সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ পড়ার উদ্দেশ্য হবে স্বীয় সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহ্কে জানা ও তাঁর সৃষ্টি রহস্যকে উপলব্ধি করা। যে লেখাপড়া মানুষকে তার প্রভু থেকে গাফেল করে দেয়, সে লেখাপড়া প্রকৃত মঙ্গল বয়ে আনতে পারেনা। সে কারণেই অত্র আয়াতে পড়া-কে ঢালাওভাবে অনুমতি দেওয়া হয়নি বরং 'পড় তোমার

১.আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪/৫৬৪ পৃঃ।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রভুর নামে' বলে লেখাপড়াকে এলাহী জ্ঞানের সাথেশর্তযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। অতএব বিজ্ঞান ও ভাষাজ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তিকে প্রকৃত জ্ঞানী তখনই বলা হবে, যখন তার জ্ঞান তাকে তার প্রভুর সন্ধান দিবে ও মহাজ্ঞানী প্রভুর বিধানের সম্মুখে আত্মসমর্পন করে দিয়ে নিজের জ্ঞানের দীনতা নিঃসংকোচে স্বীকার করে নিবে। নইলে ঐ সব নাস্তিক পন্ডিত জাহান্নামের খোরাক ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই আয়াতে ইংগিত পাওয়া যায় যে, 'ক্বিরাআত' শব্দটি কুরআন পাঠের জন্যই বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় (তাফসীরুল কাবীর)।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন (إن علينا جمعه و قرانه - فإذا قرأناه فاتبع قرانه) 'নিশ্চয়ই কুরআনের সংরক্ষণ ও পঠন-পাঠনের দায়িত্ব আমার উপরে ন্যস্ত। অতঃপর যখন আমরা উহা পাঠ করি, তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন' (ক্বিয়ামাহ ১৭,১৮)। অমনিভাবে রয়েছে (فاقرءوا ما تيسر من القران) 'কুরআন থেকে তোমরা যা সহজ মনে কর, তা পাঠ কর (মুয্যাম্মিল ২০)। এসব স্থানে কুরআন পাঠকে 'ক্বিরাআত' শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে। তাই 'ক্বিরাআত' শব্দ দ্বারা কুরআনের পাঠকেই মাত্র বুঝানো উচিত, অন্য কিছুই নয়। মানবজাতির জন্য নাযিলকৃত এই প্রথম আয়াতে আল্লাহ তাঁর নবীকে সাধারণ পাঠের কথা বলেননি বরং কুরআন পাঠের নির্দেশ দান করেছেন (তাফসীরুল কাবীর), যা তিনি ইতিপূর্বে কখনোই জানতেন না। আর সেজন্যেই তিনি বলেন, 'আমি পড়তে পারিনা' (ما انا بقارئ)। *

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন পাঠের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করা ওয়াজিব (তাফসীর কাবীর)। আল্লাহ্র নামে ও তাঁর সাহায্য নিয়ে কুরআন পাঠ শুরু করলে সেখানে শয়তানী ওয়াস্ওয়াসা বা ধোকা থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

এখানে 'বিস্মিল্লাহ' বা 'আল্লাহ্র নামে' না বলে 'বিস্মে রব্বিকা' 'আপনার পালনকর্তার নামে' বলার তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ হ'ল 'ইসমে যাত' বা আল্লাহ্র সত্তাগত মূল নাম। কিন্তু 'রব' হ'ল (صفة الفعل) বা কর্মগত গুণ। তিনি কেবল সৃষ্টিকর্তাই নন বরং পালনকর্তাও বটেন। তিনি আলো দিয়ে, বায়ু দিয়ে, খাদ্য দিয়ে, পানি দিয়ে সর্বদা সৃষ্টিজগতকে পালন করছেন। পালনকর্তা হওয়ার গুণটিই এজন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই 'রব' হিসাবে বান্দার নিকটে তিনি যথার্থভাবেই আনুগত্য পাবার হকদার। সেকারণ বান্দাকে আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্যশীল করার জন্য 'রব' বিশেষণটি সর্বাধিক প্রযোজ্য। সূরায়ে ফাতিহার শুরুতেও এজন্য 'রব্বিল আলামীন' বলা হয়েছে। এর দ্বারা বান্দার প্রতি আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। আল্লাহ প্রেরিত প্রথম অহি-তেও সেকথা প্রথমে স্মরণ করিয়ে দিয়ে সাথে সাথে (الذى خلق) বলে তাঁর সৃষ্টি গুণের কথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্কে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে কাফেররাও মানে। কিন্তু পালনকর্তা হিসাবে তারা মানতে চায়না। সকলযুগের হঠধর্মী লোকেরা নিজেদেরকেই নিজেদের রূযি-রোজগারের ও ভাল-মন্দের মালিক মনে করেছে। অহি-র বিধানকে বাদ দিয়ে নিজেদের রচিত বিধান অনুযায়ী ধর্মীয় জীবন ও বৈষয়িক জীবন পরিচালনা করেছে। অথচ মুখে আল্লাহ্কে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে স্বীকার করেছে। সেজন্য 'সৃষ্টিগুণকে' প্রথমে না এনে আল্লাহ পাক স্বীয় 'পালনকর্তা' হওয়ার গুণকে প্রথমে এনেছেন।

২.(خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ) 'সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত হ'তে'। অত্র আয়াতে বান্দার সৃষ্টি পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। বলা হয়েছে, হে বান্দা! তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে নাপাক পানিবিন্দু থেকে, যা মায়ের গর্ভে সঞ্চিত রেখে সেখান থেকে জমাটরক্ত, গোস্তপিন্ড, হাড্ডিযুক্ত অবয়ব অতঃপর সুঠাম ও অনুপম দেহধারী বুদ্ধিমান মানবসন্তান হিসাবে আল্লাহ তোমাকে তোমার মায়ের গর্ভ থেকে বের করে নিয়ে আসেন। তোমার মায়ের গর্ভের অতুলনীয় সৃষ্টি কারখানার একমাত্র মালিক-মোখতার আমিই। যেখানে অন্য কেউ শরীক নেই। এমনকি তোমার বাপ-মাও জানেননা কিভাবে দশটি মাস তোমাকে আমি সেখানে ধীরে ধীরে বড় করেছি। অতএব তোমার সৃষ্টির বিবর্তণ স্মরণ কর। তোমার অস্তিত্বের নিকৃষ্টতার কথা মনে রাখো। যে মহান সৃষ্টিকর্তার অপার করুণায় তুমি মায়ের গর্ভে অস্তিত্ব লাভ করে একজন পূর্ণাংগ ও মর্যাদাবান মানুষ হিসাবে জগত সংসারে আগমন করেছ, সেই পালনকর্তা ও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে অহংকার

মাওলানা আব্দুর রহীম কর্তৃক অনূদিত মাওলানা মওদূদীর তাফসীর গ্রন্থ 'তাফহীমুল কুরআন' আম্মাপারা অংশে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ১নং টীকায় বলা হয়েছে যে, 'ইহা হইতে জানা যায় যে, ফিরিশতা অহীর এই শব্দসমূহ লিখিত আকারে তাঁহার সম্মুখে পেশ করিয়াছিল এবং সেই লিখিত জিনিষই পড়িতে বলিয়াছিল।' লিখিত আকারেই যদি কুরআন নাযিল হ'য়ে থাকে, তবে তা লিখবার জন্য রাসূলকে লেখক নিয়োগ করতে হ'ল কেন? রাসূল কি তাহলে পরবর্তীকালে লেখা দেখে পড়তে পারতেন?

http://islaminonesite.wordpress.com

করো না। বরং তাঁর দেখানো পথে দুনিয়ার এ সীমিত আয়ূস্কাল অতিবাহিত কর। তাহ'লেই পরকালের চিরস্থায়ী জীবনে শান্তি পাবে। নইলে বৃথা অহংকারের আগুনে যেমন দুনিয়াতে জ্বলবে, আখেরাতেও তেমনি জাহান্নামের আগুনে চিরকাল জ্বলতে হবে। অতএব অহংকারী হয়োনা। অনুগামী হও। সকল কাজে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা কর। জীবনের সকল দিক ও বিভাগে তাঁর প্রেরিত অহি-র বিধানের সর্বোচ্চ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য 'পড়'। জ্ঞানার্জন কর। এমন জ্ঞান যা সৃষ্টিকর্তার সন্ধান দেয়। তাঁর প্রতি ঈমানকে দৃঢ় করে। কেননা সৃষ্টিতত্ত্ব জানার চাইতে সৃষ্টিকর্তার জ্ঞান ও মা'রিফাত হাছিল করাই বান্দার জন্য প্রথম ফরয।

এখানে অন্য সব সৃষ্টিকে বাদ দিয়ে 'ইনসান' বা মানুষকে সৃষ্টি করার বিষয়টি উল্লেখ করে সৃষ্টির সেরা হিসাবে মানুষের উচ্চ মর্যাদার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে (কুরতুবী)। আরেকটি বিষয় এখানে ইংগিত রয়েছে যে, প্রাণহীন 'আলাক্ব' জীবানু কীটে প্রাণ সঞ্চার করে যে আল্লাহ পূর্ণাংগ মানুষ সৃষ্টি করেছেন। অনুরূপভাবে বাক শক্তিহীন কলমের মাধ্যমে যিনি জ্ঞানভান্ডার শিক্ষা দিয়েছেন। সেই আল্লাহ্‌র পক্ষে কেয়ামতের দিন দ্বিতীয়বার মানুষকে জীবন্ত উত্থান ঘটানো অসম্ভব কিছুই নয়। অতএব হে মানুষ সাবধান হও! আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয় কর!!

৩.(إقـرأ و ربك الأكـرم) 'পড়ুন এবং (জেনে রাখূন যে,) আপনার প্রভু অতীব দয়ালু'। অত্র আয়াতে পড়ার বিষয়টি পুণরায় তাকিদ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আপনার প্রভু বান্দার অজ্ঞানতা ও মূর্খতা সম্পর্কে অবহিত এবং এজন্য তাদেরকে ক্ষমা করার ব্যাপারে তিনি অতীব উদার ও দয়ালু। তিনি কোন কিছুর বিনিময় প্রত্যাশা করেন না। বান্দার অবাধ্যতা সত্ত্বেও তিনি সাথে সাথে শাস্তি দেন না। বরং তাকে আলো দিয়ে, বায়ু দিয়ে, পানি দিয়ে, খাদ্য দিয়ে লালন পালন করে থাকেন। অতএব আপনার পড়তে না পারার বিষয়টি আমি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখছি। এমনকি এই অহি-র বাণী নিয়ে সমাজে আত্মপ্রকাশ করলে আপনার উপরে যে সব মুছীবত আসবে, তখন আমি আপনাকে ছেড়ে যাব না। বরং অনুপম দয়ালু হিসাবে সর্বদা আপনাকে অনুগ্রহ করব। এখানে 'পড়' কথাটাকে দু'বার আনার তাৎপর্য এটা হ'তে পারে যে, বারবার না পড়লে কোন বিষয় আয়ত্ত হয়না। কুরআন যতই পড়া যাবে, ততই নতুন নতুন জ্ঞানের দুয়ার খুলে যাবে। পাঠককে সেদিকেই উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

৪.(اَلَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ) 'যিনি শিক্ষা দান করেছেন কলম দ্বারা'। পূর্ববর্তী আয়াতে পড়ার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহপাক তাঁর বান্দাকে আশ্বস্ত করেছেন এই বলে যে, শুধুমাত্র পড়ার মাধ্যমে নয়- যেখানে ভুলে যাওয়ার আশংকা থাকে, বরং লেখনীর মাধ্যমে তিনি ইল্‌ম শিখানোর ব্যবস্থা করে থাকেন। যাতে আর ভুলে যাওয়ার সুযোগ না থাকে। অত্র আয়াতে ইল্‌ম বা জ্ঞান অর্জনের যেমন তাকিদ দেওয়া হয়েছে, তেমনি জ্ঞানার্জনের বাহন হিসাবে কলমের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত উবাদা বিন ছামিত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, (إِنَّ أوَّلَ مَـا خلق الله القلمُ فقال له اكتبْ فقال ما اكتبْ؟ قال اكتبْ القَدَرَ - فكتبَ ما كان وما هو كائن الى الابد رواه الترمذى و ابو داؤد) 'নিশ্চয়ই আল্লাহ কলমকে প্রথম সৃষ্টি করেন। অতঃপর তাকে বলেন, লিখ। কলম বলল কি লিখব? আল্লাহ বল্লেন 'তাকদীর' লিখ। অতঃপর কলম পূর্বেকার ও ভবিষ্যতের সকল কিছু লিখে ফেল্‌ল'।২ এই হাদীছ দ্বারা সেই প্রসিদ্ধ কথাটি বাতিল প্রমাণিত হয় যেখানে বলা হয়েছে "اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر" 'হে জাবের! আল্লাহ সর্বপ্রথম তোমার নবীর 'নূর'-কে সৃষ্টি করেন'।*

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যিনি নিজে সত্য ও সত্যায়িত, আমাদের নিকটে বর্ণনা করেন যে, মানুষ তার মায়ের গর্ভে পানি বিন্দু আকারে ৪০দিন থাকে। তারপর ৪০ দিন ধরে তা জমাট রক্তে পরিণত হয়। তারপর ৪০ দিন ধরে গোস্তপিন্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ চারটি বিষয় নিয়ে ফেরেশতা প্রেরণ করেন। যে চারটি বিষয় তখন লিখিত হয় তা হ'লঃ তার আমল, তার আয়ুষ্কাল, তার রূযি এবং সে হতভাগ্য না সৌভাগ্যবান। অতঃপর ঐ গোস্তপিন্ডে রূহ ফুঁকে দেওয়া হয়।৩

একবার আর্থিক কারণে বিবাহে অপারগ যুবক ছাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসূলে করীম (ছাঃ)-এর নিকটে নির্বীর্য হওয়ার অনুমতি চাইলে তিনি কিয়ৎকাল চুপ থেকে বল্লেন (يا أبا هريرة جُفَّ القلمُ بما أنت لاقٍ) 'হে আবু হুরায়রা! ভবিষ্যতে তোমার যা ঘটবে সে বিষয়ে (লেখনী শেষ হয়েছে) কলম শুকিয়ে গেছে, এখন তুমি ইচ্ছা করলে নিজেকে নির্বীর্য করতেও পার, ছাড়তেও পার'।৪

২.তিরমিযী, আবু দাঊদ, মিশকাতঃ 'ক্বদর' অধ্যায় হাদীছ সংখ্যা ৯৪।
*(আলবানী, উপরোক্ত হাদীছের টীকা)।
৩.মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৮২।
৪. বুখারী, মিশকাত হা/৮৮।

বিদ্বানগণ বলেন, 'লেখনী জ্ঞানে পৃথিবীর সবচাইতে হীন ছিল আরবের লোকেরা। আর তাদের মধ্যে সবচাইতে কম ছিলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। এটাই ছিল রাসূলের নবুঅতের পক্ষে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দলীল (কুরতুবী)। তিনি নবী হওয়ার পূর্বে বা পরেও লেখাপড়া জানতেন না। ফলে জ্ঞানার্জনের কোন সুযোগ তাঁর ছিলনা। তাই আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে 'অহি' না পাওয়া পর্যন্ত তিনি দ্বীন সম্পর্কিত কোন কথাই বলতেন না। কুরআন ও হাদীছ একারণেই আল্লাহ প্রেরিত 'অহি' যেখানে ত্রুটি বা ভ্রান্তির কোন আশংকা নেই।

বর্ণিত আছে যে, সাবা-র রাণী বিলক্বীস -এর সিংহাসন চোখের পলকে উঠিয়ে আনার দায়িত্ব প্রাপ্ত 'কাওযান' (كوزن) নামী *(ইবনে কাছীর)* জনৈক দুষ্ট জিন (عفريت) -কে হযরত সুলায়মান (আঃ) জিজ্ঞেস করেন, 'কথা' কি? সে বলল 'হাওয়া' মাত্র, যা স্থায়ী থাকেনা।'

তিনি বল্লেন, তাহ'লে তাকে ধরে রাখার উপায় কি? জিন বলল, লেখনী'। অতএব কলম হ'ল শিকারী, যা ইলমকে শিকার করে। যা পাঠককে কাঁদায় ও হাসায় (তাফসীরে কাবীর)।

বলা বাহুল্য কলম হ'ল কথার স্থলাভিষিক্ত। তবে কথা অস্থায়ী কিন্তু কলম স্থায়ী। 'কলম' আরবী শব্দ, যার অর্থ কর্তন করা। মুখে উচ্চারিত কিংবা হৃদয়ে উৎসারিত ভাষাকে কলমের রেখা দিয়ে কেটে কেটে বর্ণ ও শব্দ তৈরী করতে হয় বলে একে 'কলম' বলা হয়। কলমের মাধ্যমে হাযার বছরের প্রাচীন বিষয়কে আমরা টাটকা সামনে দেখতে পাই, মৃত জ্ঞানী মানুষের কথা জানতে পারি। তাঁর জ্ঞানবত্তা সম্পর্কে অবহিত হই। অন্ধকারে পথ খুঁজে পাই। 'কলম' তাই জ্ঞান বিকাশের স্থায়ী মাধ্যম। 'কলম' তাই অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগাযোগের একমাত্র বাহন।

এই আয়াতের মধ্যে কুরআন-হাদীছের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহবাদীদের মোক্ষম জওয়াব নিহিত রয়েছে। কুরআন-হাদীছ আল্লাহ্‌র অহি। প্রথমটি 'অহিয়ে মাত্‌লু'- যা তেলাওয়াত করা হয়। দ্বিতীয়টি 'অহিয়ে গায়র মাত্‌লু'- যা ছালাতে তেলাওয়াত করা হয়না।

আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) যখন অহি মুখস্ত রাখার জন্য বারবার পাঠ করছিলেন, তখন আল্লাহ আয়াত নাযিল করে বলেন, (لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ........ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ) 'আপনি ব্যস্ত হ'য়ে দ্রুত জিহবা সঞ্চালন করবেন [illegible] নিশ্চয়ই 'অহি' সংকলন ও পঠন পাঠনের দায়ি[illegible] আমার। অতঃপর উহা (হাদীছের মাধ্যমে) বি[illegible] ব্যাখ্যা দানের দায়িত্বও আমার' (কিয়ামাহ ১৬ -১৯)। অন্য আয়াতে তিনি বলেন, (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ) 'আমরা যিক্‌র (অহি) নাযিল করেছি এবং আমরাই এর হেফাযত কারী (হিজর ৯)। কুরআন শরীফ আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ) -এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে লিখিত বা সংকলিত হয় এবং হাদীছও তাঁর নির্দেশক্রমে তাঁর জীবদ্দশায় ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আমর বিনুল আছ (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীদের দ্বারা অতি সাবধানতার সাথে সংকলন কার্য শুরু হয়। অত্র আয়াতে আল্লাহ 'কলম' দ্বারা ইল্‌ম শিখানোর ওয়াদার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে অহি-র ইল্‌ম তথা কুরআন ও হাদীছের সংকলন ও স্থায়ীত্বের ব্যাপারে রাসূলকে নিশ্চিন্ত করতে চেয়েছেন। ফালিল্লাহিল হাম্‌দ।

৫. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ 'তিনি মানুষকে শিখিয়েছেন যা সে জানতো না'। অত্র আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াত হ'তে بدل اشتمال হয়েছে, যা ব্যাখ্যা হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ 'কলম' দ্বারা তিনি মানুষকে ঐসব ইল্‌ম শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানতোনা। এখানে 'মানুষ' বলতে 'আদম'(আঃ) হ'তে পারেন। কেননা তাঁকে আল্লাহ সবকিছু শিখিয়েছিলেন (বাক্বারাহ ৩১)। অথবা এর দ্বারা সাধারণভাবে সকল মানুষকে বুঝানো হয়েছে। কেননা তিনি অন্যত্র এরশাদ করেন,(والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا) 'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়েদের গর্ভ হ'তে বের করেছেন, এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না' (নাহ্‌ল ৭৮)। ما বর্ণ দ্বারা موصول مشترك বা সীমাহীন অজানা বিষয়ের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। সসীম জ্ঞানের অধিকারী মানুষকে তাই সর্বদা অসীম জ্ঞানের উৎস আল্লাহ প্রেরিত অহি-র জ্ঞানের সম্মুখে আত্মসমর্পন করতে হবে এবং অহি-র আলোকে নিজের জীবন ও সমাজ গড়ার প্রতিজ্ঞা নিতে হবে। নিজের জ্ঞানকে চূড়ান্ত ভেবে অহি-র জ্ঞানভান্ডারকে এড়িয়ে চলা নিজের জন্য আত্মহননের শামিল। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন!

অত্র আয়াতে মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে সৃষ্টির অজানা বিষয় সমূহ জানার জন্য। অধিক জ্ঞানার্জন করার জন্য। জগত সংসারকে সুখময় ও আনন্দময় করে গড়ে তোলার জন্য। মুসলমানেরা এক সময় জ্ঞানের জগতে বিশ্বের নেতৃত্ব দিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে পুনরায় অন্ধকারের অতলতলে তলিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তি বিপ্লব বিশ্বকে এগিয়ে নিয়ে গেলেও মুসলমানেরা আত্মকলহে শক্তিক্ষয় করছে। সমাজ ও সভ্যতা নিয়ে শিক্ষা ও বিজ্ঞান নিয়ে তাদের

http://islaminonesite.wordpress.com

চিন্তা -গবেষণা করার সময় কোথায়? অথচ কুরআন তার অনুসারীদেরকে প্রথম নির্দেশ দিয়েছে- 'পড়'। মুসলমান পড়া বাদ দিয়েছে। অথচ এমনকিছু পড়ছে, যেখানে জ্ঞানের খোরাক নেই। ফলে সে জ্ঞানার্জনে অন্যদের থেকে পিছিয়ে পড়ছে। দিন দিন সে রসাতলে যাচ্ছে। কে তাদেরকে হাত ধরে উঠাবে...? রে আত্মভোলা মুসলমান! তোমার রাসূল মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাকে তোমার মাল, জান ও যবান দিয়ে জিহাদ করতে বলেছেন (নাসাঈ, আবুদাঊদ)। কিন্তু আজ তোমার যবান দিয়ে কাদের শ্লোগান বের হচ্ছে? তোমার মাল কোন্ আদর্শের পিছনে ব্যয় হচ্ছে? তোমার কলম কি লিখছে? দেশের স্বাধীনতা চাইলে বিজাতীয় আদর্শের গোলামী ছাড়। অহি-র বিধানের পক্ষে কলম ধর। মানুষ সঠিক পথ খুঁজে পাবে। দেশে আল্লাহ্র রহমত নেমে আসবে।

উপসংহারঃ উপরোক্ত পাঁচটি আয়াত বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বিষয় প্রতিভাত হয়ে ওঠে। যেমন (১) লেখাপড়া শেখা ও জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য ফরয।

(২) জ্ঞানার্জনের মূল উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ্কে জানা, তাঁর সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা এবং তাঁর মাধ্যমে সমাজ ও সংসারকে শান্তিময় করে গড়ে তোলা।

(৩) জ্ঞানের দু'টি দিক রয়েছে। একটি হ'ল রূহানী বা অধ্যাত্মিক। অন্যটি হ'ল 'আলাক্ব' সম্পর্কিত বা বৈষয়িক। একে অপরটি হ'তে পৃথক হলেও বিচ্ছিন্ন নয়। যেমন মাথা ও পা পৃথক হলেও দেহ হ'তে বিচ্ছিন্ন নয়। অতএব মুমিনকে ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী হওয়ার সাথে সাথে বৈষয়িক জ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞানে পারদর্শী হ'তে হবে। প্রযুক্তি জ্ঞানের সাথে যদি ধর্মীয় জ্ঞান যুক্ত না হয়, তাহ'লে ঐ বিজ্ঞান আত্মঘাতি হবে। জগত সংসারকে ধ্বংস করে দেবে। যেমন ইতিপূর্বে বহু সভ্যতা বিধ্বস্ত হয়েছে নিজেদের আবিষ্কৃত মারনাস্ত্রের মাধ্যমেই। (৪) শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে জ্ঞানার্জন করা ও অজানাকে জানা। শুধুমাত্র ডিগ্রী ও অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে লেখাপড়া শেখার নাম জ্ঞানার্জন নয়। (৫) ইসলাম একজন মুমিনকে অধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক উভয় জ্ঞানে পারদর্শী দেখতে চায়।

সূরায়ে 'আলাক্ব' আমাদেরকে উভয়বিধ জ্ঞান অর্জনে উদ্বুদ্ধ করে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সেই লক্ষ্যে ঢেলে সাজানো সময়ের সবচাইতে বড় দাবী ॥

দরসে হাদীছ

পঞ্চস্তম্ভ

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰه عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ بُنِىَ الْإِسْلَامُ عَلٰى خَـمْسٍ شَـهَـادَةُ أَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ أَنَّ مُـحَـمَّـدًا عَـبْـدُهُ وَ رَسُوْلُهُ وَإِقَامِ الصَّلٰوةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ متفق عليه

১. অনুবাদঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপরে দন্ডায়মান (১) সাক্ষ্য দান করা এই মর্মে যে, 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল' (২) ছালাত কায়েম করা (৩) যাকাত আদায় করা (৪) হজ্জ সম্পাদন করা ও (৫) রামাযানের ছিয়াম পালন করা। -মুত্তাফাক্ব আলাইহ (বুখারী, মুসলিম)।

২. রাবীর পরিচয়ঃ রাবী আব্দুল্লাহ দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর বিনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র -যিনি ইসলাম জগতে 'ইবনু ওমর' নামে সমধিক পরিচিত। হযরত ওমরের আরো পুত্র সন্তান থাকলেও 'ইবনে ওমর' বলতে কেবল 'আব্দুল্লাহ বিন ওমর'-কেই বুঝানো হয়। তিনি প্রসিদ্ধ চারজন আব্দুল্লাহ-র অন্যতম। চারজন আব্দুল্লাহ হলেন হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর, আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ও আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের প্রমুখ খ্যাতিমান ছাহাবী। ইবনে ওমর কিশোর বয়সে মক্কা শরীফে পিতা ওমরের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন ও পিতার সাথেই মদীনায় হিজরত করেন। বয়স ও মাপে ছোট হওয়ায় ওহোদ যুদ্ধে সুযোগ পাননি। কিন্তু ১৫ বছর বয়সে সর্বপ্রথম খন্দকের যুদ্ধে এবং এর পরের সকল যুদ্ধে ও 'বায়'আতুর রিযওয়ানে' অংশগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত পরহেযগার ও সুন্নাতের পাবন্দ ছাহাবী ছিলেন। মায়মূন বিন মিহরান বলেন, আমি ইবনে ওমরের চাইতে পরহেযগার ও ইবনে আব্বাসের চাইতে বিদ্বান কাউকে দেখিনি'। তিনি এক হাযারেরও বেশী গোলাম আযাদ করেন। নবী করীম (ছাঃ) তাঁকে رجل صالح বা 'নেককার ব্যক্তি' বলে প্রশংসা করেছেন (মুত্তাফাক্ব আলাইহ)। তিনি ২৬৩০টি হাদীছ বর্ণনা করেন। তার মধ্যে বুখারী ও মুসলিম উভয়ে সংকলন করেছেন ১৭০টি। বুখারী এককভাবে করেছেন ৮১টি

http://islaminonesite.wordpress.com

ও মুসলিম ৩১টি। এক্ষেত্রে সর্বাধিক হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর পরেই ছিল তাঁর স্থান এবং তিনি ছিলেন সেরা হাদীছ বর্ণনাকারী ছয়জন ছাহাবীর অন্যতম। তাঁর থেকে বহু তাবেঈ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। রাসূল (ছাঃ)-এর নবুঅত লাভের অল্পদিন পরেই তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন ও ৭৪ হিজরীতে হজ্জের পরে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (১-৭৩ হিঃ)-এর শাহাদত লাভের তিন বা ছয় মাস পরে ৮৪ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। মক্কার নিকটবর্তী 'মুহাছছাব' অথবা 'যু-ত্বুবা' (ذوطوى)নামক স্থানে মুহাজেরীন কবরস্থানে তিনি সমাহিত হন। 'হরম শরীফ'-এর অনতিদূরে 'হল' (حل) নামক স্থানে সমাহিত করার জন্য তিনি অছিয়ত করে গিয়েছিলেন। কিন্তু অত্যাচারী গভর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ-এর কারণে তা সম্ভব হয়নি। কথিত আছে যে, হজ্জের সময় আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) যেসব স্থানে দাঁড়িয়েছিলেন, ইবনে ওমর (রাঃ) সেই সব স্থানে আগে আগে গিয়ে দাঁড়াচ্ছিলেন। হাজ্জাজ এটাকে তার অসম্মান হিসাবে গন্য করে। এরপর হাজ্জাজ লম্বা খুৎবা দেওয়ার ফলে ওয়াক্ত ক্বাযা হয়ে যাচ্ছিল দেখে ইবনে ওমর (রাঃ) তাকে লক্ষ্য করে বলেন,ان الشمس لا تنتظرك 'সূর্য তোমার জন্য অপেক্ষা করবেনা'। এতে হাজ্জাজ ক্ষুব্ধ হয়। অন্য বর্ণনায় আছে যে, খলীফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান গভর্ণর হাজ্জাজকে নির্দেশ পাঠান যেন কোন বিষয়ে ইবনে ওমর (রাঃ)-এর বিরোধিতা না করা হয়'। এতে সে আরও জ্বলে ওঠে এবং ইবনে ওমরকে তার নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে থাকে। সে একজন আততায়ী নিয়োগ করে, যে হজ্জের ভিড়ের মধ্যে বিষমাখানো তীরের তীক্ষ্ণ ধার ইবনে ওমরের পায়ের উপর পিঠে ঠেকিয়ে দেয়। এতে বিষক্রিয়ার ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন ও কিছুদিন পরে মৃত্যুবরণ করেন। -(মির'আত ও মিরক্বাত অবলম্বনে)।

৩. হাদীছের ব্যাখ্যাঃ

অত্র হাদীছে ইসলামকে একটি তাঁবুর সাথে তুলনা করা হয়েছে, যা কলেমায়ে শাহাদতের মূল খুঁটির চারপাশে চারটি খুঁটি দ্বারা যুক্ত হ'য়ে দন্ডায়মান রয়েছে। যদি পাশের খুঁটিগুলি ভেঙ্গে যায়, তবু মধ্যম খুঁটি তাঁবুর অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু মধ্যম মূল খুঁটি ভেঙ্গে পড়লে আর তাঁবুর অস্তিত্ব থাকে না। ঈমান মূলতঃ বিশ্বাস ও স্বীকৃতির নাম এবং ইসলাম হল বাহ্যিক আমলের নাম। অত্র হাদীছটিকে ঈমান-এর অধ্যায়ের প্রথমদিকে নিয়ে [illegible]

ঈমান ও ইসলাম বাস্তব ও প্রয়োগিকভাবে একই অর্থ বহন করে। যেমন আত্মা ও দেহ মূলতঃ পৃথক হ'লেও বাস্তবে একটিকে ছেড়ে অপরটি নয়। প্রাণহীন দেহ যেমন লাশ বৈ কিছুই নয়, ঈমানহীন আমল বা আমলহীন ঈমান তেমনি মূল্যহীন। উক্ত পাঁচটি স্তম্ভের কোন একটিকে যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে অস্বীকার করে তাহ'লে সে কাফের হয়ে যাবে (মির'আত)।

(ক) কলেমায়ে শাহাদতকে প্রথমে আনার উদ্দেশ্য হ'ল যে, এটাই ইসলামের প্রথম ও মূল বিষয়। এটাতে মানুষ রাযী হলেই তবে বাকী হুকুমগুলি তার উপরে প্রযোজ্য হয়। এখানে خمس থেকে 'বদল' হওয়ার কারণে দুই যের সহ شهادة পড়া হয়েছে। ব্যকরণের অন্য নিয়মানুযায়ী رفع و نصب বা পেশ ও যবর পড়া যেতে পারে।

(খ) إقام الصلوة বা ছালাত কায়েম করার অর্থ নিয়মিতভাবে ছালাত আদায় করা এবং ছালাতে ক্বিয়াম-কুঊদ, রুকু-সুজূদ, দো'আ-দরূদ সবকিছূ ছহীহ হাদীছ মোতাবেক আদায় করা। খুশু-খুযু ও তা'দীলে আরকান সহকারে ছালাত আদায় করা। বহু মুছল্লী আছেন, যারা দো'আ-দরূদ জানেন না। কেউ জানলেও তার সঠিক উচ্চারণ জানেন না। কেউ যঈফ হাদীছ অথবা হাদীছে কোন ভিত্তি নেই এমন কিছু বিষয় সুন্নাত মনে করে ছওয়াবের আশায় আমল করে যাচ্ছেন। অথচ রাসূলের ছহীহ তরীকা অনুযায়ী না হওয়ার কারণে তা কবুল হবেনা। যদিও তাঁরা ভাবেন যে, আমরা নেকীর কাজ করছি (কাহাফ ১০৩-৪)। অতএব প্রত্যেক মুছল্লীর উচিত হবে মৃত্যুর আগেই নিজের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আমল 'ছালাত'-কে ছহীহ হাদীছ -এর মানদন্ডে যাচাই করে সংশোধন করে নেওয়া। কোন মাযহাব, তরীকা, ব্যক্তি বা রেওয়াজের দোহাই দিয়ে পরকালে কোন লাভ হবেনা। এখানে 'ছালাত'-কে সেরা ইবাদত হিসাবে প্রথমে আনা হয়েছে। 'কেয়ামতের দিন বান্দার প্রথমে হিসাব দিতে হবে তার ছালাতের। ছালাতের হিসাব সুষ্ঠু হলে বাকী আমলের হিসাব সুষ্ঠু হবে। নইলে সব বেকার হবে' (তাবারানী আওসাত্ব, হাদীছ ছহীহ-আলবানী)। এজন্য ছালাতকে 'উম্মুল ইবাদাত' (ام العبادات) বা 'ইবাদত সমূহের মূল' বলা হয়ে থাকে (মিরক্বাত)।

এখানে একটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, ছালাতের বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতা ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হওয়ার [illegible] হাদীছটির প্রতি সর্বদা

খেয়াল রাখতে হবে যে, لا صلوة الا بحضور القلب 'ছালাত কুবল হয়না হৃদয় তন্ময় না হওয়া ব্যতীত'( )। যে ছালাত মুছল্লীর হৃদয়ে দাগ কাটেনা ঐ ছালাতের মাধ্যমে ছালাতের মূল উদ্দেশ্য হাছিল হ'তে পারেনা। আল্লাহ বলেছেন ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر 'নিশ্চয়ই ছালাত যাবতীয় ফাহেশা ও অন্যায় কাজ হ'তে মুছল্লীকে বিরত রাখে (আনকাবুত ৪৫)। এক্ষেত্রে যদি কোন মুছল্লী নিয়মিত ছালাত আদায় করা সত্ত্বেও ঐসব কাজ থেকে বিরত না হয়, তাহলে বুঝতে হবে তার ছালাত তার হৃদয়ে দাগ কাটেনি। এটা হ'ল ছালাতের আভ্যন্তরীণ দিক। যেটা হাছিল করাই হ'ল ছালাতের মূল উদ্দেশ্য।

কিছু ঈমানদার (?) আছেন, যারা ছালাতের আনুষ্ঠানিকতাকে গুরুত্ব দেন না। বরং 'ক্বলব ছাফ' করার কসরতে বিভিন্ন লতীফার যিকর করে গলদঘর্ম হন। তারা 'দিল কা'বায়' সিজদা করেন ও দাবী করেন যে, আমাদের দিল ছাফ আছে। অতএব ছালাত আদায়ের প্রয়োজন নেই। বরং অনেক মুছল্লীর চাইতে আমরা সৎ আছি। এর একটাই জওয়াব এই যে, যদি তারা নিজেদেরকে 'মুসলিম' হিসাবে দাবী করেন, তবে তাদেরকে অবশ্যই কুরআন ও হাদীছের বিধানের নিকটে আত্মসমর্পণ করতে হবে। ইসলাম অহি-ভিত্তিক ধর্ম। এখানে কারু যুক্তি ও বিদ্যাবুদ্ধির মূল্য নেই। যিনি এটাকে সর্বান্তঃকরণে মেনে নিতে পারেন না, তিনি ইসলাম পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু মুখে ইসলামের দাবী করবেন, আর ইসলামী ইবাদতের বিরুদ্ধে কল্পিত যুক্তি প্রদর্শন করে নিজেদের আবিষ্কৃত নতুন নতুন তরীকা চালু করবেন কিংবা সম্পূর্ণ দায়িত্বমুক্ত হয়ে মুক্ত বিহঙ্গের মত কল্পনার পাখা মেলে উড়ে বেড়াবেন, এটা চলবে না। এই সব যুক্তিবাদীগণ নিজেদের দুনিয়াবী নেতা-নেত্রীর হুকুম পালনে জান-মাল উৎসর্গ করতে প্রস্তুত কিংবা পীর-আউলিয়ার আবিষ্কৃত তরীকা পালন করতে গিয়ে রাত্রি জেগে জান শেষ করে আধমরা হ'তে রাযী আছেন। কিন্তু ধীর স্থির ভাবে তা'দীলে আরকান সহকারে মসজিদে দু'রাক'আত ফরয ছালাত আদায়ে গড়িমসি করেন। ছালাত আদায় করেও যারা সৎ হ'তে পারছেন না, তাদেরকে আরও ভালভাবে ছালাত আদায়ের মাধ্যমে সৎ হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। ছালাত পরিত্যাগ করলে সে সুযোগটুকু থেকেও সে মাহরূম হবে। যেমন একজন ছাত্র পরীক্ষায় ভাল না করলে পুনরায় পরীক্ষা দেয় কিন্তু লেখাপড়া পরিত্যাগ করেনা। যদি একবার লেখাপড়া ত্যাগ করে, তবে সে আর ঐ সুযোগ পায় না। সারা জীবন সে মূর্খ হয়েই থাকে। অতএব আল্লাহভীরু মুসলমানদের ঐসব যুক্তিবাদীদের থেকে দূরে থাকা উচিত।

বাক্যে اِقَامَةُ الصَّلٰوة মূলতঃ اِقَامُ الصَّلٰوة ছিল। দুই শব্দকে মিলানোর সুবিধার জন্য "ة" ফেলে দেওয়া হয়েছে। কেউ বলেছেন যে, দু'টিই 'মাছদার' বা ক্রিয়ামূল।

(গ) ايتاء الزكوة যাকাত আদায় করা অর্থ যথার্থ হকদারের নিকটে যাকাত পৌঁছে দেওয়া। পবিত্র কুরআনে অধিকাংশ স্থানে ছালাত-এর সাথে সাথে যাকাত আদায়ের হুকুম এসেছে। হাদীছেও একই ভাবে এসেছে। এর দ্বারা ইসলামের নৈতিক বা আধ্যাত্মিক ইবাদতের সাথে সাথে অর্থনৈতিক বা বৈষয়িক ইবাদতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যাকাত দেন ঐ ব্যক্তি যিনি অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল এবং হালাল মালে যাকাতের নির্দিষ্ট নেছাবের মালিক। যাকাত দেওয়ার যোগ্যতা হাছিলের জন্য এবং হালালভাবে অর্থনৈতিক জীবন পরিচালনার মাধ্যমে ইহকাল ও পরকালে শান্তিময় জীবন লাভের প্রতি অত্র হাদীছে ইংগিত রয়েছে।

হালাল উপার্জনের মাধ্যমে একজন মুসলিমের পুঁজিবাদী হওয়ার সুযোগ নেই। কেননা একদিকে তার জন্য অর্থোপার্জনের হারাম পথ সমূহ বন্ধ থাকে। অন্যদিকে উপার্জিত সম্পদের ($\frac{১}{৪০}$) অংশ বা শতকরা আড়াই টাকা হারে গরীব মুসলিম ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিতে সে বাধ্য থাকে। এর ফলে সে একাই স্বচ্ছল থাকেনা বরং সমাজের অন্য ভাইয়েরাও অভাবমুক্ত হয়। তার দেওয়া ফরয যাকাত ও অন্যান্য নফল ছাদকার মাধ্যমে গরীবদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং তারা সম্পদশালীদের শিল্পকারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যাদি খরিদ করে। ফলে ধনীর ব্যবসাও চালু থাকে, গরীবেরাও অভাবমুক্ত জীবন যাপন করে। এজন্যই কুরআনে বলা হয়েছে, 'সূদ ধন কমায় ও ছাদকা সম্পদ বাড়ায়' (বাক্বারাহ ২৭৬)। এভাবে ইসলামী সমাজে ধনী-গরীবের ব্যবধান কমে আসে। ধনী চূড়ান্ত ধনী হ'তে পারেনা, গরীব নিঃস্ব হয় না। ইসলামী যাকাত, ওশর, ফিৎরা ইত্যাদি ফরয ছাদকাগুলি সঠিকভাবে আদায় ও বন্টন হ'লে মুসলিম সমাজে আর্থিক অনটন থাকার কথা নয়। কিন্তু এব্যাপারে আমাদের মধ্যে এখনো চেতনা ফিরে আসেনি। যদি অধ্যাত্মিক ইবাদতের সাথে সাথে আর্থিক ইবাদত আমরা সঠিকভাবে আদায় করতে পারি, তবে ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশের নাগরিকগণ সর্বাধিক সুখী সমাজের

অধিকারী হবেন। এর জন্য মুসলিম রাজনীতিক ও সমাজনেতাদের কর্তব্য হ'ল, সবাগ্রে সমাজের নৈতিক মূলবোধ উন্নত করা ও এ জন্য প্রথমে নিজেদেরকে উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন তথা ঈমানদার হিসাবে গড়ে তোলা ও দেশের প্রচার মাধ্যমগুলিকে নীতি সম্পন্ন করা এবং সাথে সাথে হারাম উপার্জনের ছিদ্র পথগুলি বন্ধ করে হালালের পথ সমূহ খুলে দেওয়া। এ জন্য পুরা রাষ্ট্রশক্তিকে কাজে লাগিয়ে সমাজকে সুশীল সমাজে পরিণত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা অবশ্য কর্তব্য। তাকদীরে বিশ্বাস ও অল্পে তুষ্ট থাকার নীতি মুসলিম জীবনকে অতি লোভী ও অর্থগৃধ্নু হ'তে বাধা দেয়। সে অর্থের গোলাম হয়না। আল্লাহ বলেন وَ فِىْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ 'তাদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে' (যারিয়াত ১৯)। তাই যাকাত দেওয়া ধনীর করুণা নয়। বরং এটা ধনীর সম্পদে গরীবের 'হক' বা অধিকার। ধনী যদি গরীবের অধিকার তাকে বুঝে না দেয়, তবে তার প্রতিফল সে ইহকালেও ভোগ করবে; পরকালেও ভোগ করবে। ইসলাম এজন্যই ছালাত ও যাকাতকে সর্বদা পর পর বর্ণনা করেছে দু'টির সমগুরুত্ব বুঝানোর জন্য। জাতি এদিকে যতই গুরুত্ব দিবে, ততই মঙ্গল হবে। নেতারা কেবল অর্থনৈতিক উন্নতি নিয়েই ব্যস্ত। অথচ তা নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। সামাজিক ন্যায়বিচার ও নৈতিক উন্নতি একটি জাতিকে সার্বিক উন্নতির শিখরে পৌঁছে দেয়। জাতির নেতারা সেদিকে দৃষ্টি দিবেন কি?

(ঘ) 'হজ্জ' হ'ল এমন গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যা বিশ্বমুসলিমের ঐক্যশক্তির উত্থান ঘোষণা করে। মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য 'হজ্জ' হ'ল বার্ষিক বিশ্ব সম্মেলন। আল্লাহ তাঁর নেকবান্দাদের ঐক্য ও শক্তি কামনা করেন। এই ইবাদতের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ্কে তার আদর্শিক স্বার্থে সর্বদা ঐক্যবদ্ধ থাকার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

(ঙ) صوم رمضان 'রামাযানের ছিয়াম পালন করা'। বছরে একটি মাস বিশেষ নৈতিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে সমাজকে নীতিবান ও সুন্দর সমাজে পরিণত করার জন্য ছিয়ামের ইবাদত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য ধর্মের উপবাসের সাথে ইসলামের ছিয়াম পালনের পার্থক্য এই যে, এখানে কেবল খানাপিনা থেকে বিরত থাকা হয় না বরং ছিয়াম পালনকারীকে যাবতীয় অন্যায় অপকর্ম হ'তেও বিরত থাকতে হয়। নইলে তার ছিয়াম ত্রুটিপূর্ণ থেকে যায়। একমাস ছিয়াম পালন শেষে তাকে আবশ্যিকভাবে ফিৎরা দিতে হয় যা ব্যক্তির নৈতিক উন্নতির সাথে সাথে সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখে।

প্রকাশ থাকে যে, ছালাত ফরয হয়েছে দশম নববী সনের রামাযানের পর হ'তে হিজরতের পূর্ববর্তী সময়ে মি'রাজের রাত্রিতে। ছিয়াম ফরয হয়েছে ২য় হিজরীতে। এরপরে একই বছরে 'যাকাত' ফরয হয়েছে। অতঃপর ৬ষ্ঠ কিংবা ৯ম হিজরীতে 'হজ্জ' ফরয করা হয়েছে। ফরয হওয়ার এই পরম্পরাগত বিষয়টি আমাদেরকে এই ইংগিত দেয় যে, আগে নৈতিকভাবে কাউকে গড়ে তুলতে না পারলে সে অর্থনৈতিক বা অন্য কোন দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয় না। সেজন্য ব্যক্তি ও সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ উন্নত রাখা ব্যতীত সামাজিক বা অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। ব্যক্তিজীবনে যে চোর রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক জীবনে সে কখনো সাধু হ'তে পারে না। তাই ছালাতকে প্রথমে ফরয করে ইসলাম তার অনুসারীকে প্রথমে উন্নত নৈতিকতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে চেয়েছে। অতঃপর 'ছিয়াম' ফরয করে মুমিনকে 'দুনিয়াত্যাগে' উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। অতঃপর 'যাকাত' ফরয করে তাকে 'সম্পদের প্রতি লোভহীনতা' শিখানো হয়েছে। সবশেষে 'হজ্জ' ফরয করে বিশ্বমুসলিমকে একটি 'ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী মহাজাতিতে' পরিণত হওয়ার প্রতি জোরালো ইংগিত করা হয়েছে।

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় 'ছিয়ামের' কথা আগে এসেছে ও 'হজ্জ'-এর কথা শেষে এসেছে সম্ভবতঃ হজ্জ শেষে ফরয হওয়ার কারণে। এখানে 'শাহাদাতায়েন' হ'ল ইসলামের মূল। সেজন্য তাকে আগে আনা হয়েছে, যা 'ইবাদতে ক্বওলী' বা মৌখিক ইবাদত। অতঃপর 'ইবাদতে ফে'লী'-র মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইবাদত হিসাবে 'ছালাত'-কে প্রথমে আনা হয়েছে যা 'ইবাদতে বদনী' বা দৈহিক ইবাদত। অতঃপর 'যাকাত' যা 'ইবাদতে মালী' বা আর্থিক ইবাদত। অতঃপর 'হজ্জ' যা ইবাদতে মালী ও বদনী অর্থাৎ আর্থিক ও দৈহিক উভয় ইবাদতের সমন্বয়। সবশেষে 'ছিয়াম' যা 'ইবাদতে তারকী' (عبادة تركى) বা (খানাপিনা ইত্যাদি) পরিত্যাগ করার ইবাদত। ছিয়ামের মাধ্যমে দুনিয়া ভোগের বদলে দুনিয়া ত্যাগের প্রশিক্ষণ নেওয়া হয় -যা একজন উন্নত মানুষ গড়ার প্রকৃষ্ট হাতিয়ার।

ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের উক্ত গুরুত্বপূর্ণ হাদীছটি বুখারী 'ঈমান ও তাফসীর' অধ্যায়ে, মুসলিম, আহমাদ, নাসাঈ ও তিরমিযী স্ব স্ব গ্রন্থের 'ঈমান' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন (মির'আত)।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রবন্ধ

বিজ্ঞানময় কুরআন

-আব্দুল আউয়াল

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

"ذلك الكتاب لا ريب فيه" 'ইহা সেই কিতাব যাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই'। [সূরা বাক্বারাহ ২] কথাটি বর্তমান বিশ্বে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের এক বিস্ময়কর চ্যালেঞ্জ। চ্যালেঞ্জটি করেছেন আল্লাহ নিজেই। সেই চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে যেদিন থেকে আল-কুরআন অবতীর্ণ হ'তে লাগল, সেদিন থেকে নিয়ে আজ অবধি পৃথিবীর বহুলোক বহুবার বহু সাধনার মাধ্যমে এ গ্রন্থের অসারতা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সক্ষম হননি একজনও। হবেনও না। কেননা মহানস্রষ্টা আল্লাহই এ সম্পর্কে উপরোক্ত ঘোষণা দান করেছেন। আল-কুরআন এক জ্ঞানগর্ভ বিশ্বকোষ। এ গ্রন্থ শুধু ধর্মগ্রন্থই নয়, প্রাচুর্যপূর্ণ বিজ্ঞানের এক মহা উৎস। যে ঘোষণা পাওয়া যায় মহান আল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত বাণীতে-وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ -'বিজ্ঞানময় কুরআনের কসম' [সূরা-ইয়াসীন ২]।

বিজ্ঞানীরাই আজ দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে বাধ্য হয়েছেন, Science gives us but a partial knowledge of reality.

'বিজ্ঞান আমাদেরকে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে আংশিক জ্ঞান দেয় মাত্র'। প্রমাণ মেলে বৈজ্ঞানিকের উক্তিতে যিনি তাঁর অভিজ্ঞতা প্রসূত জ্ঞানের মাধ্যমে বলেছেন, 'We have seen that, the new self conciousness of science has resulted in the recognition that its claims were greatly exaggerated.' অর্থাৎ বিজ্ঞান এতদিন ধরে যে দাবি করে আসছে তার অধিকাংশই যে অতিরঞ্জিত, বিজ্ঞানের নবজাগ্রত আত্মচেতনা এ সত্য এখন পরিস্কার ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে [১]।

অথচ মহা বৈজ্ঞানিক আল্লাহ তাঁর মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বলেছেন, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى 'আমি আপনার উপর এমন এক কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী ও পথ প্রদর্শনকারী [সূরা নাহাল ৮৯]।

তাই আমরা আল-কুরআনের বাণীগুলো উপলব্ধি করতে পারি আর না পারি, বৈজ্ঞানিকগণ এ বাণী বিশ্লেষণ করে তা প্রমাণ করতে পারুন আর না-ই পারুন তাতে কিছু আসে যায় না। কেননা-

وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. 'সত্যের সম্মুখে অনুমান কিছুমাত্র কাজে আসে না' [সূরা নজ্‌ম ২৮০]।

বর্তমানে কিছু বিদ্বানকে দেখা যায় যাঁরা কুরআনের সামাজিক তত্ত্ব, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক তত্ত্বগুলোই শুধু তুলে ধরছেন আর বিজ্ঞানের অভিযাত্রাকে বাতিল করতে চেয়েছেন। আর এ কারণে এঁদের হাতে দ্বীন অনেকসময়ই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

আর একদল শুধু বিজ্ঞানের তত্ত্বকেই তালাশ করছেন, এর সফলতাকে অভিনন্দিত করছেন, কুরআনকে তারা শুধুমাত্র একখানা বিজ্ঞানময় গ্রন্থ রূপে তুলে ধরছেন, কিন্তু এর বাদবাকী কথাগুলোর মূল্য না দিয়ে সমাজ জীবনে ও ব্যক্তিজীবনে হচ্ছেন দিশেহারা। তাইতো উভয়দিকের বিবেচনায় আমাদের উচিত আল-কুরআনের বিজ্ঞানের বিস্ময়কর মিল দেখে আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে আল-কুরআনের আলোতে আলোকিত করার মাধ্যমে ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকিক নাজাতের পথ সন্ধান করা।

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ.

'আমি তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছি যেন তারা এর আয়াতগুলো সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং যেন জ্ঞানবানগণ ইহা স্মরণ করে [ছোয়াদ ২৯]। যারা বিজ্ঞান চর্চাকে ধর্মবিরোধী বলে মনে করেন আশা করি তারা আয়াতটুকু উপলব্ধি করার চেষ্টা করবেন। কেননা বিজ্ঞান চর্চা আল্লাহ্‌রই নির্দেশ। তবে অবশ্যই উদ্দেশ্য হবে মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতত্ত্ব উপলব্ধির মাধ্যমে সেই অসীম সত্তার প্রতি নত হওয়া। কেননা 'Submission to Allah, the name is Islam' অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র প্রতি সমর্পিত হওয়াই ইসলাম'।

কুরআন ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক হচ্ছে মিলের, অমিলের

1. j.w.sullivan, Limitations of science p. 149.

http://islaminonesite.wordpress.com

নয়। এজন্য আমরা কেন কুরআন থেকে বিজ্ঞানকে আলাদা করে দেখব? ইসলামে কখনও কি কোন সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক নিগৃহীত হয়েছেন? কখনও কি তাদের পুড়িয়ে মারা হয়েছে? বরং ইসলামের ইতিহাসের সাক্ষ্য হচ্ছে যে,জ্যোতির্বিদ, গণিতবিদ, পদার্থবিদ, রসায়নবিদ, ভূ-তত্ত্ববিদ, চিকিৎসাবিদ এদের কাউকে কখনও নিগৃহীত হতে হয়নি। কোনও মুসলমান বৈজ্ঞানিকের মনেই ইসলাম ও বিজ্ঞান নিয়ে কখনও কোন সংশয় দেখা দেয়নি। পাশ্চাত্যে যখন ধর্ম ও বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা হয়, তখন লোকে ইহুদী, খৃষ্টান ধর্মের কথাই উল্লেখ করে থাকেন। আসলে ভুল তথ্যের ভিত্তিতে ইসলাম সম্পর্কে এমন ব্যাপক ভুল ধারণা প্রচারিত হয়েছে যে, প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে কোন সঠিক ধারণা পাওয়া সেখানে সত্যিই কঠিন। উদাহারণ স্বরূপঃ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম ধর্মযাজক হিসেবে পরিচিত পোপ চতুর্দশ বেনোডিকেটের কথা বলা যেতে পারে। ভলটেয়ার [voltaire] তার রচিত 'MUHAMMAD OR FANATICISM' 'মুহাম্মাদ অথবা ধর্মান্ধতা'(ফরাসি ভাষায় ম্যাহমেট আওলে ফ্যানাটিসমে, ১৯৪১) নামক একখানি গ্রন্থ পোপের নামে উৎসর্গ করলে তিনি সেজন্য বিনা দ্বিধায় ভলটেয়ারকে আশীর্বাদ পাঠান। অথচ গ্রন্থখানি ছিল অতিশয় নিকৃষ্টমানের ও ব্যঙ্গ বিদ্রুপে ভরা[২]। বিজ্ঞান সম্পর্কে ইসলামের ধ্যান-ধারণা সম্পূর্ণ পৃথক। আল-কুরআনের অবতীর্ণ প্রথম আয়াতেই এর দৃষ্টান্ত মেলে إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. إِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ . الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ.

'পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে জমাট রক্ত হ'তে সৃষ্টি করেছেন। পড়, তোমার প্রভু অতীব দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না [আলাক্ব ১ – ৫]।

অথচ এর বিপরীত দৃশ্য মেলে পাশ্চাত্যে। বৈজ্ঞানিক গ্যালেলিওর (GALELEO) কথা স্মরণ করা যেতে পারে। ভ্যাটিকানের রোমান ক্যাথলিক কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি ৩৫০ বছর পরে গ্যালেলিওকে খালাস করে দিয়ে বলেছেন, যে বিচারমন্ডলী গ্যালিলিওকে সাজা দিয়েছিলেন, তারা ভুল করেছিলেন। 'সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে না। পৃথিবীই সূর্যের চারিদিকে ঘোরে' কোপারনিকাসের এই অভিমত লিখিতভাবে এবং জোরে শোরে সমর্থন করার অপরাধে ইতালীয় বিজ্ঞানী গ্যালিলিও ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে ৬৯ বৎসর বয়সে রোমান ক্যাথলিক চার্চ কর্তৃক দন্ডিত হন এবং পরবর্তী ৯ বছর তিনি গৃহবন্দীত্বের সাজা ভোগ করেন। ১৯৮০ সালে পোপ ২য় জন পল ঐ বিচারের সাক্ষ্য প্রমাণ পুনরায় পরীক্ষা করে দেখার জন্য বিজ্ঞানী, ইতিহাসবিদ, ও ধর্মবিদদের সমন্বয়ে একটি কমিশন গঠন করেন। কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সম্প্রতি সরকারীভাবে ঐ খালাসের রায় প্রকাশিত হয়েছে[৩]।

প্রকৃত প্রস্তাবে বিজ্ঞানের সাথে ইসলামের কোন বিরোধ নেই, যদি থেকে থাকে তবে তা অন্য কোন ধর্মের। এ পর্যায়ে আমরা বিজ্ঞান ও কুরআনের বিস্ময়কর কিছু সাদৃশ্য নিয়ে আলোকপাত করতে সচেষ্ট হব। -

(১) আল-কুরআনে জ্যোতির্বিদ্যাঃ(Astronomy in the quran):মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আকাশমন্ডলী নিয়ে বহুবিধ ধারণা দেয়া হয়েছে। এখানে একটি ধারণা এই, যেখানে বলা হচ্ছে وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ . والشَّمْسَ وَالْقَمَرَ . وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ

'তিনি তোমাদিগের অধীন করে দিয়েছেন রজনী, দিবস, সূর্য ও চন্দ্রকে এবং নক্ষত্ররাজিও অধীন হয়েছে তারই বিধানে [সূরা নহল ১২]। আর এ কথাটির সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়, নিউটনের দেয়া থিওরী মহাকর্ষণ শক্তি -এর মাধ্যমে। প্রতিটি বস্তু একে অপরকে সজোরে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণশক্তি প্রত্যক্ষভাবে উহাদের ভরের (mass) গুণফলের উপরে এবং পরোক্ষভাবে দূরত্বের বর্গের উপরে নির্ভর করে। তাই এ মহাবিশ্বের বস্তু কণাগুলি একে অপরের উপরে হুমড়ি খেয়ে না পড়ে সকলেই সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে একই বিশেষ নিয়মের অধীনে (Under a specific Law) ।

(২) মধ্যাকর্ষণ শক্তি (Law of gravitation)ঃ 'পৃথিবী তার মধ্যাকর্ষণ শক্তি বলে প্রতিটি

২. ডাঃ মরিস বুকাইলি, বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান পৃঃ ১১৬।

৩.সাপ্তাহিক টাইম ১২.৩.১৯৮৪ ইং; বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান পৃঃ ১২০।

http://islaminonesite.wordpress.com

পদার্থকে তার স্বীয় গন্ডির মধ্যে আটকে রেখেছে। এ কারণেই এ গন্ডির ভিতরের কোন পদার্থই এ নিয়ম না মেনে অন্য কোথাও বেরিয়ে যেতে পারে না। এই মধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে জড়, চেতন প্রতিটি পদার্থ পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হয়। গাছ থেকে ফল মাটিতে পড়ে, ঢিল ছুড়লে তা উপরে ওঠে আবার এই আকর্ষণ বলেই মাটিতে নেমে আসে' [নিউটন]। নিউটনের এই থিওরীর উপর ভিত্তি করে আজ বিজ্ঞান নবযুগের সূচনা করেছে। এবার আসুন কুরআনের মহাবাণী স্মরণ করি-

اَلَمْ نَجْعَلِ الاَرْضَ كِفَاتًا. اَحْيَاءً وَّاَمْوَاتًا.

'আমি কি এই পৃথিবীকে আকর্ষণকারী করি নাই জীবিত ও মৃতদিগের জন্য?' [সূরা মুরসালাত ২৫-২৬]। তাহ'লে আমরা দেখতে পাই মহান আল্লাহ কিভাবে তার পবিত্র গ্রন্থে এমন নিখুঁত থিওরী দিয়ে রেখেছেন। আশ্চর্য বৈ-কি!

(৩) সূর্য ও চন্দ্র (The sun and the Moon)ঃ বৈজ্ঞানিকদের ধারণা সূর্য প্রতি সেকেন্ডে... প্রায় ৮০ কোটি টন হাইড্রোজেন পরমানু ধ্বংস করে (as a fuel)। অর্থাৎ সূর্যের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমে আসছে। আর পাঁচশত কোটি বৎসর পর তা বিকিরণের মাধ্যমে নিষ্প্রভ হবে[৪]।

হ্যাঁ এই সূর্য একদিন নিষ্প্রভ হবে। তবে তার সঠিক সময় নির্ধারণ বিজ্ঞানীদের পক্ষে সম্ভব নয়। মহা বিজ্ঞানী আল্লাহ বলেন-

اِذَ الشَّمْسُ كُوِّرَتْ . وَاِذَاالنُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ-

'যখন সূর্যকে সংকুচিত করা হবে এবং নক্ষত্রমন্ডলী নিষ্প্রভ হবে' [সূরা আত্-তাকভীর-১,২]।

বিজ্ঞান চন্দ্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলে যে, পৃথিবী তার মধ্যাকর্ষণ শক্তি বলে চন্দ্রকে তার বুকের দিকে টানছে, চন্দ্রও তার মধ্যাকর্ষণ শক্তি বলে পৃথিবীকে তার নিজের দিকে টানছে। যেহেতু পৃথিবীর ভর চন্দ্রের চাইতে ৮১ গুণ বেশী, তাই চন্দ্র পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ বলে এর চারদিকে ঘূরবে[৫]। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে-

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ-كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى.

'তিনি চন্দ্র ও সূর্যকে আজ্ঞাধীন করেছেন। উভয়েই এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরিক্রমণ (move) করছে' [সূরা যুমার ৫]।

আজকের বিজ্ঞান আরও জানে চন্দ্রের নিজস্ব কোন আলো নেই, ইহা সূর্যের আলোতে আলোকিত হয়ে আলো দান করে থাকে। মহান আল্লাহ আগেই বলে দিয়েছেন- وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. 'সেখানে চন্দ্রকে রেখেছেন জ্যোতিরূপে (light) এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপরূপে (Lamp)' [সূরা নূহ-১৬]।

(৪) আত্মা (Soul): আত্মা কি? কিসে ইহা তৈরী? এর অস্তিত্ব কিসে? এর স্বরূপই বা কি? কেউ বলতে পারে না। বিজ্ঞান এক্ষেত্রে নিরব। যুগে যুগে বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেছেন এ নিয়ে। এখনও কেউ এ সম্পর্কে সামান্য ধারণা দিতেও সক্ষম হননি, হবেনও না। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ স্বীয় কালামে পাকে ঘোষণা করেন-

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً

'উহারা তোমাদের আত্মা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বল, আত্মা আমার প্রতিপালকের আদেশ মাত্র এবং তোমাকে জ্ঞান হ'তে অত্যল্প ব্যতিত প্রদান করা হয়নি' [সূরা বণী ইসরাঈল ৮৫]।

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ 'নিশ্চয়ই প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে' [সূরা আলে ইমরান ১৮৫]। ইহাই স্রষ্টাতে বিশ্বাস এবং আল-কুরআনের সত্যতা প্রমাণে যথেষ্ট, যদি আয়াতটুকু ধীর মস্তিষ্কে চিন্তা করা যায়। আল্লাহপাক বুঝতে তৌফিক দান করেন।

(৫) শক্তির নিত্যতা সূত্র (Law of conservation of energy):-'শক্তি অবিনশ্বর, এর সৃষ্টি বা বিনাশ নেই। ইহা কোন একটিরূপ হ'তে অন্য এক বা একাধিক রূপে পরিবর্তিত হয় মাত্র'। শক্তির এই নিত্যতা সূত্রের যথাযথ প্রকাশ মেলে আল-কুরআনের নিম্নের আয়াতটিতে- وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيْرًا 'তিনি (আল্লাহ) সকল কিছু সৃষ্টি করে তাদের পরিমাপ ও পরিসংখ্যান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন' [সূরা-ফুরক্বান ২]।

৪. নূরুল ইসলাম, কুরআন না বিজ্ঞান পৃঃ ১৬।

৫. বিজ্ঞান না কুরআন পৃঃ ২৫।

http://islaminonesite.wordpress.com

(৬) বৃহৎ বিস্ফোরণ (Big bang)ঃ- এমন একটা সময় ছিল যখন অধিকাংশ লোকেরই বিশ্বাস ছিল যে, মহাবিশ্ব মূলতঃ স্থির এবং অপরিবর্তনশীল। তখন মহাবিশ্বের আরম্ভ ছিল কি ছিল না- এ প্রশ্ন আসলে ছিল অধিবিদ্যা (metaphysics) এবং ধর্মতত্ত্বের (Theology)। কিন্তু ১৯২৯ সালে এডুইন হাবল (Edwin hubble) একটি যুগ নির্দেশক (land mark) পর্যবেক্ষণ করেন। সেটা হল, যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন, সে দিকেই দেখা যাবে সুদূরের নীহারিকাগুলি আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, অন্যকথায় বলা চলে, মহাবিশ্ব প্রসারমাণ। এর অর্থ হল অতীত যুগে বস্তুপিন্ডগুলো পরস্পরের নিকটতর ছিল। আসলে মনে হয়েছিল দশ কিম্বা কুড়ি হাজার মিলিয়ন বছর আগে সবগুলো নীহারীকা এক জায়গায় ছিল। সুতরাং সে সময় মহাবিশ্বের ঘনত্ব (Intensity) ছিল অসীম (Infinite)। হাবলের পর্যবেক্ষণ থেকে মনে হয় একটা কাল (Time) ছিল যার নাম দেয়া হয়েছে বৃহৎ বিস্ফোরণ (Big bang)। অর্থাৎ বৃহৎ বিস্ফোরণের সময় কালের (Time) শুরু যখন এই মহাবিশ্ব ছিল একত্রিত[৬]। আর বিজ্ঞানের এই যুগান্তকারী সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন মহা বৈজ্ঞানিক আল্লাহ তার বিজ্ঞানময় কুরআনে এভাবে-

اَنَّ السَّمٰوتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا.

'আকাশ ও পৃথিবী সংঘবদ্ধ ছিল, অতঃপর আমি এদেরকে বিভক্ত করেছি [সূরা আম্বিয়া ৩০]।

উপরোক্ত উদাহরণ গুলোর মত আরও অনেক উদাহরণের মাধ্যমে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সাথে বিজ্ঞানের সাযুজ্য প্রমাণ করা সম্ভব এবং অনাগত ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীগণ আল-কুরআনের আরও অনেক মাহাত্ম্য বুঝতে সক্ষম হবেন। তখন সমগ্র বিশ্বে আল-কুরআনের আলোকচ্ছটা ছড়িয়ে পড়বে। মানুষ বিস্ময়ে আপ্লুত হয়ে দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করবে। জর্জ বানার্ড'শ বলেন, 'ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা সকল যুগে সকল মানুষের জন্য বিশ্বজনীন ধর্ম রূপে গণ্য হতে পারে[৭]।

এ যুগের শ্রেষ্ঠ রসায়নবিদ এডমন্ড কার্ল কর্নফেল্ড রিচার্ড বলেছেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আল্লাহ একজন আছেন এবং তিনি মহাবিশ্বের পরিকল্পনা করেছেন, সৃষ্টি করেছেন এবং রক্ষা করছেন। মানুষ যতই মলিকুলের কাঠামো সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত ভাবে গবেষণা করবে, যতই তাদের মিথুনক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করবে, ততই এর পরিকল্পনাকারী ও নমুনা প্রস্তুতকারীর প্রয়োজনীয়তাও বেশী করে উপলব্ধি করবে।

মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইন বিজ্ঞান ও ইসলাম সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন,'মহাজাগতিক ধর্মের অভিজ্ঞতাই বিজ্ঞান গবেষণার সবচেয়ে শক্তিশালী ও মহান প্রেরণা'। সে সাথে তিনি মানুষ ও আল্লাহ্র জ্ঞান সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, 'বিজ্ঞানের জ্ঞানে মানুষ যতই উন্নত ও শক্তিশালী হউক না কেন আল্লাহ্র অনন্ত জ্ঞানের অণুমাত্রও তারা ধারণ করতে সক্ষম নয়'[৮]। আর এসবেরই প্রকাশ করেছেন মহান আল্লাহ তাঁর মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এভাবে-

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ 'আমি ওদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করব বিশ্বজগতে ও তাদের নিজেদের মধ্যে। ফলে উহাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, আল কুরআন সত্য' [সূরা হা-মীম আস-সাজদা ৫৩]।

আলোচ্য লেখনীর শেষ পর্যায়ে আমাদের মত ব্যস্ত মানুষের জন্য সামান্য অবসরে চিন্তা করার জন্যে তুলে ধরা হল মহাগ্রন্থ আল-কুরআন থেকে একটি ছোট্ট সূরা 'আল আছর'। بسم الله الرحمن الرحيم

وَالْعَصْرِ. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ. اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম'

(১) মহাকালের শপথ (২) নিশ্চয়ই সকল মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে (৩) কিন্তু তারা নয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকিদ করে সত্যের এবং তাকিদ করে ছবরের'।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে অধিকতর জ্ঞানদানের মাধ্যমে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তি দান করুন। আমীন!!

৬.ষ্টিফেন ডব্লু হকিং, কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পৃষ্ঠাঃ ২৬।

৭.মাওলানা আবুল বাশার জিহাদী,কেন মুসলমান হ'লাম পৃঃ৩।

৮. চল্লিশজন বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আল্লাহ্র অস্তিত্ব।

http://islaminonesite.wordpress.com

মাহে শা'বান ও শবেবরাত

-আনোয়ারুল হক

শা'বান মাস সমাগত। এটা হিজরী বছরের ৮ম মাস। এই মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকে সাধারণভাবে 'শবেবরাত' বা 'লায়লাতুল বারাআত' বলা হয়। 'শবেবরাত' শব্দটি ফারসী। এর অর্থ হিস্‌সা বা নির্দেশ পাওয়ার রাত্রি। দ্বিতীয় শব্দটি আরবী যার অর্থ বিচ্ছেদ বা মুক্তির রাত্রি। এদেশে শবেবরাত 'সৌভাগ্য রজনী' হিসাবেই পালিত হয়। এজন্য সরকারী ছুটি ঘোষিত হয়। লোকেরা ধারণা করেন যে, এ রাতে বান্দাহ্‌র গুনাহ মাফ হয়। আয়ু ও রূযি বৃদ্ধি করা হয়। সারা বছরের হায়াত মউতেরও ভাগ্যের রেজিষ্টার লিখিত হয়। এ রাতে রূহগুলো সব আত্মীয়-স্বজনের সাথে মুলাকাতের জন্য পৃথিবীতে নেমে আসে। বিশেষ করে বিধবারা মনে করেন যে, তাদের স্বামীদের রূহ ঐ রাতে ঘরে ফিরে। এজন্য ঘরের মধ্যে আলো জ্বেলে বিধবাগণ সারা রাত মৃত স্বামীর রূহের আগমনের আশায় বুক বেঁধে বসে থাকেন। বাসগৃহ ধুপ-ধুনা আগরবাতি, মোমবাতি ইত্যাদি দিয়ে আলোকিত করা হয়। অগনিত বাল্ব জ্বালিয়ে আলোকসজ্জা করা হয়। এ জন্য সরকারী পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়। আত্মীয়রা সব দলে দলে গোরস্থানে ছুটে যায় কবর যিয়ারতের জন্য। মোল্লা-মুন্সীরা ১৪ই শা'বান সকাল থেকেই ঘুরে ঘুরে এসব যিয়ারত করে দেয়। বিনিময়ে পয়সাও তারা পায়। চারিদিকে হালুয়া-রুটির হিড়িক পড়ে যায়। ছেলেরা পটকা ফাটিয়ে আতশবাজি করে হৈ-হুল্লোড়ে রাত কাটিয়ে দেয়। যারা কখনো নামায পড়েনা, তারাও এ রাতে মসজিদে গিয়ে 'ছালাতুল আল্‌ফিয়া' বা ১০০ রাক'আত ছালাতে শরীক হয়। যেখানে প্রতি রাক'আতে ১০ বার করে সূরায়ে ইখলাছ পড়া হয়। তারপর রাত্রির শেষদিকে ক্লান্ত হয়ে সবাই বাড়ী ফিরে ঘুমিয়ে পড়ে। এক সময় ফজরের আযান হয় কিন্তু মসজিদ গুলো আশানুরুপ মুছল্লী না পেয়ে মাতম করতে থাকে। প্রায় ১২ (বার) কোটি মুসলমানের এই দরিদ্র দেশে এই রাতকে কেন্দ্র করে কত লক্ষ লক্ষ টাকা যে শুধু আলোক সজ্জার নামে, আগরবাতি ও মোমবাতি পুড়িয়ে শেষ করা হয় তার হিসাব কে রাখে। তারপর সরকারী ছুটি ঘোষণা করে কল-কারখানা ও অন্যান্য অফিস আদালত বন্ধ রেখে কোটি কোটি টাকার ক্ষতি করা হয়। আর মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রেখে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার ক্ষতি সাধন করা হয়। রকমারী বিদ্যুৎ বাতি, হালুয়া-রুটি, মীলাদ ও অন্যান্য মেহমানদারী খরচের হিসাব না হয় বাদই দিলাম। শবেবরাতের নামে এদেশে প্রচলিত ইসলামী পর্বের এটাই হ'ল বাস্তব চিত্র।

মানুষ যে এত পয়সা ও সময়-শ্রম ব্যয় করে, এর অন্তর্নিহিত প্রেরণা নিশ্চয়ই কিছু আছে। মোটামুটি দু'টি ধর্মীয় আক্বীদাই এক্ষেত্রে কাজ করে থাকে।-

১. এ রাতে বান্দাহ্‌র গুনাহ মাফ হয়। আগামী এক বছরের জন্য ভাল-মন্দ তাক্বদীর নির্ধারিত হয় এবং এ রাতে কুরআন নাযিল হয়।

২. এ রাতে রূহগুলি ছাড়া পেয়ে মর্ত্যে নেমে আসে। মোমবাতি, আগরবাতি, পটকা ও আতশবাজি হয়তোবা আত্মাগুলিকে সাদর অভ্যর্থনা জানানোর জন্য করা হয়। হালুয়া-রুটি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, ঐ দিন আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ)-এর দান্দান মুবারক ওহোদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল। ব্যথায় তিনি নরম খাদ্য হিসাবে হালুয়া-রুটি খেয়েছিলেন বিধায় আমাদেরও সেই ব্যথায় সমবেদনা প্রকাশ করার জন্য হালুয়া-রুটি খেতে হয়। অথচ ওহোদের যুদ্ধ হয়েছিল ৩য় হিজরীর শাওয়াল মাসের ১১ তারিখ শনিবার সকাল বেলায়।[১] আর আমরা ব্যথা অনুভব করছি তার প্রায় দু'মাস পূর্বে শা'বানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত্রি বেলায়।

আক্বীদা হ'ল মৌলিক জিনিষ। তাই মানুষের আক্বীদায় গোলমাল থাকলে তাদের দ্বারা ভালো আমলের আশা করা যায় না। ভালো আমল বা আমলে ছালেহ্‌ বলতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা অনুমোদিত আমলকে বুঝায়। সংখ্যাগুরু মানুষ যদি বলে যে, এটা ভাল বা সৎ আমল কিন্তু পবিত্র কুরআন ও ছহীহ্‌

হাদীছে যদি তার ভিত্তি না পাওয়া যায়, তাহলে কখনোই ওটা ভাল আমল হবে না। এখন আসুন আমরা উপরোক্ত বিষয় গুলির ধর্মীয় ভিত্তি কতটুকু তা খুঁজে দেখি। প্রথমটির সপক্ষে যে সব আয়াত ও হাদীছ পেশ করা হয়, তা নিম্নরূপঃ

১। সূরায়ে দুখান-এর ৩ ও ৪ নং আয়াত-

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ - فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ.

অর্থঃ (৩) আমি তো ইহা অবতীর্ণ করেছি এক মুবারক রজনীতে; আমি তো সর্তককারী (৪) এই রজনীতে

১. বায়হাক্বী, দালায়েলুন নবুঅত (বৈরুত ঃ ১৯৮৫) ৩য় খন্ড পৃঃ ২০১-২

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়।[২] হাফেয ইবনে কাছীর (৭০১-৭৭৪ হিঃ) স্বীয় তাফসীরে বলেন,এখানে মুবারক রজনী অর্থ লায়লাতুল ক্বদর। যেমন সূরায়ে ক্বদর ১ম আয়াতে আল্লাহ বলেন-اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ। অর্থঃ 'নিশ্চয়ই আমরা ইহা নাযিল করেছি ক্বদরের রাত্রিতে'। আর সেটা হ'ল রামাযানের মাসে। যেমন বাক্বারাহ্-র ১৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ. অর্থঃ এই সেই রামাযান মাস যার মধ্যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এক্ষণে এ রাত্রিকে মধ্য শা'বান বা শবেবরাত বলে ইকরিমা প্রমুখ হ'তে যে কথা বলা হয়ে থাকে তা সঙ্গত কারণেই অগ্রহণযোগ্য। এ রাতে এক শা'বান হ'তে আরেক শা'বান পর্যন্ত বান্দাহ্র রূযি, বিয়ে-শাদী, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি লিপিবদ্ধ হয় বলে যে হাদীছ প্রচারিত আছে, তা 'মুরসাল' ও যঈফ। তাছাড়া ছহীহ হাদীছের বিরোধী হওয়ার কারণে তা গ্রহণযোগ্য নয়। বলাবাহুল্য ক্বদরের রজনীতেই বান্দাহর সব কিছু লিপিবদ্ধ হয়েছিল।[৩]

অতঃপর তাক্বদীর সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য হ'ল وَ كُلُّ شَىْءٍ فَعَلُوْهُ فِى الزُّبُرِ - وَ كُلُّ صَغِيْرٍ وَ كَبِيْرٍ مُسْتَطَرٌ

অর্থঃ উহাদিগের সমস্ত কার্যকলাপ আছে আমলনামায়, আছে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত কিছুই লিপিবদ্ধ।[৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন- 'আসমান সমূহ ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বৎসর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলূক্বাতের তাক্বদীর লিখে রেখেছেন[৫]। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) -কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমার ভাগ্যে যা আছে তা ঘটবে, এ বিষয়ে কলম শুকিয়ে গেছে। (পুনরায় তাক্বদীর লিখিত হবেনা)।[৬] এখন শবে বরাতে প্রতি বছরে ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয় বলে যে ধারণা আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে, তার কোন ছহীহ ভিত্তি নেই। বরং 'লায়লাতুল বারা'আত' বা ভাগ্য রজনী নামটিই সম্পূর্ণ বানোয়াট ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। ইসলামী শরীয়তে এই নামের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। আর গুনাহ মাফের জন্য দিনে ছিয়াম পালন ও রাতে এবাদত করতে হয়। প্রতি রাক্'আতে সূরায়ে ফাতিহা ও ১০ বার করে সূরায়ে ইখলাছ পড়তে হয়। এই ছালাতটি গোসল করে আদায় করলে গোসলের প্রতি ফোটা পানিতে ৭০০ শত রাক'আত নফল ছালাতের ছওয়াব পাওয়া যায় ইত্যাদি। এ সম্পর্কে প্রধান যে তিনটি দলীল দেওয়া হয়ে থাকে, তা নিম্নরূপঃ

(১) হযরত আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন- 'মধ্য শা'বান এলে তোমরা রাত্রিতে ইবাদত কর ও দিনে ছিয়াম পালন কর। কেননা আল্লাহ পাক ঐ দিন সূর্যাস্তের পরে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন ও বলেন, আছ কি কেউ ক্ষমা প্রার্থনাকারী আমি তাকে ক্ষমা করে দেব; আছ কি কেউ রূযি প্রার্থী আমি তাকে রূযি দেব, আছ কি কোন রোগী আমি তাকে আরোগ্য দান করব'।[৭]

এই হাদীছটির সনদে 'ইবনু আবী সাব্রাহ' নামে একজন রাবী আছেন, যিনি হাদীছ জালকারী। সে কারণে হাদীছটি মুহাদ্দেছীনের নিকটে যঈফ। দ্বিতীয়তঃ হাদীছটি ছহীহ হাদীছের বিরোধী হওয়ায় অগ্রহণযোগ্য। কেননা একই মর্মে অত্র 'হাদীছে নুযূল' ইবনু মাজাহ্র ৯৮ পৃষ্ঠায় মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে (হা/ ১৩৬৬) এবং বুখারী শরীফের (মীরাট ছাপা ১৩২৮ হিঃ) ১৫৩, ৯৩৬ ও ১১১৬ পৃষ্ঠায় এবং ছিহাহ সিত্তাহ সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে সর্বমোট ৩০ জন ছাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।[৮] সেখানে 'মধ্য শা'বান' না বলে বরং প্রতি রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশ বলা হয়েছে। অতএব ছহীহ হাদীছ সমূহের বর্ণনানুযায়ী আল্লাহপাক প্রতি রাত্রির তৃতীয় প্রহরে নিম্ন আকাশে অবতরণ করে বান্দাকে ফজরের সময় পর্যন্ত আহবান করে থাকেন- শুধুমাত্র নির্দিষ্টভাবে মধ্য শা'বানের একটি রাত্রিতে নয়।

(২) মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা রাত্রিতে একাকী মদীনার 'বাক্বী' নামক

২. অনুবাদঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন (ঢাকাঃ ৭ম মুদ্রণ, ১৯৮৩) পৃঃ ৮১২।

৩. তাফসীরে ইবনে কাছীর (বৈরুত ছাপা ১৯৮৮) ৪র্থ খন্ড পৃঃ ১৪৮।

৪. সূরায়ে ক্বামার ৫ ২ ও ৫৩ আয়াত।

৫. মুসলিম, মিশকাত হা/ ৭৯।

৬. বুখারী, মিশকাত (বৈরুতঃ ১৯৮৫) হা/ ৮৮;ঐ (দিল্লী ছাপা ১৩৫০ হিঃ) পৃঃ২০।

৭. ইবনুমাজাহ (দিল্লী ছাপা ১৩৩৩ হিঃ ১ম খন্ড পৃঃ ১০০; ঐ (বৈরুতঃ মাকতাবা ইলমিয়াহ' তাবি হা/ ১৩৮৮।

৮. দ্রঃ ইবনল ক্বাইয়িম, মুখতাছার ছাওয়াইকুল মুরসালাহ রিয়াযঃ তাবি) ২য় খন্ড পৃঃ ২৩০-৫০।

http://islaminonesite.wordpress.com

গোরস্থানে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি এক পর্যায়ে আয়েশাকে লক্ষ্য করে বলেন, মধ্য শা'বানের দিবাগত রাতে আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং 'কলব' বংশের ছাগল সমূহের লোমসংখ্যার চাইতে অধিক সংখ্যক লোককে মাফ করে থাকেন'।[৯]

মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত উক্ত হাদীছটি 'মুনক্বাত্বা' বা ছিন্নসূত্র হওয়ার কারণে ইমাম বুখারী প্রমুখ মুহাদ্দিছগণ হাদীছটিকে 'যঈফ' বলেছেন।

(৩) ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) হ'তে মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীছে 'সিরারে শা'বানের' যে ছিয়ামের বর্ণনা আছে, শবেবরাতের ছিয়ামের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।[১০]

২য় বিষয়টি হ'ল ঐ রাতে রূহের আগমন।

এ ব্যাপারে সূরায়ে ক্বদর-এর ৪ ও ৫ নং আয়াত পেশ করা হয়ে থাকে।যেখানে বলা হয়েছে 'সে রাত্রিতে ফিরিশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। সকল বিষয়ে কেবল শান্তি; ঊষার আবির্ভাব কাল পর্যন্ত'। এখানে 'সে রাত্রি' বলতে লায়লাতুল ক্বদর বা শবেকদরকে বুঝানো হয়েছে যা এই সূরার ১ম, ২য়, ও ৩য় আয়াতে বলা হয়েছে।

অত্র সূরায় 'রূহ' অবতীর্ণ হয় কথাটি রয়েছে বিধায় হয়তবা অনেকে ধারণা করে নিয়েছেন যে, মৃত ব্যক্তিদের রূহগুলি সব দুনিয়ায় নেমে অসে। অথচ এই অর্থ কোন বিদ্বান করেননি। 'রূহ' শব্দটি একবচন। এ সম্পর্কে হাফেয ইবনে কাছীর (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে বলেন, 'এখানে রূহ বলতে ফিরিশতাগনের সরদার জিবরাঈলকে বুঝানো হয়েছে। কেউ বলেন, বিশেষ এক ধরণের ফিরিশতা। তবে এর কোন ছহীহ ভিত্তি নেই।'[১১]

বুঝা গেল যে, ক্বদরের রাত্রিতে জিব্রীল (আঃ) তাঁর বিশেষ ফিরিশতা দল নিয়ে দুনিয়াতে অবতরণ করেন এবং মুমিনদের ছালাত, তেলাওয়াত, যিক্র-আযকার ইত্যাদি ইবাদতের সময় রহমতের পাখা বিছিয়ে তাদেরকে ঘিরে থাকেন। এর সঙ্গে মৃত লোকদের রূহ ফিরে আসার কোন সম্পর্ক নেই।

৯. ইবনু মাজাহ ১ম খন্ড পৃঃ ১০০; ঐ (বৈরুতঃ ছাপা, তাবি) হা/১৩৮৯; তিরমিযী হা/৭৩৬।

১০. মুসলিম নববীসহ (নওল কিশোর ছাপা ১৩১৯ হিঃ) ১ম খন্ড পৃঃ ৩৬৮।

১১. ইবনু কাছীর,তাফসীরুল কুরআন (বৈরুতঃ ১৯৮৮) ৪র্থ খন্ড পৃঃ ৪৯৬, ৫৬৮।

অতএব মহিমান্বিত শবেক্বদরে যখন মৃত রূহগুলো ফিরে আসে না, তখন শবেবরাতে এগুলো ফিরে আসার যুক্তি কোথায়? এ বিষয়ে কোন ছহীহ দলীল থাকলে তা অবশ্যই মানতে হ'ত। কিন্তু তেমন কিছুই নেই। এমতাবস্থায় ঐসব রূহের সম্মানে আগরবাতি, মোমবাতি বা রং-বেরংয়ের বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালিয়ে আলোকসজ্জা করা, তাদের মাগফেরাত কামনার জন্য দলে দলে কবর যেয়ারত করা, ভাগ্যরজনী মনে করে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা এবং এই উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন মাহফিল ও সকল প্রকারের অনুষ্ঠানই বিদ'আত -এর পর্যায়ভুক্ত হবে। এর অহেতুক অর্থ ও সময়ের অপচয়ের জন্য আল্লাহ্র গযবের শিকার হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী (৯৫৮-১০৫২ হিঃ) -এর মতে এই রাতে আলোকসজ্জা করা হিন্দুদের 'দেওয়ালী' উৎসবের অনুকরণ মাত্র'। কেউ বলেন, এগুলি খলীফা হারূনুর রশীদ (১৭০-১৯৩ হিঃ) -এর অগ্নি উপাসক নও মুসলিম বারামকী মন্ত্রীদের চালু করা বিদ'আত মাত্র'।[১২]

পরিশেষে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেই আলোচনার ইতি টানতে চাই। কোন একটি নির্দিষ্ট রাত্রি বা দিবসকে শুভ বা অশুভ গণ্য করা ইসলামী নীতির বিরোধী। রাত ও দিনের স্রষ্টা আল্লাহ। তাই কোন একটি রাত বা দিনকে অধিক মঙ্গলময় হিসাবে গণ্য করতে গেলে সেখানে আল্লাহ্র নির্দেশ অবশ্যই যরূরী। 'অহি' ব্যতীত মানুষ এব্যাপারে নিজে থেকে কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। যেমন কুরআন ও হাদীছের মাধ্যমে আমরা লায়লাতুল ক্বদর ও মাহে রামাযানের বিশেষ মর্যাদা এবং ঐ সময়ের ইবাদতের বিশেষ ফযীলত সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

এক্ষণে যদি শবেবরাত, শবেমে'রাজ, জুম'আতুল বিদা ইত্যাদির বিশেষ কোন ফযীলত এবং বিশেষ ইবাদত সম্পর্কে কিছু থাকত, তবে তা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অবশ্যই তাঁর ছাহাবীদেরকে জানিয়ে যেতেন। তিনি নিজে করতেন ও তাঁর ছাহাবীগণও তার উপরে আমল করতেন। শুধু নিজেরা আমল করতেন না বরং মুসলিম উম্মাহ্র নিকটে তা প্রচার করে যেতেন এবং তা কখনোই গোপন রাখতেন না।

কারণ তাঁরাই ইসলামের প্রথম কাতারের বাস্তব রূপকার। তাঁরাই দ্বীনকে এ দুনিয়ায় সব কিছু ত্যাগের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

১২. তুহফাতুল আহ্ওয়াযী,(কায়রোঃ১৯৮৭)৩য় খন্ড পৃঃ ৪৪৩।

http://islaminonesite.wordpress.com

আল্লাহ তাঁদের উপর রহম করুন- আমীন! কিন্তু পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে এসবের কিছুই পাওয়া যায় না। বরং একথাই পাওয়া যায় যে, জুম'আর দিন ও রাত হ'ল সবচেয়ে সম্মানিত। অথচ জুম'আর রাতকে ইবাদতের জন্য এবং দিনকে ছিয়ামের জন্য নির্দিষ্ট করা নিষেধ'।[১৩] অতএব ছহীহ দলীল ব্যতীত কোন একটি রাত বা দিনকে ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা কিভাবে জায়েয হ'তে পারে, সুধী পাঠকমন্ডলী তা ভেবে দেখবেন আশা করি। পরিশেষে বহুল প্রচারিত বাংলা বই 'মকছুদুল মোমেনীন'(১৯৮৫) পৃঃ ২৩৫-২৪২ এবং 'মকছুদুল মোমীন' (১৯৮৫) ৪০২-৪০৮ পৃষ্ঠায় শবেবরাতের ফযীলত বলতে গিয়ে হাদীছের নামে যে ১৬ টি বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে, তার সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

মাহে শা'বানের করণীয়ঃ

রামাযানের আগের মাস হিসাবে শা'বান মাসের প্রধান করণীয় হ'ল অধিক হারে ছিয়াম পালন করে রামাযানের প্রস্তুতি নেওয়া। কারণ এ মাস হ'ল রামাযানের প্রস্তুতি গ্রহণের মাস। নির্ধারিত বিষয়ে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্ব হতেই ভালভাবে প্রস্তুতি না নিলে সে বিষয়ে ভাল ফল আশা করা যায় না। তাই শা'বান মাসের চন্দ্র উদিত হওয়ার সাথে সাথেই মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে যে, সামনে রামাযানের মাস। আমি যেন এ মাসে ভাল ভাবে সুন্নতী তরীকায় পবিত্র ছিয়াম পালন করতে পারি। আর সে সাথে শা'বান মাসে বেশী বেশী ছিয়াম পালন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে দলীল হিসাবে মা আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ আমরা পেশ করতে পারিঃ

..وما رأيتُ رسولَ اللّه عليه و سلم استكملَ صيامَ شهرٍ قطُّ إلا رمضانَ و ما رأيتُه فى شهرٍ أكثرَ منه صياما فى شعبانَ – و فى رواية عنها: و كان يصوم شعبانَ إلا قليلا– متفق عليه

অর্থঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -কে রামাযান ব্যতীত অন্য কোন মাসে শা'বানের ন্যায় এত অধিক ছিয়াম পালন করতে দেখিনি। শেষের দিকে তিনি মাত্র কয়েক দিন ছিয়াম ত্যাগ করতেন।'[১৪] যারা শা'বানের প্রথম থেকে নিয়মিত ছিয়াম পালন করেন, তাদের জন্য শেষের পনের দিন ছিয়াম পালন করা উচিৎ নয়।[১৫] তবে যদি কেউ অভ্যস্ত হন বা মানত করে থাকেন, তারা শেষের দিকেও ছিয়াম পালন করবেন।[১৬]

মোট কথা শা'বান মাসে অধিক হারে নফল ছিয়াম পালন করা সুন্নাত। ছহীহ দলীল ব্যতীত কোন দিন বা রাতকে ছিয়াম ও ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা সুন্নাতের বরখেলাফ। অবশ্য যারা 'আইয়ামে বীয' -এর তিন দিন নফল ছিয়ামে অভ্যস্ত, তারা ১৩,১৪,ও ১৫ ই[১৭] শা'বানে উক্ত নিয়তেই ছিয়াম পালন করবেন, শবেবরাতের নিয়তে নয়। নিয়তের গোলমাল হ'লে কেবল কষ্ট করাই সার হবে। কেননা বিদ'আতী কোন আমল আল্লাহ পাক কবুল করেন না এবং সকল প্রকার বিদ'আতই প্রত্যাখ্যাত। আল্লাহ আমাদের সবাইকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিজ নিজ আমল সমূহ পরিশুদ্ধ করে নেওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!!

---

১৩. মুসলিম, মিশকাত হা/২০৫২।

১৪. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 'নফল ছিয়াম অধ্যায়' হা/২০৩৬।

১৫. আবু দাউদ, তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত হা/১৯৭৪

(إذا انتصفَ شعبانُ فلا تصوموا)

১৬. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৭৩,২০৩৮।

১৭. নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২০৫৭।

[হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত 'শবেবরাত' বই অবলম্বনে -লেখক]

http://islaminonesite.wordpress.com

ছাহাবা চরিত

হযরত ওছমান (রাঃ)

-আখতারুল আমান

উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার তৃতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন হযরত ওছমান (রাঃ)। তিনি অত্যন্ত লজ্জাশীল ও কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। সহনশীলতা, সত্যবাদিতা, বাদান্যতা, ন্যায়-পরায়নতা, দুস্থ মানুষের সেবায় এগিয়ে আসা, ইত্যাদি ছিল তাঁর অনুপম চারিত্রিক গুণাবলীর অন্যতম। তাক্বওয়া ও পরহেযগারীতে ছিলেন অনন্য। কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি এতই ক্রন্দন করতেন যে, স্বীয় অশ্রুজলে দাড়ি গুলি সিক্ত হয়ে যেত (তিরমিযী)। ইসলামের জন্য তিনি নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। বিপুল বিত্তশালী হওয়া সত্ত্বেও তিনি অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন ইসলাম ও মুসলিমদের স্বার্থে। উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার তৃতীয় খলীফার আসন তিনিই অলংকৃত করেছিলেন। নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) থেকে তিনি সর্বমোট ১৪৬ টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। হাদীছের প্রসিদ্ধ ছয়টি গ্রন্থে তাঁর রেওয়ায়াতকৃত হাদীছ সমূহ বিদ্যমান রয়েছে।

নাম ও জন্মঃ নাম ওছমান, উপনাম আবু আব্দুল্লাহ, উপাধি 'যুন্নূরাইন'। নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দুই কন্যা রোক্বাইয়া ও উম্মে কুলছুম-কে পরপর বিবাহ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন বলে তাঁকে 'যুন্নূরাইন' বলা হয়।[১] তিনি হস্তী বর্ষের ছয় বছর পর জন্ম গ্রহণ করেন।[২]

বংশ পরিচয়ঃ ওছমান (রাঃ) -এর বংশসূত্র নবী কারীম (ছাঃ) -এর উর্ধতন ৪র্থ পুরুষ আব্দে মানাফ-এর সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছে। তাঁর বংশ তালিকা নিম্নরূপঃ ওছমান বিন আফ্ফান বিন আবুল আছ বিন উমাইয়্যা বিন আব্দে শাম্স বিন আব্দে মানাফ বিন কুছাই বিন ক্বিলাব বিন মুর্‌রাহ বিন কা'আব বিন লূই বিন গালিব।[৩]

ইসলাম গ্রহণঃ হযরত ওছমান (রাঃ)-এর বয়স যখন ৩৪ বছর তখন পবিত্র মক্কা নগরীতে ইসলাম ধর্মের দাওয়াতের সূচনা হয়। ওছমান (রাঃ)-এর নিকটে উক্ত দাওয়াত সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন সত্যানুসন্ধিৎসু। বস্তুতঃ তাঁর এই গুণই তাঁকে ইসলাম গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেছিল। হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী তাঁর 'ইছাবাহ' গ্রন্থে ওছমান (রাঃ) -এর ইসলাম গ্রহণের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যার সার সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

'বিন্তে কুরাইয' ওছমানের খালা জাহেলী যুগে জ্যোতিষী বিদ্যার চর্চা করতেন। তিনি ওছমান (রাঃ)-কে নবী (ছাঃ)-এর নবুঅত প্রাপ্তির সংবাদ (তার জ্যোতিষী বিদ্যা দ্বারা) দিয়েছিলেন। এ কথাটি ওছমান (রাঃ)-এর অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায়। হযরত আবূ বাক্র (রাঃ) -এর সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি তাঁর নিকট ইসলামের স্বরূপ পেশ করতঃ তাঁকে ইসলামের পথে দাওয়াত দেন। নিজ খালার ঐ সংবাদটির সাথে আবু বাক্র (রাঃ)-এর পরিবেশিত কথার যথাযথ সামঞ্জস্য তাঁকে ইসলাম গ্রহণের প্রতি আরো আকৃষ্ট করেছিল। পথিমধ্যে নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত হলে তিনি তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে বলেন, হে ওছমান! তুমি আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দাও তাঁর জান্নাত লাভের জন্য। ওছমান (রাঃ) বলেন, আমি নবী (ছাঃ)-এর মুখে একথা শ্রবণে আর নিজেকে সংযত রাখতে পারিনি। সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলি।[৪] এভাবেই তিনি ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেন।

আবিসিনিয়ায় হিজরতঃ ওছমান (রাঃ) তৎকালীন সমাজে একজন বিত্তশালী ও বংশগত দিক থেকে মর্যাদা সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও অন্য সকলের মত ইসলাম গ্রহণের অপরাধে তিনিও অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। ইসলাম ত্যাগে বাধ্য করার জন্য তাঁর নিজ চাচা তাঁকে বেঁধে রাখতো ও নির্মমভাবে প্রহার করতো। ধারাবাহিক এই নির্যাতন তাঁর পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠলে অন্যান্য মাযলূমদের সাথে নবী (ছাঃ)-এর ইঙ্গিতে তিনিও সপরিবারে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন।[৫]

ফিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণঃ হযরত ওমর (রাঃ) স্বীয় মৃত্যুর পূর্বে খলীফা নির্বাচনের ভার যে ছয় জনের উপর ন্যস্ত করেছিলেন তাঁরা হলেনঃ ওছমান, আলী, ত্বালহা, যুবাইর, আব্দুর রহমান বিন আউফ ও সা'আদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)।

১. তারীখুল খোলাফা, পৃঃ ১৩৮।
২. প্রাগুক্ত।
৩. প্রাগুক্ত।
৪.তারীখুল খোলাফা।
৫. খিলাফতে রাশেদা।

http://islaminonesite.wordpress.com

ওমর (রাঃ)-এর কাফন-দাফন সম্পন্ন হ'লে উক্ত ছয়জন ছাহাবা একটি বৈঠকে মিলিত হন। দু'দিন পর্যন্ত উক্ত বিষয়ে আলোচনা পর্যালোচনা চলতে থাকে। তৃতীয় দিনে হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) -এর প্রস্তাবক্রমে হযরত ওছমান (রাঃ)-কে খলীফা নির্বাচিত করা হয়। সর্বপ্রথম আব্দুর রহমান (রাঃ) তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। পরে উপস্থিত সকল মুহাজির ও আনসারগণ তাঁর হাতে বায়'আত করেন। এভাবে ২৪ হিজরী সনের মুহাররম মাসের ৪ তারিখে হযরত ওছমান (রাঃ) সর্ব সম্মতিক্রমে মুসলিম উম্মাহ্র খলীফা নির্বাচিত হন।৬

রাজ্যবিস্তারঃ হযরত ওছমান (রাঃ)-এর খিলাফত কালে ইসলামী রাজ্যসীমার বিপুল সম্প্রসারণ ঘটে। বহু বিধর্মী দেশ মুলমানদের হাতে পরাজিত হয়ে উছমানী খিলাফতের অধীনে চলে আসে। অধিকৃত এলাকার মধ্যে আলজেরিয়া, মরক্কো, কাবুল, হিরা, সিজিস্তান, নিশাপুর, মারভ, বায়হাক্ব, ইস্কান্দারিয়া, কিরমান ইত্যাদির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দ্বীন প্রচারের কাজঃ দ্বীন ইসলামের দাওয়াত দেওয়া অপরিহার্য কর্তব্য। রসূলুল্লাহ (ছাঃ) দ্বীনের পথে দাওয়াত দেওয়াকে ওয়াজিব করেছেন। খলীফা যেহেতু নবী (ছাঃ) -এর স্থলাভিষিক্ত কাজেই নবী (ছাঃ)-এর উপর দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া যেরূপ ওয়াজিব ছিল, অনুরূপভাবে খলীফার উপরও ওয়াজিব ছিল। এজন্য-ই হযরত উছমান (রাঃ) এ ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন। দাওয়াতী কাজে সদা নিবেদিতপ্রাণ থাকতেন। তিনি অমুসলিম যুদ্ধ বন্দীদের নিকটে এসে ইসলামের দাওয়াত দিতেন, ইসলাম কি ও কেন? ইসলাম কি চায়? এসব বিষয় তাদের সম্মুখে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরতেন। যার ফলে বহু অমুসলিম ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রিত হওয়ার সুযোগ লাভ করত।

তাঁর মর্যাদা সম্পর্কিত কতিপয় হাদীছঃ

(১) আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উরু হ'তে কাপড় খোলা অবস্থায় ঘরে শূয়ে ছিলেন। পর পর আবু বাক্র ও ওমর (রাঃ) তাঁর কাছে এসে কথা-বার্তা বলে চলে গেলেন তখনও তিনি ঐ অবস্থাতেই ছিলেন। পরবর্তীতে ওছমানের আগমনের সংবাদ পেয়ে তিনি উঠে বসেন এবং কাপড়-চোপড় ঠিক করে নেন। মা আয়েশা এর রহস্য জানতে চাইলে তিনি বলেনঃ 'আমি কি লজ্জাবোধ করব না এমন ব্যক্তি থেকে যার থেকে ফেরেশতাগণ পর্যন্ত লজ্জাবোধ করে'?৭

(২) আবু আব্দুর রহমান সুলামী হ'তে বর্ণিত, উছমান (রাঃ) যে দিন অবরুদ্ধ হন সেদিন ঘর থেকে উঁকি মেরে তাদেরকে বলেছিলেন, তোমাদেরকে বিশেষ করে নবীর ছাহাবীদেরকে আল্লাহ্র শপথ করে বলছি তোমরা কি জান না আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন? যে ব্যক্তি কষ্টের অভিযানের (অর্থাৎ তাবুক যুদ্ধের) সৈন্যদিগকে যুদ্ধের সামান দিয়ে সাজিয়ে দিবে তার জন্য রয়েছে জান্নাত। অতঃপর আমিই তাদেরকে সমর সামগ্রী দিয়ে সাজিয়ে ছিলাম। তোমরা কি একথা জানো না? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি রূমার কূপ খনন করবে তার জন্য রয়েছে জান্নাত। অতঃপর আমিই তা খনন করেছিলাম। তখন তারা তাঁর কথার সত্যতা স্বীকার করেছিল।৮

(৩) আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত একদা নবী করীম (ছাঃ), আবূ বাক্র (রাঃ), ওমর (রাঃ) ও উছমান (রাঃ) ওহোদ পাহাড়ে চড়লে পাহাড়টি তাঁদেরকে নিয়ে কাঁপতে শুরু করে। তখন নবী করীম (ছাঃ) পাহাড়কে পা দিয়ে আঘাত করে বলেন, ওহোদ! স্থির হও! তোমার উপর রয়েছেন একজন নবী, একজন ছিদ্দীক্ব (অর্থাৎ আবূ বাক্র) এবং দু'জন শহীদ'(ওমর ও ওছমান)।৯

(৪) মুররাহ্ বিন কা'আব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -কে একদা ফেৎনা সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছি। উহা যে অতি নিকটবর্তী তাও তিনি বর্ণনা করেন। এমন সময় এক ব্যক্তি কাপড় দ্বারা মাথা ও মুখ আবৃত অবস্থায় অতিক্রম করলো। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, এই লোকটি সেদিন হেদায়েতের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে। (মুররা বলেন) তখন আমি তার দিকে উঠে গেলাম দেখলাম তিনি হলেন উছমান বিন আফ্ফান (রাঃ)। অতঃপর আমি তাঁর (উছমানের) চেহারাখানি নবী করীম (ছাঃ)-এর দিকে ফিরিয়ে দিলাম এবং বললাম ইনিই কি তিনি? (তদুত্তরে) তিনি বললেন হ্যাঁ।১০

৬. ফিলাফতে রাশেদা ১৫১ পৃঃ, মুখ্তাছার সীরাহ ৬২৪ পৃঃ।

৭.বুখারী ও মুসলিম [সংক্ষেপিত]।

৮.বুখারী, তারীখুল খোলাফাঃ পৃঃ ১৪১।

৯. বুখারী, মিশকাত হাদীছ সংখ্যা ৬০৭৪।

১০. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, হাকেম,-হাদীছ ছহীহ।

http://islaminonesite.wordpress.com

(৫) আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) ওছমান (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, হয়তোবা আল্লাহ তোমাকে একটি জামা পরিধান করাবেন। যদি তারা (বিদ্রোহীরা) তোমাকে উক্ত জামা খুলতে বলে তবুও তুমি তা তাদের জন্য খুলবেনা।[১১]

(৬) জায়শুল উসরা বা কষ্টের অভিযানের সৈনিকদের (সমরাস্ত্র দিয়ে) প্রস্তুত করার সময় হযরত উছমান (রাঃ) এক হাজার দীনার এনে তা নবী করীম (ছাঃ)-এর কোল মোবারকে ছড়িয়ে দিলে নবী করীম (ছাঃ) তা হাত দিয়ে উলট-পালট করতে করতে বললেন আজকের এই দিনের পর হ'তে ওছমানের (রাঃ) কৃতকর্ম ওছমানের ক্ষতি সাধন করতে পারবেনা।[১২]

(৭) ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফেৎনার কথা উল্লেখ করলেন এবং (হযরত উছমান (রাঃ)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে) বললেন, 'এই লোকটি উক্ত ফেৎনায় মযলূম অবস্থায় নিহত হবে'।[১৩]

শাহাদত বরণঃ ইসলামের ব্যাপক বিজয় দেখে ইসলাম বিদ্বেষী মহল তথা ইহুদী ও খৃষ্টানগণ তেলে-বেগুনে জ্বলতে থাকে। কিন্তু উপায় নেই, মুসলিম বাহিনীর হাতে তারা ক্রমাগত পরাজয় বরণ করতে-ই থাকে। ইসলামের গতিকে থামাবার আর কোন পথ অবশিষ্ট রইল না। অবশেষে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংস সাধন করতে হ'লে নিজেদেরকে বাহ্যিকভাবে মুসলিম পরিচয় দিতে হবে এবং ইসলামের মূলে আঘাত হানতে হবে। আব্দুল্লাহ বিন সাবা ছিল তাদেরই অন্যতম। সে ইহুদী ছিল। তার মায়ের নাম ছিল সাওদাহ। উছমানের যামানায় সে বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতিসাধন করা। মুসলিম সমাজে ফাটল সৃষ্টি করার নিমিত্তে সে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত শুরু করে। এক পর্যায়ে সে হেজায, বসরা, কুফা ইত্যাদি পরিভ্রমন শেষে মিসর থেকে বিভিন্ন এলাকায় তার মতাবলম্বীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখে। আলী (রাঃ) সম্পর্কে তার বক্তব্য হল- আলী (রাঃ) হলেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অছিয়তকৃত প্রথম খলীফা। কারণ প্রত্যেক নবীর জন্য একজন অছী থাকে। পরর্বতীতে খলীফা ওছমান (রাঃ)-এর সমালোচনা শুরু করে। রাষ্ট্রের দায়ীত্বশীলদের সম্পর্কেও সে বিভিন্ন মন্তব্য করতে থাকে। সে বলে যে, উছমান এদের ক্ষমতায় বসিয়েছেন এজন্যই যে, এরা সকলেই তাঁর আত্মীয়-স্বজন। অথচ তাদের এ দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা ছিল। কারণ ঐ সমস্ত দায়িত্বশীলদের অধিকাংশই ওমর (রাঃ)-এর খিলাফত আমলেও সরকারী বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এ থেকেই স্পষ্ট অনুধাবন করা যায় যে, উছমান (রাঃ) স্বজনপ্রীতির জন্য নয়, বরং পূর্ব যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার জন্যই তাদেরকে সরকারী দায়ীত্বে রেখেছিলেন।[১৪]

এই আব্দুল্লাহ বিন সাবা ইহুদীর নেতৃত্বে খলীফা বিরোধী আন্দোলন চাঙ্গা হয়ে উঠে। একথা অনস্বীকার্য যে, এই সাবায়ী আন্দোলনে ভুল বুঝাবুঝির কারণে কিছু ছাহাবীও এতে যোগ দিয়েছিলেন। তবে তারা আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে পুরোপুরি একমত ছিলেন না। সাবায়ী আন্দোলন এক সময় চরম আকার ধারণ করে। মিসর থেকে সমস্ত বিরুদ্ধবাদীদের খলীফা ওছমানের বাড়ী অবরোধ করার জন্য আহবান জানানো হয়। তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, উক্ত কাজ সম্পাদনের জন্য শাওয়াল মাসে হাজীদের সাথে মদীনাভিমুখে যেতে হবে, যাতে করে ছাহাবীদের নিকট ব্যাপারটি গোপন থেকে যায়। ঘটলোও তাই। শাওয়াল মাসে মিসর হ'তে ৬০০ বিদ্রোহী মদীনাভিমুখে রওয়ানা হয় গাফেক্বী বিন হারব -এর নেতৃত্বে। আব্দুল্লাহ বিন সাবা তাদেরই সহগামী ছিল। একই সময়ে কূফা ও বসরা বাসীরা রওয়ানা হয়। পথিমধ্যে তারা সকলেই মিলিত হয় এবং মদীনার দিকে তাদের যাত্রা অব্যাহত রাখে। তারা মদীনার সন্নিকটে পৌঁছে গেলে মদীনা বাসীগণ কি ঘটতে পারে তা অনুমান করতে পারে। ফলে খলীফা উছমানের নির্দেশক্রমে তাদেরকে মদীনায় প্রবেশ থেকে বাধা দান করার জন্য হযরত আলী (রাঃ) কতিপয় ছাহাবীসহ তাদের নিকট উপস্থিত হন। দীর্ঘক্ষণ মত বিনিময়ের পর বিদ্রোহীরা এই সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করে যে, তারা অজান্তে মদীনায় প্রবেশ না করে পুনরায় স্ব স্ব স্থানে ফিরে যাবে। আলী (রাঃ) পরিস্থিতি শান্ত দেখে মদীনায় ফিরে আসেন। কিন্তু তারা তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ছাহাবীদের অজান্তে মদীনায় ঢুকে পড়ে এই অজুহাত দেখিয়ে যে, খলীফা ওছমান নাকি

১১. তিরমযী, ইবনু মাজাহ, হাকেম, -হাদীছ ছহীহ। উক্ত হাদীছে 'জামা' দ্বারা খেলাফতকে বুঝানো হয়েছে।

১২. তিরমিযী, হাকেম-ছহীহ।

১৩. তিরমিযী, মেশকাত হাদীছ হাসান।

১৪. আত-তারীখুল ইসলামী।

http://islaminonesite.wordpress.com

তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন। অথচ উক্ত অভিযোগটি ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা। তারা খলীফা ওছমানের বাড়ী ঘেরাও করে ফেললো। তবে এ অবরোধ প্রাথমিক পর্যায়ে হালকা ধরণের ছিল। তখনও ওছমান (রাঃ) মসজিদে এসে মুছল্লীদের নিয়ে ছালাত আদায় করতেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা যখন এই সংবাদ জানতে পারলো যে, তাদের প্রতিহত করার জন্য বিভিন্ন প্রান্ত হ'তে খলীফার নির্দেশে বিপুল সৈন্য মদীনায় আগমনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তখন থেকে তাদের অবরোধ চরম আকার ধারণ করে। অবশেষে একদা জুম'আর খুৎবা দান অবস্থায় বিদ্রোহীরা হযরত ওছমান (রাঃ)-এর উপর আক্রমন চালালে তিনি তৎক্ষনাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। পরে তাঁকে তার বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়। এর পর থেকে তিনি আর কোনদিন বাহির হন নাই। রূমা কুপের পানি বিদ্রোহীরা তার জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। অথচ এই কুপটি তিনিই নবী করীম (ছাঃ) -এর যুগে নিজের বিপুল অর্থ ব্যয়ে খরিদ করে জনগণের জন্য দান করেছিলেন। বিদ্রোহীদের দমনের জন্য বিভিন্ন প্রান্ত হ'তে সৈন্য বাহিনী মদীনায় আগমন করতে থাকে। এই অবস্থা দেখে উক্ত কুচক্রী মহল ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে খলীফা উছমান (রাঃ)-এর জীবনের অবসান ঘটানোর জন্য তাঁর ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। ঘরে প্রবেশ করতে চাইলে তাদেরকে বাধা দান করেন হাসান বিন আলী, আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর, মুহাম্মাদ বিন ত্বালহা, মারওয়ান বিন হাকাম, সাঈদ বিনুল আস প্রমুখগণ। সামনের দরজা দিয়ে তারা ঘরে প্রবেশ করতে বাধাপ্রাপ্ত হলে অন্যদিক থেকে ঘরের জানালা দিয়ে মতান্তরে অন্য ঘর দিয়ে তাঁর ঘরে প্রবেশ করে। তখন ওছমান (রাঃ) ছিয়াম অবস্থায় কুরআন মজীদ পাঠ করছিলেন। এমতাবস্থায় নরপশু গাফেক্বী সর্বপ্রথম তাঁর উপর লৌহ দ্বারা জোরে আঘাত হানে। পরে বাকীরা তাঁর উপর ঝাপিয়ে পড়ে এবং তার জীবন প্রদীপ তরবারীর আঘাতে চিরতরের জন্য নিভিয়ে দেয় (ইন্না-লিল্লাহে ওয়া ইন্না-ইলায়হে রা-জেউন)। এভাবেই হযরত ওছমান (রাঃ) ৩৫ হিজরীর ১৮ যিলহজ্জ, ৮২ বছর বয়সে মাযলূম অবস্থায় নিহত হন। শুক্রবার রাতে মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে মদীনায় অবস্থিত 'হুশ কাউকাব' নামক 'বাক্বী' গোরস্থানের নিকটবর্তী এক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয় যা এখন 'বাক্বী' গোরস্থানের সীমানার মধ্যে অবস্থিত।[১৫]

১৫.আল-আশারাতুল মুবাশ্শারুনা বিল জান্নাহ, মুখতাসার সীরাহ, তারীফুম বিররুওয়াত, তারীখুল খোলাফা, আত-তারীখুল ইসলামী অবলম্বনে।

বিঃদ্রঃ ভারত উপমহাদেশে প্রচারিত ইসলামের ইতিহাস বই সমূহ শী'আ, রাফেযী মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত। এ জন্য দেখা যায়, এসব ইতিহাসে ছাহাবীদের যথেষ্ট সমালোচনা করা হয়েছে। অথচ ইহা আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আহলেহাদীছদের আক্বীদার সম্পূর্ণ পরিপন্থি। আল্লাহ ছাহাবীদের উপর রাযী ছিলেন। অতএব আমাদেরও তাঁদের উপরে সুধারণা রাখতে হবে এবং যাবতীয় সমালোচনা হ'তে দূরে থাকতে হবে। আল্লাহ বলেনঃ

وَالسَّابِقُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَأَعَدَّلَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا (سورة التوبة/١٠٠)

'যারা প্রথম অগ্রগামী মুহাজেরীন ও আনসার হ'তে এবং যারা তাদের সুন্দরভাবে অনুসরণ করেছে আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের উপরে রাযী হয়েছেন এবং তারাও তাঁর উপরে রাযী (সন্তুষ্ট) হয়েছেন। আর তাদের জন্য (আল্লাহ) প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে নদী সমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে' (সূরা তাওবাহ ১০০)। 'মুহাম্মাদ বিন কা'আব, কুরবী (রাঃ) -কে কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বলেন, ছাহাবায়ে কেরামের সবাই জান্নাতবাসী হবেন যদি দুনিয়াতে তাঁদের কারো দ্বারা কোন ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে থাকে তবুও। সে লোকটি জিজ্ঞেস করল একথা আপনি কোত্থেকে বলছেন (এর প্রমাণ কি?) তিনি বললেন, কুরআন করীমের আয়াত পড়ে দেখ "والسابقون الأولون"

এতে শর্তহীনভাবে সমস্ত ছাহাবা সম্পর্কেই বলা হয়েছে "رضى الله عنهم ورضوا عنه"। অবশ্য তাবেয়ীনদের ব্যাপারে "إتباع بإحسان" এর শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এতেই প্রতীয়মান হয় যে, ছাহাবায়ে কেরামের সবাই কোন রকম শর্ত ছাড়াই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিতে ধন্য হবেন।[১৬]

নবী করীম (ছাঃ) তাঁর ছাহাবীদের সমালোচনা করতে নিষেধ করেছেন। এরশাদ হচ্ছে -'তোমরা আমার ছাহাবীদের গালি দিও না। কারণ যদি তোমাদের কেউ

১৬. তাফসীরে মাযহারী, মা'আরেফুল কুরআন পৃঃ ৫৯১।

http://islaminonesite.wordpress.com

ওহোদ পাহাড় পরিমাণও স্বর্ণ ব্যয় করে তবুও উহা তাদের একজনের সমপর্যায়ে কিংবা তার অর্ধেক পর্যন্তও পৌঁছতে পারবেনা' (বুখারী ও মুসলিম)।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, তোমরা ছাহাবীদেরকে গালি দিও না। কারণ তাঁদের একজনের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সাথে ঘন্টা খানেকের জন্য দন্ডায়মান হওয়া তোমাদের একজনের ৪০ বছরের আমল করার চাইতেও উত্তম' (ইবনু বাত্ত্বাহ হাদীছটি ছহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন)। উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা আমরা জানতে পারলাম ছাহাবীদের সমালোচনা করা কত বড় অপরাধ। আর ইসলামের তৃতীয় খলীফা ওছমান (রাঃ) তাঁদেরই অন্যতম। তিনি উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার তৃতীয় শ্রেষ্ঠ পুরুষ এবং ঐ দশজন ছাহাবীদের অর্ন্তভুক্ত যাঁদেরকে জান্নাতবাসী হওয়ার সুসংবাদ তাঁদের জীবদ্দশায় নবী (ছাঃ) দিয়েছেন। কাজেই ইতিহাসের মিথ্যা বর্ণনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁর সমালোচনায় লিপ্ত হওয়া নির্বুদ্ধিতা, অদূরদর্শিতা ও শী'আ মতবাদের পুষ্টিসাধন বই কিছুই নয়। যারা ছাহাবীদের সমালোচনা করে আল্লাহ তাদের হেদায়াত করুন ও আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত -এর আক্বীদা পন্থী হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন! ওয়া আ-খেরু দাওয়ানা আনিল হামদু লিল্লা-হে রব্বিল আ-লামীন।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

-আব্দুস সামাদ সালাফী

নভেম্বর'৯৭ সংখ্যার উত্তর

১ম গল্পের প্রশ্নগুলোর উত্তরঃ

১। বড় ভাই দেখেছিল, উটটি যখন ঘাস খায়, তখন বাম দিকে অনেক ভাল ঘাস থাকা সত্ত্বেও খায়নি। শুধু ডানদিকের ঘাসগুলো খাচ্ছিল। তাই সে বলেছিল বাম চক্ষু থাকলে নিশ্চয় বামদিকের ঘাসগুলোও বেছে বেছে খেত। বাম চক্ষু ছিলনা বলেই তা খায়নি।

২। উট বা পশুর পা যদি ভাল থাকে তাহলে পা তুলে ফেলে। কিন্তু পা খোঁড়া হলে তুলে ফেলতে পারেনা। বরং পা ছেচড়ে যায়। উটটির পেছন দিকের ডান পা টি ছেচড়ে গিয়েছে। তাই মেজ ভাই বলেছে পা টি খোঁড়া ছিল।

৩। উটটি খুঁটি থেকে ছুটে পালিয়ে এসেছিল এবং রাখাল পিছু ধাওয়া করছিল তা সেজ ভাই জানল এইভাবে যে, উক্ত উটটি এক জায়গার ঘাস না খেয়ে এখানে একটু ওখানে একটু খেয়েছে, এক জায়গা থেকে খায় নাই। আর যে সমস্ত পশুর পেছনে ভয় থাকে সেগুলো এভাবেই খেয়ে থাকে।

৪। যে সমস্ত পশুর লেজ থাকে সেগুলো প্রয়োজনবোধে লেজ নাড়ায় এবং পায়খানা করার সময় লেজ উঠিয়ে পায়খানা করে কাজেই মল বা গোবরগুলি এক জায়গায় পড়ে। কিন্তু যার লেজ নেই 'বেড়ে', সে সবসময় লেজ নাড়ায় এবং পায়খানা করার সময়ও। কাজেই তার মলগুলো এক জায়গায় না পড়ে ছিটে ছিটে পড়ে। এই ব্যাপারেও ব্যতিক্রম হয়নি। সেজন্য ছোট মিঞা বলেছিল উটটি 'বেড়ে' ছিল।

৫। মেয়েরা যখন মাসিকের অবস্থায় থাকে তখন তারা শারীরিক ভাবে দুর্বল থাকে, কাজেই যে কোন কাজে দুর্বলতা প্রকাশ পায়। এখানেও ব্যতিক্রম হয়নি। রুটির আটাগুলো ভাল করে মেখে মুলায়েম করতে পারেনি। কাজেই রুটিগুলি মুলায়েম না হয়ে ভুরভুরে হয়েছিল। সেজন্য বড় ভাই বলেছিল, বাবুর্চি মাসিকের অবস্থায় ছিল।

৬। ছাগল, গরু ও অন্যান্য পশুর গোস্ত ভারী হয় এবং তেল বা চর্বিগুলো হালকা হয়। রান্না করার পর গোস্ত গুলি শুরার ভিতর ডুবে থাকে এবং তেলগুলি উপরে

http://islaminonesite.wordpress.com

ভেসে থাকে। কিন্তু কুকুরের ব্যাপারে এর সম্পূর্ণ উল্টা। তেলটা ভারী এবং গোস্তটি হালকা। খাবার সময় মেজ ভাই সেটাই লক্ষ্য করেছিল এবং উক্ত মন্তব্য করেছিল।

৭। সাধারণতঃ মদ্যপান করলে মানুষ উন্মাদ হয়ে যায় এবং আবল তাবল বকে। কিন্তু এই মদ্য পান করে তা হয় নাই। বরং তার উল্টো হয়েছে । তারা নিরুৎসাহিত হয়েছিল এবং কোন আনন্দ পায় নাই। আর এটা মরদেহের প্রতিক্রিয়া। তাই ৩য় ভাই উক্ত মন্তব্য করেছিল।

৮। যে বাদশার ছেলে বলে বর্তমান বাদশাহ পরিচিত, তিনি এই রকমই ভদ্র ও অমায়িক ছিলেন। কিন্তু তিনি সম্ভ্রান্ত মেহমান আসলে তাদের সাথে বসে খেতেন। কিন্তু ইনি তা করেন নাই। এই পিতার সন্তান হলে নিশ্চয় তা করতেন।

০ বাদশার মাল বন্টনঃ

*স্বর্ণ মুদ্রা (দিনার) স্বর্ণের অলংকার ও আসবাবপত্র এবং লাল রং এর উট ও অন্যান্য পশুগুলি বড় ভাইকে দেওয়া হ'ল।

*চাঁদির মুদ্রা (দিরহাম) চাঁদির অলংকার ও আসবাবপত্র, সাদা রং এর সমস্ত পশু পাখি মেজ ভাইকে দেওয়া হ'ল।

*লৌহ ও লৌহজাত দ্রব্য অস্ত্র সস্ত্র, কাল রং এর পশু ও বাগান এসব গুলি দেওয়া হ'ল মেজ ভাইকে।

*তামা ও তামাজাত দ্রব্য ও আসবাবপত্র এবং মেটে রং এর সমস্ত পশু এবং কৃষিজমি ছোট মিঞাকে দেওয়া হ'ল। এরপর তারা সন্তুষ্টচিত্তে বিদায় হ'ল।

২য় গল্পের প্রশ্নের উত্তরঃ মই থেকে লাফ দিয়ে পড়ে যাবে।

৩য় গল্পের প্রশ্নের উত্তরঃ কলসের ভিতর কাপড় ঢুকিয়ে দিলে পানিগুলি কাপড়ে চুসে নিবে। পরে রোদে কাপড় শুকিয়ে নিবে।

০ যারা ২টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছেন তারা হলেনঃ

***রাজশাহী থেকেঃ** *মুহাম্মাদ শহিদুল ইসলাম, আব্দুল হামীদ।*

ঝিনাইদহ থেকেঃ *মুহাম্মাদ মিকাইল ইসলাম।*

যারা ১টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছেন তারা হলেনঃ

রাজশাহী থেকেঃ *মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান, আব্দুল্লাহ বিন মোস্তফা, আব্দুর রশীদ ও ইমামুদ্দীন।*

নাটোর থেকেঃ *খন্দকার আযীযুর রহমান।*

নাটিকা

প্রচলিত ধারণাই যত সমস্যা

-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদুদ

(ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, কুমিল্লা)

সাকলাইনঃ কি রে রশীদ, খুব ব্যস্ত মনে হয়?

আব্দুর রশীদঃ তুই কি আমার নামটাও বলতে পারিস না?

সাকলাইনঃ তোর নাম মানে? রশীদ কার নাম?

আব্দুর রশীদঃ আরে বোকা, আমার নাম আব্দুর রশীদ। আর রশীদ হলো আল্লাহ্‌র একটি গুণবাচক নাম। আব্দুর রশীদ মানে আল্লাহ্‌র বান্দা।

সাকলাইনঃ তা বুঝলাম। এখন তোর ব্যস্ততার কারণ কি বলবি কিছু?

আব্দুর রশীদঃ তুই জানিস না, আগামীকাল যুবসংঘের কর্মী পরীক্ষা। ও তুই তো আবার বুঝিস না। এটা হলো কর্মীদের মানোন্নয়নমূলক পরীক্ষা।

সাকলাইনঃ একই ক্লাশে পড়ি বটে। তোর চিন্তাধারা আর আমার চিন্তাধারায় এত তফাৎ? ধেৎ ভাল্লাগেনা। আচ্ছা বল্‌তো ঐ পরীক্ষার ধরণটা কেমন?

আব্দুর রশীদঃ সংগঠনের কর্মীদের যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য এই পরীক্ষা হয়। পরীক্ষার সিলেবাসে কুরআন, হাদীছ, ইসলামী সাহিত্য ও সংগঠন বিষয়ক বই এবং সাধারন জ্ঞানের উপরে প্রশ্ন থাকে।

সাকলাইনঃ বলিস কি? তাহলে তো আলাদা শিক্ষাবোর্ডের মতই কাজ করতে হয়।

আব্দুর রশীদ ঃ হ্যাঁ তাতো অবশ্যই। আমাদের পরীক্ষা পরিচালনার জন্য এবং খাতা দেখা ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মৌখিক পরীক্ষা নেওয়ার জন্য নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন লোক আছেন।

সাকলাইনঃ সবই বুঝলাম। কিন্তু মৌখিকের ব্যাপারটা বুঝলাম না।

আব্দুর রশীদঃ কর্মী মানোন্নয়নের জন্য একজন ছাত্র/যুবকের যেমন প্রয়োজন জ্ঞানের দৃঢ়তা, তেমনি

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রয়োজন উপস্থাপনার বলিষ্ঠতা। আর সে কারণেই তো মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হয়।

সাকলাইনঃ আমি বুঝি তোকে বিরক্ত করলাম। এখন যাই।

আব্দুর রশীদঃ আরে বোকা, এতে বিরক্তির কি হলো। আমরা তো প্রতিদিন কত ছেলের সাথেই Personal Contact করি।

সাকলাইনঃ এটা কেন?

আব্দুর রশীদঃ তুই তো জানিস, বৃটিশ থেকে স্বাধীন হয়েছি- আজ অর্ধ শতাব্দী হলো। কিন্তু আজও বৃটিশের দেয়া শিক্ষানীতি অনুযায়ী এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। এর ফলে একজন যুবক মুসলমান হতে কখনোই চায় না। বৃটিশের ঐ শিক্ষা তার মন-মগজে ইসলামকে একটি বোঝা হিসাবে দেখিয়েছে। তাই তার ব্রেইনে ইসলামের ব্যাপারে অনেক কু-ধারণা জন্মে। এগুলো পরিস্কার করে তাকে যোগ্য কর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে অবশ্যই ব্যক্তিগত সাক্ষাতকারের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে হয়।

সাকলাইনঃ বলিস কি, আব্দুর রশীদ। তোদের ইসলামের প্রতি যে দরদ, মুসলমানদের নিয়ে এত চিন্তা, তা তো জানতাম না। মনে করতাম, যুবসংঘ একটা ক্লাবের মত। যেহেতু রাজনীতি করিস না, তাই ধরে নিতাম একটা ভাল ক্লাব।

আব্দুর রশীদঃ আমরা রাজনীতি করি না, একথা তোকে কে বলল?

সাকলাইনঃ কে বলল মানে? আমি নিজেই তো দেখছি। তোরা নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছিস না। ভোটাভুটি করছিস না।

আব্দুর রশীদঃ সাকলাইন, তোর সময় হবে? কিছুক্ষন কথা বলব।

সাকলাইনঃ বেশ তো এখনই বল। আমি তো ফ্রি।

আব্দুর রশীদঃ সাকলাইন, আমি তো আগেই বলেছি যে, বৃটিশের শিক্ষানীতির ফলে আমরা যা জানছি তা হলো নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া। আর হরতাল, অবরোধ ও মিছিল-মিটিং গাড়ী ভাঙচুর ও গরম বক্তৃতাবাজি কেই আজ আমরা রাজনীতি ভাবছি। অথচ.....

সাকলাইনঃ অথচ কি?

আব্দুর রশীদঃ অথচ এসবের সাথে প্রকৃত রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। কেননা রাজনীতি দু'ভাগে বিভক্ত। এক - 'নীতির রাজ'। বাংলা ব্যাকরণে এটা হলো ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ। নীতির রাজ বা সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি কি ইসলাম নয়?

সাকলাইনঃ তা তো অবশ্যই।

আব্দুর রশীদঃ শুধু তোর আমার কথা নয়। এদেশের ১২ কোটি মুসলমানের প্রাণের দাবীই হলো ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি। অথচ প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার কারণে আমরা সেটা বুঝতে পারি না।

সাকলাইনঃ আরেক ভাগে কি আছে?

আব্দুর রশীদঃ বলছি। আরেকভাবে যদি আমরা রাজনীতিকে বিশ্লেষণ করি তবে তা হবে রাজার বা রাজের নীতি। আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ভাষায় 'রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিমালাকে রাজনীতি বলা হয়'। আচ্ছা তুই বল ইসলাম কি রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নীতিমালা দেয়নি?

সাকলাইনঃ দেয়নি মানে? আল্লাহ্‌র রাসূল তো নিজেই রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন।

আব্দুর রশীদঃ রাসূলুল্লাহ বললে-'ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম' অবশ্যই বলতে হয়। এখন কথা হলো, যারা ইসলামকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে চায়, তারা রাজনীতি করে না, এটা বলা কি ঠিক হবে ?

আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেন-'আমরা ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমতা দেইনা, যে ব্যক্তি নিজেই তা চেয়ে নেয় বা তার জন্য লোভ ও আকাংখা পোষণ করে' (বুঃ মুঃ)। এবার বল, এই হাদীছ মানলে কি নিজে ভোট প্রার্থী হওয়া যাবে। কিংবা ভোট প্রার্থীদের কাউকে ভোট দেয়া যাবে?

সাকলাইনঃ অবশ্যই না।

আব্দুর রশীদঃ আরও গলদ আছে। আজকের নির্বাচনে ভাল মানুষ কি পাশ করতে পারে? যারা জনগণকে ধোঁকা দিয়ে ও সন্ত্রাসী বাহিনীর দ্বারা ভোট ডাকাতি করতে পারে তারাই তো পাশ করে।

সাকলাইনঃ তা তো অবশ্যই। তবে কি ইসলামী গণতন্ত্র.....।

আব্দুর রশীদঃ চুপ কর সাকলাইন। ইসলামী গণতন্ত্র

http://islaminonesite.wordpress.com

বলে আমাদের যা শিখানো হচ্ছে, তা ইসলামে কতটুকু গ্রহণ যোগ্য? 'গণতন্ত্র' শব্দের মধ্যে আমি শিরকের গন্ধ পাচ্ছি। আর এই গণতন্ত্রকে কি-না মিশানো হচ্ছে ইসলামের সাথে?

সাকলাইনঃ এটা কিন্তু বুঝিনি।

আব্দুর রশীদঃ একটা খারাপ বস্তুকে ভাল করে দেখানোর জন্য যেমন তাকে ভাল বস্তুর সাথে মেশাতে হয়, তেমনি নতুন কোন মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে, সকলের প্রিয় কোন আদর্শের সাথে সাদৃশ্য করেই তাকে উপস্থাপন করতে হয়। আসলে যারা ইসলাম পেয়ে সন্তুষ্ট নয়, তাদের জন্য আরও কিছু দরকার। সেই আরও কিছুই হ'ল গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি। কিন্তু সমাজের ভয়ে তারা বলতে পারে না- ইসলাম অপরিপূর্ণ। অতএব আমাদের এই ধরণের জাহেলী ধারণা পরিহার করা উচিৎ।

সাকলাইনঃ হায় খোদা আমরা কোথায় আছি (কপালে হাত)?

আব্দুর রশীদঃ তুই খোদা বললি কেন ? বলবি হে আল্লাহ!

সাকলাইনঃ কেন, কি হয়েছে? এতেও আবার দোষ আছে না-কি?

আব্দুর রশীদঃ আছে মানে, অবশ্যই আছে।

সাকলাইনঃ তাহ'লে কিভাবে?

আব্দুর রশীদঃ 'আল্লাহ' শব্দটি কুরআনের পরিভাষা। আল্লাহ্‌র শতাধিক সুন্দর নাম আছে। যেমন রহমান, রহীম, রশীদ প্রভৃতি। এ সম্পর্কে সূরা আরাফের ১৮০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন- 'নিশ্চয় সুন্দরতম নাম সমূহের অধিকারী হলেন আল্লাহ। অতএব তোমরা সেসব নামেই তাঁকে ডাক। তাঁর নামের ব্যাপারে যারা বক্রতা অবলম্বন করে, তাদের পরিহার করে চলো'। আল্লাহ্‌র যাতী ও ছিফাতী কোন নামই 'খোদা' নয়। অতএব আমাদের উচিৎ আল্লাহ্‌কে 'আল্লাহ' বলেই ডাকা।

সাকলাইনঃ অনেক কিছুইতো জানিস তুই। কই মাদ্রাসায় তো পড়িসনি।

আব্দুর রশীদ মাদ্রাসায় পড়া লাগে না। আহলেহাদীছ যুবসংঘের কর্মী পর্যায়ে গেলে তোকে অবশ্যই ইসলাম সম্পর্কে, ঈমান সম্পর্কে, আমল সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে হবে। তাই আমরা জেনেছি। ব্যক্তিগত রিপোর্ট রাখার কারণে নিয়মিত কুরআন, হাদীছ, ইসলামী সাহিত্য, পত্রিকা, অবশ্যই পড়তে হয়; যা সাধারণ ছাত্ররা পড়ে না। আবার বৈঠক ও প্রশিক্ষণে অনেক বিজ্ঞ আলেম -এর কাছ থেকে অনেক কিছুই জানা যায়, যা অনেক মাওলানা ছাহেবও জানেন না।

সাকলাইনঃ পাঠ্যপুস্তক পড়ার প্রতি তোদের মনোভাব কি?

আব্দুর রশীদঃ ব্যক্তিগত রিপোর্টে এ ব্যাপারে একটি কলাম আছে এবং কর্মীদের মাসিক পরিকল্পনায় দৈনিক কমপক্ষে ৬ ঘন্টা পড়া বাধ্যতামূলক।

সাকলাইনঃ আব্দুর রশীদ। তোরাই ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী। তোদের দ্বারাই মনে হয় এদেশে ইসলাম বিজয়ী হবে। তবে তোরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলে কি করে ক্ষমতায় যাবি?

আব্দুর রশীদঃ আজকের বিশ্বের মূল টার্গেট হলো ক্ষমতা। কিন্তু আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ) তো ক্ষমতা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন না। হাজরে আসওয়াদ পাথর নিয়ে গন্ডগোল নিরসনে তাঁর ভূমিকার জন্য তাঁকে ক্ষমতা নেওয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি।

তিনি দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন। আর শুনে রাখ- আমাদের দায়িত্ব ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্ট করা এবং তা হতে হবে আল্লাহ্‌র দেয়া পদ্ধতি অনুযায়ী অন্য কোন পদ্ধতি অনুযায়ী নয়।

সাকলাইনঃ বুঝেছি। আমাদের প্রচলিত ধারণাই যত সমস্যার মূল। আজই আমি 'যুবসংঘে' যোগ দিলাম।

আব্দুর রশীদঃ যোগ দিলাম বললেই হবে না। তোকে 'প্রাথমিক সদস্য' হতে হবে এবং ফরম পূরণ করে কিছু ওয়াদা করতে হবে। নিয়মিত ছালাত আদায় করতে হবে। সাথে সাথে সংগঠনের দাওয়াত দিতে ও নির্দেশ মানতে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে।

সাকলাইনঃ যুবসংঘ সম্বন্ধে আমার ধারণা ছিল উল্টো। আহলেহাদীছ হয়েও 'যুবসংঘ' চিনিনি। আজই আমি শর্তগুলো পালন করে এই সংগঠনে যোগদান করলাম। ফরম কোথায় দে.....।

http://islaminonesite.wordpress.com

কবিতা

জ্বলে উঠি

মুহাম্মাদ আবু আহসান, রাঃ বিঃ

ওগো মুসলিম-
তোমার সংকীর্ণতা মুছে ফেল
ওখানে উদারতার শ্লোগান উঠুক
ওগো বন্ধু-
তোমার মনের পর্দা খুলে ফেল
কণ্ঠে কুরআন হাদীছের বাণী ঝংকৃত হৌক
হে যুবক-
তোমার মদের বোতল ছুঁড়ে ফেল
জিহাদের রাইফেল হাতে নাও।
ওমুখে আর ইসলাম বিদ্বেষ নয়
এবার ঝল্‌সে উঠুক ইসলামের বহ্নি;
ওহাতে আর সিগারেট নয়
এবার বেজে উঠুক মুক্তির ডঙ্কা
ওহাতে আর সন্ত্রাসী অস্ত্র নয়
ইসলাম হোক বিপ্লবের মুষ্ঠি।
হে বন্ধু-
ভ্রান্তির সাথে আর আপোষ নয়
আর কোন সংকীর্ণতা নয়
এখন সংগ্রাম হবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার।

হে যুবক

তাওহীদুয্ যামান
ইঃ বিঃ (কুষ্টিয়া)

জাগো হে যুবক!
আর কতকাল ঘুমিয়ে থাকবে ধুলির এ ধরায়
কতকাল নিষ্পেষিত হবে তুমি!
নীড় হারা পাখির মত কত যামিনী কাটাবে
ভগ্ন হৃদয়ে আর তুমি কত পথ চলবে!
তুমিতো বীর সৈনিক বীরত্বে তোমার পরিচয়
যাদের হুংকারে প্রকম্পিত হতো পৃথিবী
তাদেরই যুবক তুমি।
মাটির মসনদে বসে অর্ধ পৃথিবী করত শাসন
তাদেরই যুবক তুমি।
জাগো হে যুবক; ডাক এসেছে তোমার
ঐ যে ডাকছে তোমায় 'আত-তাহরীক'
'আত-তাহরীক' সেতো তোমারই কণ্ঠস্বর
বর্তমান রেনেসাঁয় সেই তো দিশারী।

লও শুভেচ্ছা

মোল্লা আব্দুল মাজেদ,রাজবাড়ী

পাপ বিদগ্ধ পৃথিবীর বুকে
বাতিলের যত আস্ফালন
সাবধান হও জেগেছে এবার
আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন।
সকল বিধান বাতিল হয়ে
অহির বিধান রহিবে ঠিক।
সত্য ন্যায়ের বিজয় মশাল
জ্বলবে আবার দিগ্বিদিক।
ঘোর তিমিরের আবরণ ভেদি
জ্বলবে আবার দীনি মশাল
এনে দিতে পুনঃ জাতির চেতন
দেখবে জাতি বেহেশতী পথ।
ধ্বসে যাবে যত পাপাচারে ভরা
মানুষের গড়া সংবিধান
সঠিক পথের দিক দিশারী
জেগে উঠবে আল-কুরআন।
আর কথা নয় কাজ দিয়ে হবে
ন্যায় প্রতিষ্ঠার এ সংগ্রাম
উত্থান হবে সঠিক পথের
যালিমের হবে বজ্রাঘাত।
আন্দোলনের বীর মুজাহিদ
লও শুভেচ্ছা লাল গোলাপ
খোশ- আমদেদ তোমার তরে
লাখো জনতার এ সংলাপ।

মহিলাদের পাতা

মুসলিম রমনী

মূলঃ অধ্যাপক মুহাম্মাদ সেলিম

অনুবাদঃ আব্দুল ওয়াজেদ সালাফী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহিলা হাফেয ও ক্বারীঃ

কুরআন মজীদ পাঠ করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য অবশ্য করণীয় বিষয়। এ বিষয়ে নবী করীম (ছাঃ) -এর গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ- 'যে অন্তরে কুরআনের সামান্যতম অংশও বর্তমান নেই, সে অন্তর নির্জন গৃহের মত।' নারী, পুরুষ, দাস ও স্বাধীন সকল মুসলমানের উপর আল্লাহর তরফ থেকে এই ফরয দায়িত্ব অর্পন করা হলো যেন সে অবশ্যই কুরআনের কিছু অংশ জেনে রাখে। ধর্মীয় মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে কিছু না কিছু যেন শিখে রাখে (তাফসীর কুরতুবী)। মুমিনের যেন মৃত্যু না আসে যতক্ষণ না সে কুরআন মজীদ পাঠ শেষ করে অথবা সে পড়া সবেমাত্র শুরু করেছে (উসূলে কাফী)। এই নির্দেশাবলীর কারণে পুরুষদের সঙ্গে নারীরাও কুরআন পাঠ করতেন ও পাঠ করা শিখতেন। সকলেই কুরআন মুখস্ত ও ক্বিরাআত শিক্ষা করতেন এবং সারাটি জীবন কুরআন পাঠে অভ্যস্ত থাকতেন। কিছু সংখ্যক মহিলা কুরআনের হেফ্য, কুরআন সংকলন ও কুরআনের বিদ্যায় সম্মানিত স্থান লাভ করেন। যেমন-

হাফছা বিনতে সীরীনঃ

হাফছা, ইমামুর রুইয়া ওয়াত তা'বীর ইমাম মুহাম্মাদ বিন্ সীরীনের বোন ছিলেন। ১১০ হিজরী সনে তাঁর জন্ম হয়। তিনি চৌদ্দ বছর বয়সে অর্থসহ কুরআন মুখস্ত করেন। তাজবীদ ও ক্বিরাআত বিষয়ে তিনি পূর্ণ পারদর্শিতা লাভ করেন। হেশামের বর্ণনাতে প্রকাশ, তাঁর ভাই বিখ্যাত ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন ছাত্রদের ক্বিরাআত শিক্ষা দিতে কোন জায়গায় সন্দেহ হ'লে সাগরেদকে বলতেন, 'একটু থামো! আমি হাফছার নিকট হ'তে জেনে আসি'। এতেই অনুমান করা যায় যে, ক্বিরাআতে তাঁর দক্ষতা কত বেশী ছিল। কুরআন পাঠের আগ্রহ এমন ছিল যে, তিনি প্রতি রাতে তাহাজ্জুদের ছালাতে অর্ধেক কুরআন শেষ করতেন।

ইমাম আব্দুল ওয়াহ্হাবের বোনঃ

তিনি একজন বিদুষী রমনী ছিলেন। তিনি তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে বিদ্বার্জন করেছিলেন। ইলমে তাফসীরে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাঁর পিতা ইমাম আব্দুল ওয়াহ্হাব (মৃতঃ ৪৮৬ হিঃ) ৩০ খন্ডে পূর্ণ কুরআন শরীফের তাফসীর লেখেন। যা 'কিতাবু জওয়াহের' নামে খ্যাত। এই মহিলার উক্ত কিতাবটি কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁর পুত্র ইমাম যয়েনুদ্দীনের বর্ণনাতে জানা যায়, একবার তার মামার নিকট হ'তে তাফসীরের পাঠ গ্রহণ করে যখন বাড়ী ফিরেন, তখন তাঁর মা জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার মামা আজ কি পড়িয়েছেন'? তখন উত্তরে তিনি মামা যেমন পড়িয়েছিলেন অবিকল তাই বলে দিলেন। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'অমুক আয়াতের সঙ্গে কি অমুক আয়াত বয়ান করেছিলেন'? তিনি উত্তর দিলেন, না। তখন তিনি বললেন, হয়ত ভাই সে কথাটি ভুলে গেছেন'। তিনি অতিশয় পরহেযগার ও দ্বীনদার মহিলা ছিলেন। চল্লিশ বছর থেকে তিনি নিয়মিত জায়নামাযে স্থান করে নিয়েছিলেন। তিনি সব সময় রব্বুল আলামীনের ইবাদতে মশগুল থাকতেন।

সালমা বিনতে শামসুদ্দীন জাযারীঃ

শামসুদ্দীন জাযারী (৮২৩/১৪৪৯) ইমামুল কুর্রা বা ক্বারীদের ইমাম ছিলেন। মুসলিম বিশ্বে তিনি ক্বিরাআত ও তাজবীদে সে যুগের সেরা পারদর্শী ছিলেন। তিনি তাঁর কন্যাকে এই বিদ্যায় পারদর্শী করে তোলেন। প্রথমে সাত ক্বিরাআতের প্রশিক্ষণ দান করেন ও পরে দশ ক্বিরাআত শিক্ষা দেন। তার এমন স্মরণ শক্তি ছিল যে, তিনি পূর্ণ কুরআন মজীদ সাত ক্বিরাআতে ও দশ ক্বিরাআতে মুখস্ত শুনাতেন। সে যুগে দ্বিতীয় কোন ক্বারী বিশুদ্ধ উচ্চারণে ও ক্বিরাআত প্রতিযোগিতায় তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না।

মহীয়সী রাণী যোবায়দার দাসীগণঃ

আব্বাসীয় খলীফা হারূণুর রশীদের মহীয়সী বেগম যুবায়দার কুরআন তেলাওয়াতের প্রতি খুবই আকর্ষণ ছিল। তাঁর খাসমহলে একশত দাসী সব সময় কুরআন পাঠে ব্যস্ত থাকতো। মহল থেকে সর্বদাই মৌমাছির মত গুণগুণ শব্দ ভেসে আসতো। কোন সময়েই কুরআন তেলাওয়াত বন্ধ থাকতো না। পাক-ভারত উপমহাদেশের মহিলাদের মধ্যেও এই আগ্রহ ও উদ্দীপনা বিদ্যমান ছিল।

বেগম যেবুন্ নেসাঃ

এই বিদুষী মহিলা সম্রাট আওরঙ্গজেবের কন্যা ছিলেন। ১৬৩৪ ইং সালে তাঁর জন্ম হয়। মরিয়ম বিবি নামে এক শিক্ষয়ত্রীর নিকট থেকে কুরআন পাঠ ও হেফ্য সমাপ্ত করেন। ইসলামী বিদ্যা ও অন্যান্য শিক্ষা তিনি মোল্লা সাঈদ আশরাফ মাযেনদারানীর নিকট হ'তে লাভ করেন। অংকন শিল্পেও তিনি খুবই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর বৈঠকখানায় বহু জ্ঞানী ও গুণীদের সমাবেশ হ'ত। তাঁর বৈঠকে বিভিন্ন বিদ্যা ও শিল্পে পারদর্শী পন্ডিতেরা নিজ নিজ বিষয়ের উপরে বক্তৃতা ও বিতর্ক রাখতেন। তিনি জ্ঞান চর্চায় সারাটি জীবন নিঃসঙ্গ ও কুমারী অবস্থায় অতিবাহিত করেন। তিনি ঈমানদার, পরহেযগার, তাপসী ও বিশুদ্ধ চরিত্রের মহিলা ছিলেন। কুরআন মজীদ পাঠে তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। দর্শন ও বৈরাগ্যবাদে তাঁর জীবন, চরিত্র ও স্বভাবের সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি সৌন্দর্য চর্চা ও চাকচিক্যের প্রতি উদাসীন থাকতেন। তাঁর রচিত ফারসী কবিতায় তিনি বলেন, 'আমি শাহানশাহের কন্যা। কিন্তু আমার গ্রহণযোগ্য পথ হ'ল ফকিরী ও বৈরাগ্য। সৌন্দর্য ও চাকচিক্যে আমিই

যথেষ্ট। কারণ আমার নাম যেবুননেসা অর্থাৎ নারীর সৌন্দর্য'। তাঁর স্বভাব ছিল নির্ভীক ও প্রয়োজন বিমুখ। একদিন একজন দাসীর হাত হ'তে একটি দামী চীনা আয়না পড়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। দাসী ভয়ে খুবই ভীত হয়ে পড়লো এবং সে একটি কবিতার ছন্দে শাহজাদীকে তার অপরাধের কথা জানালো। অর্থাৎ 'আমার থেকে ত্রুটি হয়েছে, চীনের আয়নাটি ভেঙ্গে ফেলেছি।' উত্তরে শাহজাদী পরবর্তী লাইন রচনা করে বল্লেন, 'অহংকারের উপকরণ ভেঙ্গেছে ভালই হয়েছে'। ৬৩ বছর বয়সে এই বিদুষী মহীয়সী মহিলা ইন্তেকাল করেন।

জানান বেগমঃ

জানান বেগম আমীরে কাবীর আব্দুর রহীম খান খানানের একমাত্র দুলালী কন্যা ছিলেন। রাজত্ব, ধন-সম্পদ ও জ্ঞান-গরিমার মাঝে তাঁর দৃষ্টিলাভ হয় অর্থাৎ প্রতিপালিত হন এবং এসবের তিনি পরিপূর্ণ ভাবে সদ্ব্যবহার করেন। রূপ ও সৌন্দর্যের পরিবেশের সাথে জ্ঞান-গরিমার উচ্চ শিখরেও তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। সম্মান ও উত্তম চরিত্রে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। সম্রাট আকবরের পুত্র শাহজাদা দানিয়ালের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। দানিয়ালের মৃত্যুর পর তিনি নিঃসঙ্গ বৈরাগ্য জীবন শুরু করেন। ধর্মীয় বিদ্যার প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। তিনি কুরআন মজীদের ফারসী ভাষাতে তাফসীর লিখে যান এবং বায়তুল্লাহ্‌র পবিত্র হজ্জও সমাপন করেন। সাহিত্য ও কাব্য চর্চায় তাঁর উৎসাহ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। ১০৭০ সালে এই সুন্দরী বিদুষী মহিলা ইন্তেকাল করেন।

শারফুন নেছা বেগমঃ

এই মহিলা পাঞ্জাবের শেষ মুঘল শাসক নবাব আব্দুছ ছামাদ খান ওরফে মীর মনু ও নবাব যাকারিয়া খানের স্নেহময়ী বোন ছিলেন। তিনি দ্বীনদার, পরহেযগার ও তাপসী মহিলা ছিলেন। এই মহিলা বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করেন। কুরআন তেলাওয়াতের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি মহলের এক নিভৃত প্রকোষ্ঠে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা নিবিষ্ট মনে ও বিনয়ের সুরে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। তিনি সংসার বিমুখ সাধক জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে অছিয়ত করে গিয়েছিলেন 'যেন আমার কবরের উপরে একটি কুরআন মজীদ ও একটি তলোয়ার রাখা হয়'। তাঁর কবর 'সরদওয়ালে মাক্বারা' অর্থাৎ ঠান্ডা কবরস্থান নামে আজও লাহোরে বর্তমান আছে। ১৮৪০ সাল পর্যন্ত তাঁর কবরের উপরে তলোয়ার ও কুরআন সুরক্ষিত ছিল। শিখ শাসন আমলে কে বা কারা যেন দুটি জিনিষই উঠিয়ে নিয়ে যায়। আল্লামা ইকবাল তাঁর অছিয়তকে কাব্যরূপ দিয়ে লিখেছেন-'এই দুটি শক্তি একে অপরের রক্ষক, এই দু'টি মানুষের জীবন চক্রের শলাকা, মৃত্যুর সময় তোমাকে অছিয়ত, আমার কবরে কুরআন ও তলোয়ার পৃথক রেখনা। মুমিমনের জন্য কুরআন ও তলোয়ারই যথেষ্ট। সুতরাং আমার কবরের জন্য এ সামান্য পাথেয়-ই যথেষ্ট।

কায়ছারী বেগমঃ

হায়দারাবাদ দাক্ষিনাত্যের এই বিদুষী মহিলা আরবী ভাষা ও ইসলামী বিদ্যায় বড় পন্ডিত ছিলেন। কুরআন মজীদের উপর তাঁর বিশেষ দক্ষতা ও পান্ডিত্য ছিল। তিনি কুরআন মজীদের আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যাসহ প্রবন্ধ লিখে যান এবং ব্যাখ্যামুলক গ্রন্থের নাম রাখেন 'তাফহীমুল কুরআন'। তিনি সুলতান গিয়াছুদ্দীনের দাসী ছিলেন। সুলতান গিয়াছুদ্দীন খিলজী মধ্য ভারতের মালব রাজ্যের শাসক ছিলেন। তাঁর রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল শাদীয়াবাদ। সুলতান গিয়াছুদ্দীন খুব পরহেযগার, দ্বীনদার ও তাহাজ্জুদগোযার ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর দরবারে কোন শরীয়ত বিরোধী কাজ হ'ত না। ঐতিহাসিক ফেরিশ্‌তার বর্ণনাতে তাঁর মহলে এক হাযার ক্বারী ও হাফেয দাসী ছিল। তারা সব সময় কুরআন মজীদ তেলাওয়াতে ব্যস্ত থাকত। যতক্ষণ সুলতান তাঁর পোষাক পরিবর্তন করতে ও সজ্জিত হ'তে সময় নিতেন ততক্ষণ দাসীরা সম্মিলিতভাবে পূর্ণ কুরআন পাঠ শেষ করত। এই দাসীরা রাত্রে তাহাজ্জুদ ছালাতের জন্য উঠতো।

মুহাম্মাদ ছালেহ মায়মান শিকারপুরীঃ

কুরআন তেলাওয়াত প্রেমী আর এক অনন্য দৃষ্টান্ত ছালেহ মুহাম্মাদ মায়মান্। তাঁর গৃহে ফজর ছালাতের পর কুরআন মজীদ খুলে রাখা হ'ত। গৃহের যে মহিলাই গৃহ কাজ সমাধা করে আস্‌তো সে কুরআন পাঠে বসে পড়তো। কখনও একজন মহিলা এসে বসতো। পরে আরেকজন এমনিভাবে সারাদিন কুরআন পাঠ চলতেই থাকতো। এইভাবে তার মহল সর্বদা কল্যাণ ও বরকত মন্ডিত থাকত।

[চলবে]

নারুলীতে আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থার কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বগুড়া শহরের উপকণ্ঠে নারুলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বিগত ৩রা অক্টোবর'৯৭ আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থার উদ্যোগে এক মহিলা কর্মী সম্মেলন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থার কেন্দ্রীয় সভানেত্রী ও আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ -এর মহিলা বিভাগের পরিচালিকা মুহতারামা তাহেরুন্নেসা। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, ইসলামী পরিবার ও সমাজ গঠনে অহি-র বিধানের কোন বিকল্প নাই। তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রের শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থার কর্মী ও সদস্যা বৃন্দকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধান অনুযায়ী নিজ নিজ গৃহ ও পরিবার গড়ে তোলার উদাত্ত আহবান জানান।

জনাবা যাকিয়া মতিন-এর সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জনাবা সাহরীমা বেগম, সেলিনা হোসেন ও শামসুন্নাহার প্রমুখ। সম্মেলনে দুই শতাধিক মহিলা কর্মী ও সুধী যোগদান করেন।

http://islaminonesite.wordpress.com

সোনামণিদের পাতা

গত (নভেম্বর/৯৭) সংখ্যায় প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান ও মেধা পরীক্ষায় যারা অন্ততঃপক্ষে প্রত্যেক বিষয়ের ৪টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছঃ

০ রাজশাহীর হাতেম খাঁ থেকেঃ জাহিদ হাসান, আহমাদুল্লাহ (বুলবুল), ফয়সাল ইসলাম, তাসনীমা ইয়াসমিন (রোজী), জয়নাব খাতুন,মাকসূদা জামান (শীলা),সারমিন আক্তার (রূপা), শামীমা সুলতানা (সুইটি) ও পারভিন আক্তার।

*আল-মারকাযুল ইসলামী আস্-সালাফী, নওদাপাড়া থেকেঃ আব্দুর রহমান, বাবুল, আখতার, আব্দুস সালাম, আতীকুল ইসলাম শরীফুল ইসলাম, আব্দুল জলিল, মুহাম্মাদ হুসাইন, জিয়াউর রহমান, আব্দুল মাজেদ আকন্দ, আব্দুল কাফী, নজরুল ইসলাম, রায়হানা পারভীন ও শাকীল।

* ভালুক গাছী পাঁচানী পাড়া মাদ্রাসা থেকেঃ মুসাম্মাৎ মুম্তাহিনা, মুরতাযিনা, মুত্তাহিরা ও মাহবুবা আফরিন।

* শেখ পাড়া থেকেঃ নাজনীন আরা, জেসমিন নাহার, হালীমা খাতুন, মাহফুযা খাতুন, শুয়াইব, নিলু ফেরদৌস, ও যাকারিয়া।

* নগরপাড়া থেকেঃ বুলবুল আহমেদ, সারমিন ফেরদৌস, মুসলিমা খাতুন ও সামাউন ইমাম।

*পাঠান পাড়া থেকেঃ আবু সায়ের চৌধুরী।

* হাজরা পুকুর থেকেঃ রুমা আখতার।

* ছোট বনগ্রাম থেকেঃ মুসাম্মাৎ সাবিনা ইয়াসমিন।

০ বগুড়া থেকেঃ তাজুল ইসলাম ও সবুজ।

০ মেহেরপুর হাড়াভাঙ্গা মাদ্রাসা থেকেঃ মুসাম্মাৎ রুসাফী।

০ সাতক্ষীরা কলারোয়া থেকেঃ সাহারা পারভীন।

*বাঁকাল মাদ্রাসা থেকেঃ আব্দুর রহীম, আব্দুল্লাহ আল-মামুন, আব্দুর রকীব ও আব্দুল মতীন।

০ জয়পুরহাট থেকেঃ আব্দুল মতীন, রেখা আখতার বানু।

০ নাটোর থেকেঃ মুস্তাফীয।

গত (নভেম্বর/৯৭) সংখ্যায় প্রদত্ত শুধুমাত্র সাধারণ জ্ঞানের যারা সঠিক উত্তর দিয়েছঃ

০ রাজশাহীর হাতেম খাঁ থেকেঃ নাহিদ হাসান, অলিউর রহমান (রাসেল) ও তামান্না ইয়াসমিন (ডেজী)।

*আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নাওদাপাড়া থেকেঃ আতীকুল ইসলাম, তারেক হোসেন, ওবায়দুল্লাহ, আনোয়ারুল ইসলাম, মেসবাহুল ইসলাম, আব্দুল আযীয, আব্দুল করীম, শফীকুল ইসলাম, আব্দুল হামীদ, সাদেকুল ইসলাম, আবু তাহের মেছবান ও মিজানুর রহমান।

* ধুরইল থেকেঃ নাসিমা পারভীন, সাহেবা খাতুন, ফারহানা নাজনীন, মেরিনা খাতুন, আরিফা খাতুন ও মাঈদুল ইসলাম।

* ধোপাঘাটা থেকেঃ শাহনাজ পারভীন, শামীমা নাসরীন,সাখাওয়াত, রাসেল, রাজু, শাইলা খাতুন ও মাঈদুল ইসলাম।

* সুপুরা থেকেঃ মোঃ তরিকুল ইসলাম (পলাশ) ও শারমীনা রহমান(সিমু)।

*সন্তোষপুর থেকেঃ আল-মামুন, শফীকুল ইসলাম, শামীম, আব্দুল মুমিন, বাদশাহ্ মিয়া, ছালাউদ্দীন, মাসুম, মীযানুর, সোহেল রানা, মামুন, আলী, জুয়েল ও লিটন।

* শ্যামপুর থেকেঃ কাওছার আহমাদ।

*ভূগরইল থেকেঃ মুসাম্মাৎ রাযিয়া সুলতানা।

০ বগুড়া থেকেঃ মাইনুল, মাহমুদুর রহমান, নান্নুমিয়া, সাহিন, জোস্না আখতার, হুমায়রা আখতার, মাহবুব, মাহমুদ, মাহফুয, মাকছুদ, আখি, মিলন, পাভেল, পলাশ, আলপনা ও আশরাফী সুলতানা (আঁখি)।

০ সাতক্ষীরার বাঁকাল থেকেঃ আব্দুর রাযযাক, যহীর, ওবায়দুল্লাহ ও আবু মোহিত।

০ কুমিল্লা থেকেঃ মুহাম্মাদ মামুন, যাকির হোসেন (সাগর)।

০ রাজবাড়ী থেকেঃ খাদীজা আখতার।

০ জায়পুরহাট থেকেঃ নাফিসা আখতার, আমানুজ্জামান, মাহফুযা খানম মিনা, মুশফীকুর রহমান, আব্দুল মোমিন ও মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ।

০ ঢাকা থেকেঃ মাসউদ আলম মাহ্ফুয।

গত (নভেম্বর/৯৭) সংখ্যায় প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞানের সঠিক উত্তরঃ-

১। হযরত আদম (আঃ)

২। জানাযার ছালাতে।

৩। মাগরিব ও ফজরের ফরয ছালাত (এক রাকা'আত না পেলে)

৪। ঈদের ছালাতে

৫। হযরত খাদীজা (রাঃ)

গত (নভেম্বর/ ৯৭) সংখ্যায় প্রদত্ত মেধাপরীক্ষার সঠিক উত্তরঃ-

১। সংখ্যা তিনটি ১,২, ও ৩

২। আধা ঘন্টা।

৩। ৭ দিন।

৪। সংখ্যাটি ৫।

http://islaminonesite.wordpress.com

৫। ৪০ পৃষ্ঠা।

০ এ সংখ্যার ধাঁ ধাঁ (শিক্ষামূলক)ঃ

(১) আমি থাকি বিশ্বময়, জ্ঞানীগুণীর বক্ষময়,
ভাঙ্গা আমার দেহখানি, তৃষ্ণা মিটায়, কালোপানি,
টুপি থাকে মাথার পরে দাঁত দিয়ে মোর অশ্রু ঝরে।

(২) চলিতে চলিতে তার চলা হ'ল ভার
মাথাটি কাটিয়া দিলে চলে আবার।

(৩) গাছ নেই তার আছে শুধু পাতা,
মুখ নেই তার বলে শুধু কথা।
বুদ্ধি নেই তার আপন ধড়ে।
বুদ্ধি বিলায় সে দ্বারে দ্বারে।

(৪) পাখা নেই উড়ে চলে মুখ নেই ডাকে
বুক চিরে আলো ছুটে চিন কি তাকে?

(৫) তিন অক্ষরে নাম আছে এমন এক অঙ্গ দেশ
মধ্যের অক্ষর বাদ দিলে খেতে লাগে বেশ।

এ সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (রহস্য)ঃ

(১) একজন ইমাম সাহেব আয়নার মধ্যে একটি ঘড়ি দেখলেন, উহাতে ৯টা বাজতে ১০ মিনিট বাকী। প্রকৃতপক্ষে ঐ ঘড়িতে সময় কত?

(২) মাসিক আত্-তাহরীক পত্রিকা পাঠানোর জন্য ১৬ হাত একটি রশি আনা হল এখন একে সমান আট ভাগে ভাগ করতে হবে। কিন্তু রশিটা যদি ২ হাত অন্তর অন্তর কাটা হয় তবে এটাকে কতবার কাটা লাগবে?

(৩) রাস্তা দিয়ে দু'জন হেঁটে যাচ্ছে। অন্য একজন লোক পথিমধ্যে তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করছে- 'আগে আগে যায়, পিছে পিছে চায়, ও তোমার কি হয়? সে উত্তর দিল-

কি বলব রয়ে, বেলা যায় বয়ে
ওর বাপ বিয়ে করেছে মোর বাপের মেয়ে'।

তাদের সম্পর্ক নির্ণয় কর।

(৪) দশ টাকা পাঁচ টাকা এবং এক টাকার মোট ২১ খানা নোট দিয়ে, সোনমণিরা তৈরী কর ১১০ টাকায় তাহরীক এর বার্ষিক গ্রাহক হ'য়ে।

(৫) নওদাপাড়া মাদ্রাসার বারান্দায় একজন মাওলানা, একজন মুহাদ্দিছ, একজন মাষ্টার এবং একজন হাফেয ছাহেব দাঁড়িয়ে ছিলেন। মাওলানা ছাহেব হাফেয ছাহেবের ডাইনে, মুহাদ্দিছ ছাহেব মাওলানা ছাহেবের ডাইনে এবং মাষ্টার ছাহেব মুহাদ্দিছ এবং মাওলানা ছাহেবের বামে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁদের কেহ স্থান পরিবর্তণ না করলে বাম দিক থেকে ক্রমানুসারে তাঁদের স্থান নির্ণয় কর।

সোনামণি

তামান্না ইয়াসমীন ডেজী (৩য় শ্রেণী)

আমি এক সোনামণি
তাহ্রীকের দিন গুণি।
আমার নাম তামান্না
অনেক আছে বাসনা।
আম্মা বলেন পড়তে
ভাল লাগে খেলতে।
আমি পড়ি কুরআন
আল্লাহ বড়ই মেহেরবান।
সোনামণির দশটি গুণ
মুখস্থ করছি সারাক্ষণ।
রাসূলের কথা শুনব
সুন্দর জীবন গড়ব।

জ্ঞানের খনি

রুসাফী (৩য় শ্রেণী)

আমার শুধু ইচ্ছে করে
'আত-তাহরীক' পড়তে,
জ্ঞান-গরিমা শিক্ষা করে
দ্বীনের পথে লড়তে।
আম্মা বলেন 'তাহরীকে'
কি পেয়েছিস মণি?
আমি বলি ইহা একটি
স্বচ্ছ জ্ঞানের খনি।
দ্বীন দুনিয়া আখেরাতে
মুক্তি যদি চাও
আত-তাহরীক মণির খনি
সঙ্গী করে নাও।

ছোট্ট খুকী

মুসাম্মাৎ মুত্তাহিরা (৪র্থ শ্রেণী)

আমরা সবাই ছোট্ট খুকী
আমরা সোনামণি;
বড়দের সম্মান করি
তাঁদের কথা মানি।
পড়ার সময় পড়ি
বসি বই মেলি
অবসর সময়ে আবার
ধাঁধাঁ নিয়ে খেলি।
মিলে মিশে থাকি মোরা
এক সাথে চলি
খারাপ কথা বলি না মোরা
ভাল কথা বলি।

বিদ'আত

আব্দুল গাফ্ফার (৬ষ্ঠ শ্রেণী)
(দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরা)

যে করিবে ভাই
দুনিয়াতে বিদ'আত,
সে পাবে না অখিরাতে
রাসূলের শাফা'আত।
ছাওয়াবের আশায়
করে যারা বিদ'আত।
তাদের আমলগুলি সব
হয়ে যায় বরবাদ।
যে করে ভাই বিদ'আত
সে অখিরাতে পাবেনা নাজাত।
তাই বলি বিদ'আত ছাড়
রাসূলের সুন্নাত আঁকড়ে ধর।

শপথ

মুহাম্মাদ কামরুল ইসলাম

এসো সবাই শপথ করি
সঠিক পথে চলব
অন্ধকারে পথচারীদের
আলোর পথে ডাকব।
প্রয়োজনে করব জিহাদ
আমরা মুজাহিদ,
অহির বিধান কায়েম করতে
হব যে শহীদ।

ছোট মণি

আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রহীম

আমরা ছোট মণি
করব 'সোনামণি'
আত-তাহরীক পড়ব
জীবনটাকে গড়ব।
চলব সত্য পথে
ছুটব বিজয় রথে।
শুনব সবার কথা
দিবনা কাউকে ব্যথা।
নবীর আদর্শ শিখব
কুরআন হাদীছ পড়ব।
সত্য কথা বলব
মিথ্যা কথা ছাড়ব
আল্লাহ্র কাছে কামনা
পূরণ কর বাসনা।

পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে সোনামণি ভাই বোনদের জন্য সংক্ষিপ্ত সিলেবাসঃ

সুপ্রিয় সোনামণিরা! আমার স্নেহ নিও। আশা করি ভাল থেকে নিয়মিত পড়াশুনা করে যাচ্ছ। অল্পকিছু দিন পর থেকেই শুরু হ'তে যাচ্ছে পবিত্র মাহে রামাযান। মাহে রামাযান উপলক্ষে তোমাদের জন্য একটি সিলেবাস দেওয়া হ'ল। তোমরা সকলে এই সিলেবাস অনুসরন করে চলবে।

১। নিয়মিত ছহীহ করে পবিত্র কুরআন পড়া শিখবে এবং নিম্নোক্ত ১০টি সূরা এ মাসে মুখস্ত করবে।

(ক) সূরা ফাতিহা (খ) সূরা নাস। (গ) সূরা ফালাক্ব। (ঘ)সূরা এখলাছ। (ঙ)সূরা লাহাব। (চ) সূরা নছর। (ছ)সূরা কাওছার। (জ) সূরা কুরাইশ। (ঝ) সূরা আছর। (ঞ) সূরা কদর।

২। তোমরা সকলে নিয়মিত ছিয়াম পালন করবে।

৩। প্রতিদিন একটি করে দু'আ মুখস্থ করবে। বিশেষ করে নিম্নোক্ত দু'আ গুলো -

ছালাতেঃ সানা, রুকু, সিজদা, কওমা, দুই সিজদার মাঝের দু'আ, আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ শরীফ এবং দু'আ মাছুরা।

ছিয়ামেঃ চাঁদ দেখা, ইফতার ও ইফতারের শেষে দু'আ, ক্বদরের রাতে পড়ার দু'আ এবং ঈদের দিনের দু'টি তাকবীর।

অন্যান্যঃ যেমন-

ওযুর দু'আ, খাওয়া শুরু এবং শেষের দু'আ, ঘুমানোর এবং ঘুম থেকে উঠার দু'আ, পায়খানা-প্রস্রাবের পূর্বের এবং পরের দু'আ, মসজিদে প্রবেশ এবং বের হওয়ার দু'আ, বাড়ীতে ঢোকা এবং বাড়ী থেকে বের হওয়ার দু'আ, মাতা-পিতার জন্য দু'আ ও জ্ঞান কামনার দু'আ।

৪। প্রতিদিন একটি করে ছোট হাদীছ পড়বে।

৫। প্রতিদিন ইসলামী সাহিত্য পড়বে। কমপক্ষে ৫পৃষ্ঠা।

৬। অন্যান্য মাসের ন্যায় রামাযান মাসেও মসজিদে বসে বৈঠক করবে এবং ইসলামী সাধারণ জ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করবে।

৭। ভাল বন্ধু নির্বাচন করে তোমরা সবাই আদর্শ শিশু-কিশোর হিসাবে নিজেদেরকে গড়ে তুলবে। প্রবাদ আছে - 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'।

৮। তোমাদের প্রিয় সংগঠনের মূলমন্ত্রকে স্মরণ করে রসূল (ছাঃ) -এর আদর্শে নিজেকে গড়ার বাস্তব প্রশিক্ষণ নিবে এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করবে।

মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
পরিচালক
সোনামণিদের পাতা

http://islaminonesite.wordpress.com

স্বদেশ- বিদেশ

স্বদেশ

চলতি অর্থবছরে ৮৫৮৮ কোটি টাকা কনসোর্টিয়াম সাহায্য পাওয়া যাবে

গত ৫ই নভেম্বর'৯৭ দু'দিন ব্যাপী সাহায্যদাতা কনসোর্টিয়ামের সমাপ্তি অধিবেশনের পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে অর্থমন্ত্রী শাহ এ,এম,এস কিবরিয়া বলেন যে, দাতা দেশ ও সংস্থাগুলো বাংলাদেশকে অব্যাহত সহায়তা দানের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। তারা বাংলাদেশের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। বাংলাদেশের জনসাধারণের কল্যাণের জন্য তারা তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাদের বিবৃতি আমাদের জন্য সহায়ক হয়েছে। চলতি অর্থবছরে সাহায্য প্রাপ্তির পরিমান ১শ ৯০ কোটি ডলারে দাঁড়াবে। বাংলাদেশী টাকায় যার মূল্য ৮,৫৮৮ কোটি টাকা। এই অর্থ গত অর্থবছরে প্রাপ্ত অর্থের সমান। ১৯৯৮ সালের এপ্রিলে উন্নয়ন সহযোগীদের পর্যালোচনা সভা ঢাকায় অনিষ্ঠিত হবে।

সরকারী অফিস ও শিল্প কারখানা ছাড়া বিদ্যুতের সকল নতুন সংযোগ বন্ধের নির্দেশ

দেশে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ সংকটের প্রেক্ষিতে ২০শে নভেম্বর থেকে সরকারী অফিস ও শিল্প কারখানা ছাড়া অন্য সকল প্রকার নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান বন্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেবলমাত্র বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনার ভিত্তিতে অনেকটা এক তরফাভাবে গৃহীত এই সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় শিল্প কারখানা বেসরকারী খাতে নির্মীয়মান অন্যান্য বহু প্রকল্পের ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। অর্থনীতির অন্যান্য খাতে নতুন উদ্যোগ এবং কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ বা স্থির হয়ে যাওয়ার আশংকা সৃষ্টি হয়েছে। গত ৯ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সমূহে প্রেরিত উপরোক্ত আদেশ সম্বলিত এক চিঠিতে বলা হয়েছে যে, দেশে বিদ্যুতের উৎপাদন স্থিতিশীল রাখা সম্ভব হয়নি। দেশের কোন কোন অঞ্চল/এলাকায় পিক আওয়ারে লোডশেডিং নিয়মিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিনিয়ত লোডশেডিং -এর কারণে গ্রাহকগণ ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।' চিঠিতে বিদ্যুৎ ঘাটতি মোকাবেলায় নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান স্থগিত রাখা ছাড়াও মাগরিবের আযানের সময় থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত সকল প্রকার ওয়েল্ডিং -এর কাজ বন্ধ রাখা, একই সময় থেকে ফার্মেসী, খাবারের দোকান ও কাঁচা বাজার ব্যতীত সকল দোকানপাট এবং রাস্তার এক পার্শ্বের বাতি বন্ধ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এছাড়া জাতীয় অনুষ্ঠানাদি ব্যতীত সকল প্রকার আলোকসজ্জাও স্থগিত রাখতে বলা হয়েছে। বিদ্যুতের বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতার মানে অতিরিক্ত নতুন উৎপাদন সংযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এ ব্যবস্থাদি বহাল থাকবে। পিডিবি-র হিসাব মতে দেশে বর্তমানে দৈনিক গড়ে প্রায় সাড়ে তিন শত মেগাওয়াট বিদ্যুতের ঘাটতি রয়েছে।

এনজিওগুলো বাংলাদেশের রাজনীতিতে ক্ষমতাশালী চক্র হিসাবে কাজ করছে

গত সপ্তাহে প্রচারিত বিবিসি'র এক বিশেষ প্রতিবেদনে বাংলাদেশকে বেসরকারী সাহায্য সংস্থার (এনজিও) বৃহত্তম ঘাঁটি হিসাবে আখ্যায়িত করে বলা হয় যে, এনজিওগুলো এখন ক্ষমতাশালী চক্র হিসাবে কাজ করতে শুরু করেছে।

ঢাকায় বিবিসি'র সংবাদদাতা ফ্রান্সিস হ্যারিসন ঐ প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, বেশ কিছু এনজিও সুনির্দিষ্ট বিষয়ে সরকারের নীতি পরিবর্তনে ওকালতি করে থাকে। এছাড়া অন্যান্যগুলো রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আরো গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছে। এ সংক্রান্ত স্থানীয় একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত একাধিক তথ্যানুসন্ধানী রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে বিবিসি'র প্রতিবেদনে বলা হয় যে, অনেক এনজিও এখন দারিদ্র দূরীকরণ ও নিপীড়িত মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করে যাওয়ার নির্ধারিত লক্ষ্য থেকে দূরে সরে এসেছে। বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ একটি। দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানোর লক্ষ্য নিয়ে বর্তমানে বাংলাদেশে ১৯ হাজার এনজিও কর্মরত রয়েছে। কিছু কিছু এনজিও এ ব্যাপারে বেশ ভাল কাজ করছে। যদিও স্বাধীনতার পর থেকে এদেশে কোটি কোটি ডলার এ সংক্রান্ত কাজের জন্য এসেছে। এশিয়ার দারিদ্র হ্রাসের হার অত্যন্ত নিম্নে। বিশ্বে বাংলাদেশ হচ্ছে এনজিওর বৃহত্তম ঘাঁটি। 'ব্রাক' নামক এনজিও'র ঢাকায় যে অফিস রয়েছে, তা একটি ব্যংকের ন্যায়। বেশ কিছু এনজিও তাদের সর্বাধুনিক

http://islaminonesite.wordpress.com

দপ্তরে বসে দরিদ্রদের মধ্যে অর্থ ঋণ দেয়ার কাজ নিয়ন্ত্রন করে থাকে। বাংলাদেশীদের মধ্যে এখন অনেকেই একথা ভেবে শংকিত যে, এনজিও ক্লাবগুলো রাজনীতির ক্ষেত্রে এখন বেশী জড়িয়ে পড়েছে। গত নির্বাচনের সময় থেকে এনজিওগুলো তাদের কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। এই কার্যক্রমের মধ্যে তাদের লক্ষ্য ছিল নির্বাচনে যাতে কোন মৌলবাদী গ্রুপ জয়ী হ'তে না পারে।

গত বছরের চেয়ে এবার পানি কমেছে ২ ফুট। চলতি মাসেই আরিচা সেক্টরে সব ফেরীসার্ভিস বন্ধ হয়ে যেতে পারে

ফারাক্কার বিরুপ প্রতিক্রিয়ায় নৌ চ্যানেলগুলো ভরাট হওয়ার ফলে চলতি মাস থেকেই উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের সাথে সড়ক যোগাযোগ বন্ধের আশংকা করা হচ্ছে। পদ্মা ও যমুনায় বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে ৫ সেন্টিমিটার পানি কমছে। ড্রেজিং ইউনিট সর্বশক্তি নিয়োগ করেও নাব্যতা রক্ষায় হিমসিম খাচ্ছে। মাত্র ৫০ কিলোমিটার নৌপথের ন্যাবতা রক্ষা করতে ড্রেজিং ইউনিটের বাজেট ফেল হচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত বছর অর্থাৎ ২৪ নভেম্বর'৯৬ -য়ে এসব নৌপথে গড়ে পানি ছিল ৫.০৯ মিটার। এ বছর সেখানে পানি রয়েছে ৪.৬০ মিটার। গত বছর একই সময়ের চেয়ে যা প্রায় ২ ফুট কম।

১৫ ঘন্টার ব্যবধানে পুনরায় ভূমিকম্পে প্রকম্পিত চট্রগ্রামঃ মৃতের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে

চট্রগ্রাম অঞ্চলে অতি তীব্র ভূকম্পনের মাত্র ১৫ ঘন্টার ব্যবধানে গত ২২ নভেম্বর সকাল ৮ টা ৩৫ মিনিট ৯ সেকেন্ডে আর একটি ভূমিকম্পে চট্রগ্রাম শহর কেঁপে উঠে। এ ভূকম্পনটি ১৫ সেকেন্ড স্থায়ী হয়। লোকজন তাড়াহুড়ো করে নিজ নিজ বাড়ী-ঘর, অফিস-আদালত থেকে বের হয়ে পড়ে। চতুর্দিকে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। এর পূর্বে ২১ নভেম্বর সন্ধার দিকে চট্রগ্রামে প্রচন্ড ভূকম্পন অনুভূত হয়। এতে বেশ কয়েকজন লোক নিহত হয়। একটি পাঁচতলা বিল্ডিং ধ্বসে গিয়ে সেখানে বহুলোক চাপা পড়ে। সর্বশেষ রিপোর্টে নিহতের সংখ্যা ২০-এর অধিক দাঁড়িয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়।

ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞদের মতে, আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অশেষ রহমতে গত ২২ নভেম্বর বন্দর নগরী চট্রগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহ ভয়াবহ ধ্বংসলীলা থেকে রেহাই পেয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেব মতে ২৬ সেকেন্ডে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল অতি তীব্র এবং এমাত্রায় কম্পন হলে দালান-কোঠাসহ সামগ্রিক স্থাপনা লন্ড ভন্ড হয়ে যাবার কথা। কিন্তু সে ধরণের ঘটনা ঘটেনি। বিশেষজ্ঞদের মতে, ইরানসহ অন্যান্য দেশে অতীতে এবং সাম্প্রতিক বছরে যে সব ভূকম্পনের ঘটনা ঘটেছে, সেখানে আরো কম তীব্রতায় ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান হয়েছে অনেক বেশী। কোন কোন বিশেষজ্ঞ আবার চট্রগ্রামে মাটির নীচের অংশ অত্যাধিক শক্ত হওয়ায় বড় ধরণের বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়া যায় বলেও মন্তব্য করেছেন। গত ৭০ বছরের মধ্যে এ অঞ্চলে এ ধরণের প্রাকৃতিক বিপর্যয় আর দেখা যায়নি। অনেক বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি মন্তব্য করেছেন যে, মানুষ তাদের ঈমান ও আক্বীদা থেকে দূরে সরে যাওয়ায় বারবার এসব কেয়ামতের আলামত-এর সম্মুখীন হ'তে হচ্ছে।

সাতক্ষীরায় সূদ ও দাদন ব্যবসা জমজমাট। কৃষকরা সর্বস্বান্ত হচ্ছে

সাতক্ষীরা থেকে মুহাম্মাদ মতিউর রহমানঃ দেশের দক্ষিণ সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা সাতক্ষীরার গ্রামাঞ্চলে সূদ ও দাদন ব্যবসা এখন জমজমাট। এ ব্যবসায় জড়িত সূদখোর মহাজনদের খপ্পরে পড়ে গ্রামের সাধারণ কৃষক ভিটেমাটিসহ সহায় সম্পত্তি হারিয়ে দিনমজুরে পরিণত হচ্ছে। সাতক্ষীরা জেলা শহর ছাড়াও জেলার আশাশুনি, দেবহাটা, কালিগঞ্জ, কলারোয়া ও সদর থানা সহ বিভিন্ন গ্রাম থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে যে, সূদখোর মহাজনদের দাপটে সাধারণ কৃষকরা অতিষ্ঠ। এলাকার অধিকাংশ কৃষক ইরি বোরো মওসুমে বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি কেনা ও সংসার চালানোর জন্য সূদখোর মহাজনের নিকট থেকে বিভিন্ন শর্তে ঋণ নিচ্ছে। এসব শর্তের মধ্যে শতকরা ২০/৩০ টাকা হারে সূদ দেয়ার ফলে মহাজনদের টাকা পরিশোধ না করতে পেরে কৃষকদের জমিজমা হালের বলদ ও ভিটেমাটি বিক্রি করে তা পরিশোধ করতে হচ্ছে। অনেকে ভূমিহীনে পরিণত হচ্ছে।

http://islaminonesite.wordpress.com

বিদেশ

রাশিয়া রাসায়নিক অস্ত্রের মজুদ নিয়ে বিপাকে

রাশিয়ার পরমাণু, রাসায়নিক ও জীবাণু প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্বে রয়েছেন কর্নেল জেনারেল স্টানিস্লভ পেত্রোভ। কিন্তু তিনি রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের ঘোর বিরোধীদের মধ্যে অন্যতম।

তাঁর মতে, রুশ সরকারের এগুলো ব্যবহার করার আদৌ কোন প্রয়োজন পড়বে না। এগুলো থাকা মানেই হচ্ছে 'পাগল' বা সন্ত্রাসবাদীদের' ভয়ে সারাক্ষণ একটা উত্তেজনার মধ্যে থাকা। যত তাড়াতাড়ি এগুলো ধ্বংস করা যায় ততই মঙ্গল।

রাশিয়ার কাছে মওজুদ ৪০ হাজার টন রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংস করে দিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি দেশের ছয়টি অঞ্চলের কাছ থেকে চূড়ান্ত অনুমোদনও পেয়েছেন। কিন্তু ধ্বংসের কাজ শুরু করতে যে অর্থের প্রয়োজন সেটাই তার হাতে নেই।

দিল্লীতে নরসীমা রাওয়ের বিচার শুরু

ভারতের রাজধানী দিল্লীতে সাবেক ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাওয়ের দুর্নীতির দায়ে বিচার শুরু হয়েছে। এই প্রথম ভারতে এত বড় উর্ধ্বতন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তির বিচার শুরু হচ্ছে। নরসীমা রাও ও তাঁর দলের আরও ২০ জনকে ১৯৯৩ সালে আস্থা ভোটে বিজয়ী হবার উদ্দেশ্যে সংসদ সদস্যদের ঘুষ দেয়ার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে। তবে তাঁরা এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মারাত্মক কুটনৈতিক পরাজয়

মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্র এবার মারাত্মক কুটনৈতিক পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেডেলিন অলব্রাইটের সাম্প্রতিক ঝটিকা সফর ফলপ্রসু হয়নি। গোটা আরব জাহান এবার অভূতপূর্ব সংহতি প্রদর্শন করেছে। এতে আরব ঐক্য আরো সুসংহত হয়েছে। এমনকি সৌদি আরব ও কুয়েত পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন আগ্রাসী নীতির বিরোধিতা করেছে। ইরাক ও ইসরাঈলকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বৈত নীতি আজ বিশ্বের সচেতন মানুষের চোখ খুলে দিয়েছে।

কংগ্রেসের সমর্থন প্রত্যাহারে আইকে গুজরালের পদত্যাগঃ আগামী বছরের গোড়ার দিকে ভারতে সাধারণ নির্বাচন

ভারতে শক্তিশালী কংগ্রেস দল গত ২৯ শে নভেম্বর ক্ষমতাসীন যুক্তফ্রন্ট কোয়ালিশন থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়ার প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী আই কে গুজরাল পদত্যাগ করেছেন। এই নিয়ে ভারতে গত দু'বছরে তিন তিনটি সরকারের পতন ঘটল।

ভারতের সুপ্রাচীন দল কংগ্রেস গত ১৮ মাস ধরে ক্ষমতাসীন কোয়ালিশন সরকারকে সমর্থন দিয়ে আসছিল। তবে জৈন কমিশনের রিপোর্টের পর তারা দাবী জানায় যে, যুক্তফ্রন্ট সরকার যেন কোয়ালিশনের অন্যতম শরীক দল ডিএমকে -কে বহিস্কার করে। এই দলটির বিরুদ্ধে অভিযোগ, ১৯৯১ সালে কংগ্রেসের সাবেক নেতা রাজীব গান্ধীর হত্যাকান্ডের সঙ্গে তাদের যোগসাজশ ছিল। সরকার এই দাবী নাকচ করে আসছে। এদিকে ভারতের প্রেসিডেন্ট কে আর নারায়ন গত ৪ঠা ডিসেম্বর লোকসভা ভেঙ্গে দিয়েছেন এবং আগামী বছরের ১৫ মার্চের মধ্যে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহবান জানিয়েছেন।

যৌন ও দাঙ্গার ছবি নিষিদ্ধ

ইতালীর টিভি ষ্টেশনসমূহ দিনের বেলা যৌন ও দাঙ্গার দৃশ্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ করেছে। একটি বালককে হত্যা ও শিশু নিপীড়ন ঘটনা প্রকাশিত হওয়ার পর আকস্মিক ভাবে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রপরিচালিত টেলিভিশন 'রাই' এবং বেসরকারী টিভি চ্যানেল গত ২৬ নভেম্বর বুধবার ইতালীতে অত্যন্ত কঠোর আচরনবিধিতে স্বাক্ষর করেছে, যা খবর সম্প্রচার, চলচ্চিত্র, টিভি শো ও বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। ইতালীর টিভি কেন্দ্রগুলো সকাল ৭টা থেকে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত যৌন ও দাঙ্গার ছবি প্রদর্শন বন্ধ রাখার ব্যাপারে একমত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী রোমানো প্রদির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে টেলিভিশন কেন্দ্র সমূহের প্রধানগণ এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। তিনি শিশুদের উপর যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই জোরদার করতে গণমাধ্যম, স্থানীয় কৃর্তপক্ষ, পুলিশ ও আদালতকে পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানান।

[বাংলাদেশের মুসলিম সরকার ও নেতাদের চোখ খুলবে কি? -সম্পাদক]

http://islaminonesite.wordpress.com

ধূমপানের ফলে বিশ্বে প্রতি ১০ সেকেন্ডে একজন প্রাণ হারান

'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র (WHO) সাম্প্রতিক এক হিসেবে বলা হয়েছে যে, বর্তমান বিশ্বে তামাক ও ধূমপানের ফলে যে সমস্ত রোগ ব্যাধি হয় তার কারণে প্রতি ১০ সেকেন্ডে ১জন লোক প্রাণ হারায়। বাংলাদেশে ধূমপান জনিত কারণে মৃত্যুর হার নিরুপন করা সম্ভব না হলেও পৃথিবীর নানা দেশের তথ্য থেকে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারের কারণে মুখের ঘা সাধারণতঃ শতকরা ২.৬ ভাগ ক্ষেত্রে ক্যান্সার রোগ সৃষ্টি করতে পারে। ধূমপায়ী পিতা-মাতার শিশুদের মধ্যে বিভিন্ন শ্বাস-প্রশ্বাস জনিত রোগ দেখা দিতে পারে এবং সে সব শিশুরা প্রায়ই অসুস্থ থাকে। গর্ভাবস্থায় ধূমপান জরায়ুর পরিবেশ নষ্ট করে। ফলে জন্মের কিছুদিনের মধ্যেই এ সমস্ত শিশুর মৃত্যুর হার বেশী। ধূমপায়ীদের মধ্যে পুরুষত্বহীনতা অ-ধূমপায়ীদের চেয়ে বেশী। ধূমপান রক্তনালীকে সংকীর্ণ করে শরীরের বিভিন্ন অংশে রক্তের সরবরাহ হ্রাস করে। স্ট্রোক থেকে মৃত্যুর হার অ-ধূমপায়ীদের তুলনায় ধূমপায়ীদের মধ্যেই বেশী।

আজীবন ধূমপায়ীদের ধূমপানের কারণে মৃত্যুর আশংকা শতকরা ৫০ ভাগ এবং সেটা হয় তাদের মধ্য বয়সে অর্থাৎ ৭০ বছর বয়সের পূর্বেই। ধূমপানের কারণে মরণব্যাধি ক্যান্সার ছাড়াও হৃদরোগ, স্ট্রোক, পেপটিক আলসার, বিভিন্ন শ্বাস প্রশ্বাস জাতিয় রোগ এবং গর্ভের শিশু নষ্ট হয়ে যাওয়া রোগ হ'তে পারে।

ধূমপায়ীগণ যখনই ধূমপান ত্যাগ করবেন সেই মুহূর্ত থেকেই তারা তাদের জীবনের বড় ধরনের মৃত্যু ঝুঁকি থেকে রক্ষা পেতে পারেন। উপরের কথাগুলি বলেন ডাক্তার অরূপ রতন চৌধুরী।

১৯৯৬ সালের জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত এক খবরে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) -এর পরিসংখ্যানের বরাত দিয়ে বলা হয়েছিল যে বাংলাদেশে প্রতি বছর ৫'শ থেকে ৬'শ কোটি টাকার সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে দিচ্ছে মানুষ। উল্লেখিত রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশে তামাক উৎপাদনের পরিমাণ ৪১ হাজার ৫শত ৪৫ টন। বাংলাদেশ সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারিং এসোসিয়েশনের বরাত দিয়ে বলা হয় যে, বছরে ১৬'শ কোটি সিগারেট শলাকা এবং ৫ হাযার কোটি বিড়ির ধোঁয়া উড়ে যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র রিপোর্টে আরো বলা হয় যে, বাংলাদেশের ধূমপায়ীর সংখ্যা শতকরা ৭১ জন, চীন ও শ্রীলংকায় শতকরা ৫০ জন, থাইল্যান্ডে শতকরা ২০ জন। বাংলাদেশের মহিলাদের মধ্যে ধূমপানের হার শতকরা ২০, থাইল্যান্ডে শতকরা ৩, শ্রীলংকায় শতকরা ২ ও চীনে শতকরা ১জন। বাংলাদেশে প্রতি বছর ২ লাখ লোক ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় এবং দেড় লাখ লোক মারা যায়।

১৯৯০সালের ২৩ মে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার 'টোবাকো অ্যালার্ট' পত্রিকার সর্বশেষ রিপোর্টে বলা হয়েছে, ধূমপান জনিত রোগে মৃত্যুর হার এশিয়াতেই সর্বাধিক। কেবলমাত্র চীন দেশে বর্তমানে ধূমপায়ীর সংখ্যা ৩০ কোটি। বর্তমানে চীনে ২০ বছরের নীচে যাদের বয়স তাদের মধ্য থেকে ধূমপানের প্রতিক্রিয়ার ফলে মৃত্যু ঘটবে ৫ কোটি শিশু-কিশোরের। একটি হিসাবে দেখা যায় যে, তামাক শিল্পের বিজ্ঞাপনের পিছনে প্রতিদিন বিশ্বে খরচ হয় ১ বিলিয়ন ডলার। অতএব ধূমপানের বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার করতে হ'লে প্রয়োজন সামাজিক আন্দোলন এবং সেই সাথে সরকারের সহযোগিতা।

[প্রতি বছর প্রায় ১৬'শ কোটি সিগারেট ও প্রায় ৫ হাযার কোটি বিড়ির ধোঁয়া যে দেশের আকাশ বাতাসকে সর্বদা বিধ্বস্ত করছে, সে দেশে অ-ধূমপায়ীদের নির্মল বায়ু সেবন করে বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকার রক্ষা করবে কে? যে দেশের মায়েদের শতকরা ২০ ভাগ ধূমপায়ী, তাদের কাছ থেকে স্বাস্থ্যবান ও প্রতিভাবান সন্তান আশা করবে কে? অর্থলোভী ব্যবসায়ী ও বিলাসী রাজনীতিকরা ভেবে দেখবেন কি? হে মুসলমান! হাদীছ মেনে চলো! ধূমপান ছাড়, মৃত্যুকে ভয় কর। -সম্পাদক]

বৃটেনে শিক্ষিত পরিবারের মধ্যে যৌতুকের প্রভাব বৃদ্ধি

বৃটেনে যৌতুক প্রথা চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। এমনকি শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে যৌতুক দেয়া নেয়া বেড়ে গেছে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে যৌতুকের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত। এ প্রেক্ষিতে নববধূদের জীবনে যন্ত্রণা বেড়েছে এবং তারা হয়ে পড়ছে কলংকিত। অথচ ৩৬ বছর আগে যৌতুক প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।

যুক্তরাজ্যে এশীয় তরুণীদের মধ্যে আত্মহত্যার হার চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে ৩০ শতাংশ হচ্ছে নববধূ। এতে মনে হচ্ছে, নববধূরা যৌতুকের জন্য চাপের শিকার হচ্ছে। তারা হয়ে পড়ছে অবহেলিত। ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী তরুণীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু বিবাহিতা মহিলারা নয়, অবিবাহিতা মহিলারাও আত্মহত্যা করছে। কারণ তারা পিতামাতার উপর বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিবারের আর্থিক অনটন অথবা কলংক থেকে বাঁচার জন্য তারা এই আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে।

http://islaminonesite.wordpress.com

মুসলিম জাহান

নওয়াজ শরীফকে হত্যার জন্য ১০ কোটি রুপি পুরস্কার ঘোষণা

একজন সুন্নী মুসলমান চরমপন্থী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফকে হত্যার জন্য ১০ কোটি রুপি (২২ লাখ ডলার) পুরস্কার ঘোষণা করেছে। এই সুন্নী চরমপন্থীকে শতাধিক ব্যক্তিকে হত্যার অপরাধে পুলিশ খুঁজছে।

চরমপন্থী লস্কর-ই-জং গ্রুপের নেতা রিয়াজ বসরা, এপির কাছে পাঠানো এক ফ্যাক্স বার্তায় বলেছেন, কেউ নওয়াজ শরীফকে হত্যা করতে পারলে তিনি তাকে ১০ কোটি রুপি পুরস্কার দিবেন। তিনি বলেন, নওয়াজ শরীফকে হত্যা করা উচিৎ। কেননা তিনি ইসলাম বিরোধী সরকারী নীতি বাস্তবায়ন করেছেন। জনাব শরীফের কোন্ কোন্ নীতি ইসলাম বিরোধী তা বসরা সুনির্দিষ্ট করে বলেননি। তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি তথ্যমন্ত্রী মুশাহিদ হোসেনকে হত্যা করবে তাকেও তিনি নগদ অর্থ পুরস্কার হিসাবে প্রদান করবেন।

চেচনিয়ায় এ্যালকোহল জাতীয় পানীয় নিষিদ্ধ

চেচনিয়ায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট সরকার গত ৭ই নভেম্বর অ্যালকোহল ও এ্যালকোহল জাতীয় পানীয় উৎপাদন, আমদানী বা বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। রুশ বার্তাসংস্থা ইন্টারফ্যাক্স জানিয়েছে, ভাইস প্রেসিডেন্ট এই নিষেধাজ্ঞা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন। আগামী বছরের ১লা মে থেকে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হবে।

পশ্চিম তীর ও গাজা থেকে ইসরাইলী প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত রক্তপাত অব্যাহত থাকবে

ইসলামী জঙ্গী সংগঠন 'হামাস' -এর একজন রাজনৈতিক নেতা বলেছেন, পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকা থেকে ইসরাঈলী প্রত্যাহার সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত ইসরাঈলে রক্তপাত অব্যাহত থাকবে। হামাস নেতা মূসা আবু মারযূক এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেন, আর কোন রক্তপাত না হলে তিনি খুশী হবেন। কিন্তু ফিলিস্তিনীদের অবশ্যই পৃথিবীর বাকী অংশের লোকদের মত বেঁচে থাকার অধিকার থাকতে হবে। তিনি বলেন, ফিলিস্তিনীরা তাদের দেশ ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা হারিয়েছে।

হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর নেতা আবু মারযূক বলেন, ইসরাঈলী কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তার কারণে ঘন ঘন ফিলিস্তিনী এলাকাগুলো বন্ধ করে দেয়ায় গত ৪ বছরে তাদের আর্থিক ক্ষতির পরিমান দাঁড়িয়েছে ২৮০ কোটি মার্কিন ডলারেরও বেশী। জনাব মারযূক অভিবাসন আইন ভাঙ্গার দায়ে নিউইয়র্কে ২১ মাস আটক থাকার পর সম্প্রতি জর্দানে ফিরে আসেন।

সুসংহত হচ্ছে বৃটেনের মুসলমানরা

লন্ডনে মুসলিম সংগঠনের মধ্যে ২৫০ -টির বেশী একত্রিত হয়ে এক ছত্রছায়া গ্রুপ করার উদ্যোগ নিয়েছে। সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে প্রায় ৫ লাখের বেশী মুসলিম। এর উদ্দেশ্য হলো সরকারের সাথে লবিং করা ও ইসলামকে নিয়ে যে ঘৃনা-বিদ্বেষ ছড়ানো হয় তার বিরুদ্ধে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। বৃটেনের মুসলিম কাউন্সিল সংগঠন চলতি সপ্তাহান্তে সেখানকার ২০ লাখ মুসলিমকে এক প্লাটফরমে আনার ও একই সুরে কথা বলার জন্য সর্ববৃহৎ এক সাংগঠনিক কর্মসূচী গ্রহণ করতে যাচ্ছে। এ পদক্ষেপ নেয়ার পিছনে রয়েছে কোন কোন বিষয়ে হতাশা কাতরতা। যেমন- মুসলিমদের পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে সরকারী সহায়তা লাভে কমিউনিটি ব্যবস্থার ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই লাভ হয়নি। বৃটেনের মুসলিম কাউন্সিল (এম সি বি) সুসংগঠিত আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের সাথে বোঝাপড়া করবে তিনটি ইস্যুতে আনুকূল্য লাভের লক্ষ্যে। বিষয় তিনটি হলো- শিক্ষা, বর্ণগত ও ধর্মীয় বৈষম্যমূলক আচরণ। এ কাউন্সিলের উপর দায়িত্ব রয়েছে মসজিদের তদারকি করা ও মুসলিমদের সুসংগঠিত করা।

উল্লেখ্য, বিগত ৩০ বছরের মধ্যে এই প্রথমবারের মত বৃটেনে বসবাসরত মুসলিম কমিউনিটি মাঠ পর্যায় থেকে একটি সংস্থা গড়ে তুলতে পেরেছে বলে জানা যায়।

আফগানিস্তানের যুদ্ধাবসানে তালিবান সদর দপ্তরে দোস্তাম প্রতিনিধি

আফগানিস্তানের তীব্র লড়াই নিরসনে যুদ্ধরাজ আব্দুর রশীদ দোস্তাম গত ২৬ নভেম্বর তালিবান সদর দপ্তর কান্দাহারে একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছে। উভয় দলের মধ্যে আলাপ-আলোচনার পর যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে এ প্রতিনিধি দল পাঠানোর উদ্দেশ্যে। কান্দাহারে তালিবান বাহিনীর মুখপাত্র ওয়াকিল আহমদ টেলিফোনে জানিয়েছেন, আফগানিস্তানের বর্তমান সংকট নিরসনে উভয়ের মধ্যে এ বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে এ ব্যাপারে আব্দুর রশীদ দোস্তাম অথবা তার কোন মুখপাত্র তাৎক্ষনিকভাবে কোন মন্তব্য করেননি। বর্তমানে আফগানিস্তানের ৮৫ ভাগ এলাকা তালিবানদের দখলে এবং ১৫ ভাগ তালিবান বিরোধীদের দখলে রয়েছে।

http://islaminonesite.wordpress.com

আগামী ৬ মাসের মধ্যে জাতিসংঘ অস্ত্র পরিদর্শকদের ইরাকে তাদের তদন্ত শেষ করতে হবে

-ইরাকী পার্লামেন্ট

জাতিসংঘ অস্ত্র পরিদর্শকরা গত ২৭ শে নভেম্বর ইরাকী অস্ত্রের সন্দেহজনক স্থানগুলো অনুসন্ধানের কাজ পুনরায় শুরু করলে ইরাকের পার্লামেন্ট তাদের সে দেশ ত্যাগের এক নতুন সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। পার্লামেন্ট ইরাককে নিরস্ত্রীকরণের দায়িত্বে নিয়োজিত জাতিসংঘের বিশেষ কমিশনের প্রতি আগামী ৬ মাসের মধ্যে তাদের কাজ সমাপ্ত করার আহবান জানিয়েছে। ইরাকী বার্তা সংস্থা আইএনএ জানায়, ইরাক গত ২০ নভেম্বর থেকে ৬মাসের এই মেয়াদ কার্যকর করতে চায়। স্পীকার সাদুন হামাদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পার্লামেন্টের এক যরূরী অধিবেশনে ইরাকের উপর আরোপিত অন্যান্য অবরোধ প্রত্যাহারের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

মারকায সংবাদ

২য় ব্যাচ ইমাম প্রশিক্ষণ সমাপ্ত

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ কর্তৃক পরিচালিত ইমাম প্রশিক্ষণ প্রকল্প নভেম্বর'৯৭ -এর প্রশিক্ষণ কোর্স আলহাম্দুলিল্লাহ সুষ্ঠু ভাবেই সমাপ্ত হয়েছে। ২য় ব্যাচে মোট ১২টি জেলা হ'তে আগত ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ গ্রহণ করেছিলেন। গত ৩০শে নভেম্বর তাদের সমাপনি অনুষ্ঠানে আমীরে জামা'আত অসুস্থ থাকার কারণে সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুস সামাদ সালাফী তাদের মধ্যে সনদপত্র ও পুরস্কার বিতরণ করেন। সফলকাম ইমামদের মধ্যে ৯ জন মোমতায, ২২ জন ১ম বিভাগ, ৭ জন ২য় বিভাগ ও ২ জন পাশ করেছেন। মোমতাযদের মধ্য হ'তে প্রথম স্থান অধিকার করে বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন, দিনাজপুর সাংগঠনিক জেলা যুবসংঘের কর্মী মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয । ৩য় ব্যাচের প্রশিক্ষণ ২রা ডিসেম্বর'৯৭ হ'তে শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে প্রশিক্ষণার্থীগণ পৌঁছতে ব্যর্থ হন। ২/১ জন আসলেও তাদের নিয়ে কার্য্য আরম্ভ করা সম্ভব না হওয়ায় প্রশিক্ষণ স্থগিত ঘোষণা করা হয়।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

জার্মানীতে নতুন ধরণের উভচর যান

গত ৫ই নভেম্বর জার্মানীর ফ্রাংকফুটের 'অপেরা' হাউজের সামনে জার্মান অবিস্কারক ম্যাথিয়াস ক্লুগ ও এক শিক্ষানবীশ পাইলট একটি বিকল্প ২ আসনবিশিষ্ট উভচর যান চালান। ম্যাথিয়াস ক্লুগ এই উচ্চ প্রযুক্তির বিমানটি নির্মাণ করেন যা ভূমিতে ঘন্টায় ৫০ কিলেমিটার গতিতে চলতে সক্ষম। এই যানে পাখাও রয়েছে যাতে তা প্রয়োজনে বিমানেও পরিণত করা যায়। তখন এর সর্বোচ্চ গতিবেগ হবে ঘন্টায় ১২০ কিলোমিটার।

যথাসময়ে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের আযান শোনাবে 'মীকাত' ঘড়ি

বেলজিয়ামের একিট কোম্পানী 'এ-কিউা' সম্প্রতি 'মীকাত' নামে একটি ইসলামী এলার্ম ঘড়ি আবিষ্কার করেছে। এই ঘড়ি একজন মুসলমানকে তাঁর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময় স্মরণ করিয়ে দেবে। কোন মুসলমান পরিব্রাজক বিশ্বের যেখানেই থাকুন না কেন ছালাতের সময় হ'লে তিনি এই ঘড়িতে আযানের ধ্বনি শুনতে পাবেন। গত ৬ই নভেম্বর বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেল্সে এই ঘড়িটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

বিস্ময়কর গ্রহ সম্মেলন

এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে আমাদের সৌরজগতে। অন্ততঃ এক শতাব্দীকালে এমন ঘটনা আর ঘটবেনা। তা হচ্ছে চাঁদ এবং সৌরজগতের আটটি গ্রহ এক কাতারে এসে দাঁড়াবে। সুতোয় গাঁথা মুক্তার মত চাঁদ আর আটটি গ্রহ কাতারবন্দী হবে আকাশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে। দৃশ্যটি স্থায়ী হবে ৭ডিসেম্বর মধ্যরাত থেকে ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত। যুক্তরাষ্ট্রের মিয়ামিয়ার স্পেস ট্রানজিট প্লানেটোরিয়াম -এর নির্বাহী পরিচালক জ্যাক হর্ক হেইমারের ভাষায়, এ হবে চাঁদ ও গ্রহসমূহের সম্মেলেনের এক নয়নাভিরাম দৃশ্য। খালি চোখে আকাশে দেখার এ হবে এক সর্বোত্তম সুযোগ । আকাশের পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে প্লুটোর পিছনে এক কাতারে এসে দাঁড়াবে বুধ, মঙ্গল, শুক্র, নেপচুন, ইউরেনাস, বৃহস্পতি ও শনি। এদের সঙ্গে এক ফালি চাঁদও থাকবে অভিন্ন রেখায়। বুধ, শুক্র, বৃহস্পতি ও শনি খালি চোখেই দৃশ্যমান হবে।

http://islaminonesite.wordpress.com

পাঠকের মতামত

বাণী

মাসিক আত-তাহরীক আমি পড়ে দেখলাম। সমাজে এহেন পত্রিকার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমি এর সাফল্য কামনা করি।

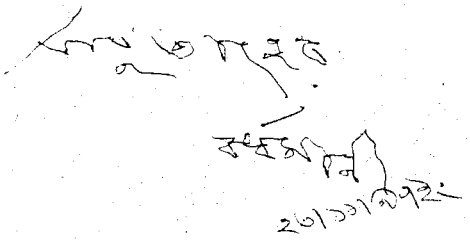

(মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানী)

[জনাব মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানী (৭৪) আহলেহাদীছ জামা'আতের একজন বিশিষ্ট আলেম, সুবক্তা, সুলেখক ও বহু গ্রন্থপ্রণেতা। তিনি সাপ্তাহিক 'আরাফাত' পত্রিকার সম্পাদক। বিগত ১০.৪.৯৭ তারিখে দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী তিনি ঐ সময় থেকেই প্যারালাইসিসে গুরুতর অসুস্থ। গত সেপ্টেম্বর থেকে তিনি দিনাজপুর শহরের পাটুয়াপাড়ায় স্বগৃহে অবস্থান করছেন। কিছুদিন পূর্বে মাসিক 'আত-তাহরীক' পত্রিকা তাঁর হাতে পৌঁছলে তিনি খুবই সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং অন্তর খোলা দো'আ করেন। গত বছর এই সময় তিনি রাজশাহী সফরের এক পর্যায়ে নওদাপাড়া মারকাযে আসেন ও ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ -এর দিনাজপুর (পশ্চিম) জেলা সভাপতি সম্প্রতি তাঁর বাসভবনে সাক্ষাৎ করলে আনন্দের অতিশয্যে তিনি উপরোক্ত বাণী লিখে পাঠান। লেখার ক্ষমতা প্রায় লোপ পেলেও তিনি যে তাকলীফ স্বীকার করে পত্রিকা পড়েছেন ও দু'কলম লিখে পাঠিয়েছেন -এ জন্য আমরা তাঁকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ পাক যেন আমাদের জন্য তাঁর এই দো'আ কবুল করেন ও আত-তাহরীক -এর অভীষ্ট আন্দোলনকে সফলতা দান করেন-আমীন! এই সাথে আমরা সকল লেখক-লেখিকা পাঠক-পাঠিকা ও সম্পাদনা পরিষদ মাননীয় জনাব মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানী ছাহেবের আশু রোগমুক্তির জন্য আল্লাহ্র নিকটে খাছ দো'আ করছি- 'আল্লাহ তুমি তাঁকে পূর্ণ আরোগ্য দান কর'-আমীন!!- সম্পাদক]

শুভেচ্ছা নাও হে আত-তাহরীক

হে মাসিক আত্-তাহরীক তোমাকে জানাই আহ্লান-সাহ্লান, শুভেচ্ছা, স্বাগতম। ঘুমন্ত ও তন্দ্রাচ্ছন্ন মুসলিমের তৃষ্ণার্ত ও মৃতপ্রায় প্রাণে যে তুমি তাওহীদি বন্যা বয়ে দিলে এ জন্য তোমাকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ।

তোমাকে পেয়ে আমি এখন প্রাণবন্ত, তুমি যেন এক হারানো বস্তু। তুমি যেন এক তৌহীদি আলোক বর্তিকা। এতোদিন তোমাকে খুঁজছিলাম। তোমার কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র জয়গান আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাই তোমার নির্ভীক সৈনিক সম্পাদককে জানাই লাখো সালাম।

হে আল্লাহ্ তুমি তাঁকে দীর্ঘায়ু দান কর! আত্-তাহরীক পত্রিকাটিকে সকল পাঠকের নিকট সমাদৃত কর। আসুন! সবাই মিলে আত-তাহরীক পাঠ করি। কুরআন ও ছহীহ্ সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন গড়ি।

শুভেচ্ছান্তে

এম, এ, হামীদ বিন ছিদ্দীক হোসাইন সালাফী

শিক্ষক

মারকায ওমার বিনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)

নিজ খামার, ছয় ঘরিয়া, খুলনা।

আত-তাহরীক -কে শ্রদ্ধাঞ্জলী

সালাম মাসনূন বাদ মাসিক আত-তাহরীক ১ম বর্ষ, ১ম, ২য় ও ৩য় সংখ্যা পত্রিকা পাঠ করলাম 'আল্হামদুল্লিাহ'। এই মহুর্তে কবি ইকবালের একটি ছন্দ মনে পড়ে গেল- 'মুসলিম যিন্দা হোতা হ্যায় হর কারবালা কে বা'দ। আমি আশা করি বর্তমান সমাজকে জাহেলিয়াত হ'তে এই পত্রিকাই ফিরিয়ে আনবে ইন্শাআল্লাহ। এর প্রতিটি লেখা যেন আমাদের জন্য উপদেশ মূলক হয়, সেই প্রত্যাশা রইল। আল্লাহ যেন আত-তাহরীককে কবুল করে নেন, আমীন!!

মোস্তাফীযুর রহমান

শামসুন বইঘর

গাবতলী, বগুড়া

মুহাম্মাদ আতাউর রহমান ও ইমামুদ্দীনকে ধন্যবাদ

মুহতারাম সম্পাদক ছাহেব, আস-সালামু আলাইকুম। বৃষ্টির ও শীতের এই রিমিঝিমি বাদল দিনে হৃদয়ের সবটুক সজীব ভালবাসা ও একরাশ শুভেচ্ছা জানাই আপনাকে। আমি আত-তাহরীকের একজন নতুন পাঠক। তাহরীকের প্রতিটি বিভাগই আমার কাছে আর্কষনীয় ও পসন্দনীয়। বিশেষ করে আতাউর রহমানের লেখা 'সংস্কৃতিঃ অনুকরণ অনুসরন' থেকে আমি কিছু শিখতে পেরেছি। তার পাশাপাশি ইমামুদ্দীনের লেখা 'শিক্ষাঙ্গন' নাটিকাটি থেকে প্রকৃত শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। এজন্য উভয় ব্যক্তিদ্বয়কে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা। পরিশেষে মাসিক আত-তাহরীকের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

হাফেয মোঃ মোস্তাফীযুর রহমান

আলিম ১ম বর্ষ

নওদাপাড়া মাদ্রাসা, সপুরা, রাজশাহী।

http://islaminonesite.wordpress.com

আত্-তাহরীক আমাদেরকে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক পরিচালনা করবে ইনশাআল্লাহ

তাসলীম বাদ, প্রথমে আপনার প্রতি রইল প্রতিদিনের সুন্দর সকালে ফুটে ওঠা হাজার ফুলের মিশ্রিত শ্রদ্ধা। আশাকরি প্রভুর অশেষ কৃপায় সুস্থ থেকে দ্বীনি দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। আমি আত-তাহরীকের একজন নিয়মিত পাঠক। অন্যান্য সকল পত্রিকার তুলনায় এ পত্রিকায় আমি যে সব নিবিড় তথ্য পাই এবং আমলের প্রয়াস পাই তা সত্যিই আশ্চর্যজনক। (১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা) নভেম্বর'৯৭-এর প্রতিটি কলামে বিশেষতঃ 'মাহে রজব-হুরমত মাস' প্রবন্ধে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমি জানতে পেরেছি তা সত্যিই ইতিপূর্বে আমার জানা ছিল না। এযাবৎ বিদ্'আতী আমল করে আসছিলাম। কিন্তু এ সংখ্যার উক্ত প্রবন্ধের মাধ্যমে আমি এ সঠিক তথ্য পাওয়ার পর কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আমল করার প্রয়াস পেয়েছি। এভাবে আত্-তাহরীক গুরুত্বপূণ ও সঠিক তথ্য সমূহ দিতে থাকলে সত্যিই আমরা কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আমল করতে পারব বলে আশাবাদী। পরিশেষে আপনার গবেষণার পরিধি আরো বৃদ্ধি পাক এবং আত্-তাহরীক দীর্ঘায়ু লাভ করুক এ প্রত্যাশা রেখে শেষ করছি। ওয়াস্সালাম।

আব্দুল মাজেদ আকন্দ
আব্দুল্লার পাড়া
বারকোনা
গাইবান্ধা।

'সৃষ্টিজগত আল্লাহ্র অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়' প্রবন্ধের লেখক আব্দুল আউয়াল ছাহেবকে অভিনন্দন

মাসিক আত-তাহরীক নভেম্বর'৯৭ সংখ্যা পড়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। এই পত্রিকার প্রতিটি প্রবন্ধই মান সম্পন্ন। বিশেষ করে 'সৃষ্টি জগত আল্লাহ্র অস্তিত্বের সাখ্য দেয়' প্রবন্ধের লেখক জনাব আব্দুল আউয়াল ছাহেবকে আমার মনের মণিকোঠা থেকে অভিনন্দন জানাই। দোয়া করি পত্রিকাটি যেন নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটিতে কোন লেখিকার লেখা না থাকায় মনে বড় দুঃখ থেকে গেল। আশা করি ভবিষ্যতে মহিলাদের লেখা ছাপানো হবে।

মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান
প্রতিষ্ঠাতা
আহলেহাদীছ লাইব্রেরী
আন্দারিয়া পাড়া

সংগঠন সংবাদ

যারা দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করছেন তারা ইসলামী পন্থায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করুন

-ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

যারা বর্তমানে দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করছেন আপনারা প্রকৃত ইসলামী পন্থায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করুন, খৃষ্টানী পন্থায় নয়। বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ রাজশাহী সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে গত ২৮শে নভেম্বর'৯৭ রাজশাহী জেলা পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত এক কর্মী ও সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব উপরোক্ত আহবান জানান।

তিনি প্রচলিত রাজনীতিকে স্রেফ নেতৃত্বের লড়াই হিসাবে আখ্যায়িত করে এর নোংরামী হ'তে বিরত থাকার জন্য ইসলামী দলগুলোর প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, বর্তমানে দেশে প্রচলিত দল ও প্রার্থী ভিত্তিক গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি পাশ্চাত্য পন্ডিতদের তৈরি করা বিভেদাত্মক রাজনৈতিক পদ্ধতি, যা ইসলাম সমর্থন করেনা। বর্তমান পদ্ধতিতে মানুষে মানুষে হিংসা-হানাহানি ও খুনাখুনি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন পদ্ধতিতে নেতৃত্ব চেয়ে নেবার ও প্রার্থী হওয়ার সুযোগ না থাকায় ঐ সব কুফল হ'তে সমাজ মুক্ত থাকে। ইসলামী পদ্ধতিতে নির্বাচিত ব্যক্তি আগে থেকে জানবেন না যে, তিনি নির্বাচিত হবেন। ফলে নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত হ'লে দল ও মত নির্বিশেষে জনগণ ও দেশের কল্যাণ কামনায় তিনি নিবেদিত প্রাণ হবেন । কারণ তাকে নেতৃত্ব চেয়ে নিতে হয়নি। কিংবা নির্বাচিত হতে প্রচলিত নিয়মে অঢেল পয়সাও খরচ করতে হয়নি।

তিনি প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতির কুফল আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, বর্তমানে প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতিতে দলীয় ও প্রার্থী পদ্ধতি থাকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচিত হওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তিনি বলেন, দলীয় শাসন ব্যবস্থা কখনোই নিরপেক্ষ হ'তে পারেনা। বর্তমানের দলীয় গণতন্ত্র তথা সরকারী ও বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক সমাজব্যবস্থা সারা বিশ্বে অশান্তি সৃষ্টির জন্য দায়ী বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, পাশ্চাত্য পন্ডিতদের তৈরি করা এই নির্বাচন পদ্ধতির ফলে প্রতিনিটি নির্বাচনে ও নির্বাচনোত্তর সময়ে অসংখ্য মানুষকে প্রাণ দিতে হচ্ছে, অসংখ্য মায়ের কোল খালি হচ্ছে এবং অসংখ্য মা-বোন বিধবা হচ্ছেন। কিন্তু ইসলামী পদ্ধতিতে নেতৃত্ব নির্বাচন সম্পন্ন হলে বর্তমানের দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থা হ'তে সমাজ

http://islaminonesite.wordpress.com

তিনি বলেন, যারা ইসলামের নামে রাজনীতি করেন, তারা যুগের দোহাই পেড়ে পাশ্চাত্যের অনৈসলামী রাজনীতির সাথে আপোষ করেছেন। যুগের পরিবর্তনে ইসলামী বিধানের পরিবর্তন হয় না। বরং যুগকে পরিবর্তন করে কল্যাণমন্ডিত ইসলামী সমাজ কায়েম করার জন্যই ইসলামের আগমন ঘটেছে। তিনি বলেন, শুধু মাত্র সরকার পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজে পরিবর্তন আসতে পারে না। সমাজ পরিবর্তনের জন্য ব্যক্তি জীবন থেকেই পরিবর্তন আবশ্যক। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সরকার ও সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে ব্যক্তি জীবন থেকেই পরিবর্তন চায়। পরিশেষে তিনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী দেশ ও সমাজ পরিচালনার জন্য শাসক দলসহ সকলের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান।

আহলেহাদীছ যুবসংঘের রাজশাহী সাংগঠনিক জেলার সহ-সভপতি হাফেয আব্দুর রঊফ -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ -এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুস সামাদ সালাফী, প্রচার সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম,সহ-সভাপতি এস, এম, আব্দুল লতীফ, প্রমুখ নেতৃবৃন্দ! সুধী সমাবেশে মহানগরীর বিভিন্ন অঞ্চল হতে কর্মী ও সুধীবৃন্দ যোগদান করা ছাড়াও বিপুল সংখ্যক মা-বোন উপস্থিত ছিলেন।

দক্ষিণবঙ্গ সফরে মুহতারাম আমীরে জামা'আত

গত ১৫ই নভেম্বর'৯৭ শনিবার হ'তে ২২শে নভেম্বর'৯৭ পর্যন্ত আমরা কয়েকজন কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলসহ ১৪টি জেলার সভাপতি ও বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলগণ মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের নেতৃত্বে সপ্তাহব্যাপি দক্ষিণবঙ্গ সফরে 'দারুল ইমারত' নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে দু'টি মাইক্রো ও বাস যোগে রওয়ানা হই। বেলা ২-টার দিকে খুলনা পৌঁছে যোহর ও আছর-এর ছালাত জমা করে জেলা সহ-সভাপতি জনাব গোলাম মোক্তাদির -এর বাড়ীতে খানাপিনা সেরে বাগেরহাট জেলার মোমিনডাঙ্গায় বাগেরহাট জেলা সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। রাত ৮-টায় আমরা সম্মেলনস্থলে পৌঁছলে আহলেহাদীছ আন্দোলন বাগেরহাট জেলা সভাপতি জনাব মাওলানা আব্দুর রহীম -এর নেতৃত্বে স্থানীয় জনসাধারণ ও মাদরাসার ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ আমাদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। অতঃপর জালসায় আমাদের সকল সফরসঙ্গীকে পরিচয় করিয়ে দেন আহলেহাদীছ আন্দোলন খুলনা জেলার আন্দোলন -এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম। অতঃপর পর্যায়ক্রমে মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী (গাইবান্ধা), মাওলানা আব্দুস সাত্তার (নওগাঁ) মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (সাতক্ষীরা), মাওলানা আব্দুর রহীম (বাগেরহাট) প্রমুখ বক্তব্য প্রদান করেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত আহলেহাদীছ আন্দোলনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপরে সারগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেন ও জনগণকে শিরক ও বিদ'আত হ'তে বিরত থাকার আহবান জানান। তিনি ধর্মের নামে ও রাজনীতির নামে প্রচলিত কুরআন-হাদীছ বিরোধী রসম-রেওয়াজ পরিহার করে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের জন্য সরকার ও জনগণের প্রতি আহবান জানান। রাত্রে তথায় অবস্থানের পর বাদ ফজর মুহতারাম আমীরে জামা'আত মাদরাসার শিক্ষক, ছাত্র, আহলেহাদীছ আন্দোলন ও যুবসংঘের সদস্যবৃন্দ ও স্থানীয় সুধীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করেন।

অতঃপর সেখান থেকে খুলনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লাম। এখানে শীপইয়ার্ড এলাকার জিন্নাহপাড়ায় তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) -এর সৌজন্যে নবনির্মিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদ বাদ যোহর উদ্বোধন করা হয়। মুহতারাম আমীরে জামা'আত স্থানীয় পৌর কমিশনার সহ মসজিদভরা মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে মসজিদ আবাদকারীদের বৈশিষ্ট্যের উপর এক আকর্ষনীয় বক্তব্য পেশ করেন ও সবাইকে ঐসকল গুণ অর্জন করার জন্য উদাত্ত আহবান জানান। অতঃপর মসজিদের খতীব প্রবীণ আলেম মাওলানা আযীযুর রহমান ছিদ্দীকী ছাহেবের নেতৃত্বে এলাকাবাসী আমাদের খুব আদর-আপ্যায়ন করলেন। বিশেষ করে ছিদ্দীকী ছাহেবের সাদর আপ্যায়ন ভোলার নয়। রাত্রে তথায় অবস্থান করা হ'ল।

পরদিন সকালে পুনরায় আমাদের যাত্রা শুরু হ'ল। ১টি বাস ও ২টি মাইক্রো যোগে আমরা মোংলা পোর্ট পৌঁছি। তথায় আহলেহাদীছ যুবসংঘের রাজশাহী মেডিকেল কলেজ শাখার প্রাক্তন সভাপতি ও বর্তমানে মোংলা পোর্ট মেডিকেল অফিসার ভাই ডাঃ লিয়াকত আলীর মাধ্যমে পোর্টে অবস্থানরত শিপ পরিদর্শনের সৌভাগ্য লাভ করি। এখানে এসিষ্ট্যান্ট সিকিউরিটি অফিসারসহ প্রায় শতখানেক আহলেহাদীছ কর্মকর্তা ও কর্মচারী ভাই রয়েছেন। যাদের অনেকের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হই। অতঃপর নদীর ওপারে মোংলা থানার চটেরহাটে আয়োজিত ইসলামী সম্মেলনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। ঐ এলাকা আমীর ছাহেবের পিতা মরহুম মাওলানা আহমদ আলী ছাহেবের ভক্তদের এলাকা। ভক্ত মরহুম ইউনুস আলী ইজারাদার ছাহেবের নয় পুত্র সবাই প্রতিপত্তিশালী। সবাই আমীর ছাহেবেরও ভক্ত। তারাই আমাদেরকে বিশেষভাবে আপ্যায়ন করলেন। এরপর মরহুম ইউনুস আলী ছাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্থানীয় একটি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব ইলিয়াস আলী ইজারাদার (৫৫) -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে আমাদের সাথীদের পরিচয়ের পর পর্যায়ক্রমে মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, মাওলানা আব্দুস সাত্তার, মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী, মাওলানা আব্দুর রহীম প্রমুখ বক্তৃতা পেশ করেন।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত আহলেহাদীছ আন্দোলন যে ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা একমাত্র নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন এবং এটাই যে মানবতার প্রকৃত মুক্তি আন্দোলন, এর উপরে যুক্তিগর্ভ আলোচনা উপস্থাপন করেন। জনাব আমীর ছাহেবের বক্তব্যের পর পরই জালসায় উপস্থিত ২২ জন হানাফী ভাই সঙ্গে সঙ্গে আহলেহাদীছ হয়ে যান এবং তাঁরা সহ জালসায় উপস্থিত কয়েকশত শ্রোতা মুহতারাম আমীরে জামা'আতের নিকটে আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করেন।

রাত্রে সেখানে অবস্থানের পর সকালে মুহতারাম আমীরে জামা'আত পার্শ্ববর্তী ঢালীরখন্ড আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গমন করেন, যে মসজিদের ভিত্তি ৪০ বছর পূর্বে তার মরহুম পিতার হাতেই স্থাপিত হয়েছিল। তিনি মরহুম ইউনুস আলী ইজারাদারের কবর যিয়ারত করেন এবং স্থানীয় আহলেহাদীছ ব্যক্তিগণের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

অতঃপর আহলেহাদীছ আন্দোলনের চটেরহাট শাখা সভাপতি ও নয় ভাইয়ের সেঝ ভাই জনাব আব্দুল কুদ্দুস ইজারাদার ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের খুলনা জেলা সহ-সভাপতি জনাব গোলাম মুক্তাদির -এর নেতৃত্বে পরদিন সকালে আমরা সুন্দরবন কটকা রেঞ্জঞ্জ-এর উদ্দেশ্যে পূর্ব থেকে ভাড়া করা আল-হেলাল দোতলা লঞ্চে মোংলা থেকে রওয়ানা হই। সঙ্গে সরকারী ভাবে পুলিশের ব্যবস্থাও ছিল। মেজ ভাই প্রাক্তন উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব ইদরীস আলী (৫২) ও তাঁর সাথীগণ লঞ্চে আমাদেরকে শেষ বিদায় জানান। নদীর দু'ধারে সুন্দরবনের মনোহর দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে চললাম। আমীর ছাহেব অনেক উপদেশ দিলেন সমুদ্র সফরকে কেন্দ্র করে । কটকা ফরেষ্ট অফিসের ঘাটে পৌঁছে আমরা জামা'আতের সাথে ফজর ছালাত আদায় করলাম ও আমীর ছাহেব কর্তৃক সূরা নূহের তাফসীর শুনলাম যাতে সারা জীবন দ্বীনি দায়িত্ব পালনের এক গভীর প্রেরণা পেলাম আমরা। এর পর কটকা বণ কর্মকর্তার অফিস দেখলাম। অনেক হরিণ দেখলাম দলে দলে ছুটছে। বনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে রকমারি গাছ-পালা দেখলাম। তারপর নাস্তা সেরে এরপর বঙ্গোপসাগরের বুক চিরে আমরা চললাম টিয়ার চর। মাঝ সাগরে গিয়ে মনে হল স্থল ভাগ বোধ হয় আর নেই। শুধু পানি আর পানি অথৈ পানি। এই সময় আমীর ছাহেবের নির্দেশে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান শুরু হ'ল। গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান, ইসলামী জাগরনী ইত্যাদিতে সমুদ্র ভ্রমন আনন্দ মুখর হয়ে উঠল। মাগরিবের জামা'আতের পরে আমীর ছাহেবের নির্দেশে 'পালাবদল' অনুষ্ঠান শুরু হ'ল। এ অনুষ্ঠানে মাওলানা আব্দুর রহীম, জনাব গোলাম মুক্তাদির, মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, মাওলানা আব্দুস সাত্তার প্রমুখ হানাফী ভাইয়েরা আহলেহাদীছ হয়ে লোমহর্ষক নির্যাতন ভোগ করার মর্মান্তিক ইতিহাস বর্ণনা করেন। অনুষ্ঠানটির স্মৃতি কখনোই ভোলার নয়। এরপর এশার জামা'আত শেষে আমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়লাম। লঞ্চ আমাদের নিয়ে ফিরে এলো মংলাপোর্টে ভোর ৪টায়। ফজর ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে আমরা আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ পরোজপুর জেলা সম্মেলনের উদ্দেশ্যে সোহাগদল রওয়ানা হ'লাম। পথে পটুয়াখালি জেলার সমুদ্র সৈকত কুয়াকাটাতে রাত্রি যাপন করলাম।

পর পর ১০টি ফেরী পার হ'য়ে তিনটি মাইক্রো যোগে আমরা ২৭ জন মানুষ সন্ধ্যা ৭-টায় কুয়াকাটায় পৌঁছেই শুনতে পেলাম সমুদ্রের গর্জন। ছুটে চললাম সবাই সমুদ্র সৈকতে । তীরে গিয়ে দেখি হাওয়া-বাতাস নেই। তবু সমুদ্রের প্রবল ঢেউ তীরে এসে আছড়ে পড়ছে। তাই এই বিকট শব্দ। দিনে এ শব্দ তেমন জোরে শুনা যায় না। কুয়াকাটা কেবলমাত্র গড়ে ওঠা একটি নতুন শহর। হোটেল ইত্যাদির ব্যবস্থা তেমন ভাল নয়। তবুও আমাদের একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল। কেউ গাড়ীতে থাকলেন ও অধিকাংশ হোটেলে রাত কাটিয়ে বা'দ ফজর সকলে সূর্যোদয়ের দৃশ্য দেখার জন্য সমুদ্র সৈকতে চললাম। আমরা আমীর ছাহেবসহ কয়েকজন মাইক্রো যোগেই প্রায় ৫ কিঃ মিঃ পথ সৈকত বেয়ে পূর্ব দিকে গেলাম। পানির ভিতর থেকে সূর্যোদয়ের মনোরম দৃশ্য সত্যিই মনোহর। আল্লাহ্র অসীম কুদরত স্বচক্ষে না দেখলে নিজের হীনম্ভা বুঝতে পারা যায় না। কেবল পানি আর পানি। সব পানি লবণাক্ত। মাছ ধরার কত নৌকা ছুটছে। বাতাস নেই তবু পানির তরঙ্গ শো শো শব্দে তীরে এসে আঘাতের পর আঘাত হানছে। দেখে সত্যিই অবাক লাগে। অনেক প্রকারের মাছ দেখলাম সব অচেনা। সাথীদের অনেকে সমুদ্র স্নান করলেন। তারপর হোটেলে ফিরে এসে নাস্তা করা হ'ল। অনেকেই ঝিনুকের তৈরী জিনিষ ক্রয় করলেন কুয়াকাটার স্মৃতি স্বরূপ। যদিও এখানে ঝিনুক খুবই বিরল। সবই আসে কক্সবাজার থেকে। এবার আমাদের মাইক্রোগুলি ছুটল সোহাগদলে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পিরোজপুর জেলা সম্মেলনের উদ্দেশ্যে। বেলা ৩-টার দিকে আমরা স্বরূপকাটি থানার ঘাটে পৌঁছে গেলাম নানা প্রতিকুল অবস্থার মধ্য দিয়ে। সেখানে আমাদের জন্য লঞ্চ অপেক্ষা করছিল সকাল হ'তে। আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর পিরোজপুর জেলা সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হামীদ তাঁর সাথীদের নিয়ে সুসজ্জিত ইঞ্জিনচালিত নৌকাসহ আগে থেকেই অপেক্ষা করছিলেন। স্বরূপকাঠি থানায় মাইক্রো জমা রেখে আমরা সদলবলে নৌকায় উঠে শর্ষিনা আলিয়া মাদরাসার কোল ঘেঁষে রওয়ানা দিলাম। সারা নৌকাপথ মাইকে তাকবীর ধ্বনি ও আন্দোলনের বিভিন্ন শ্লোগান এবং আমীর ছাহেবের আগমন শুভেচ্ছা স্বাগতম ইত্যাদি ধ্বনিতে 'সন্ধা' নদীর দু'কুল মুখরিত হচ্ছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ হানাফী ভাইয়েরা অপলক দৃষ্টিতে দেখছিল ও শুনছিল আহলেহাদীছ আন্দোলনের হৃদয়জুড়ানো শ্লোগানসমূহ। জেলার দায়িত্বশীলবৃন্দ জনাব শাহ আলম মাষ্টার ও জনাব শাহ আলম বাহাদুরের নেতৃত্বে সোহাগদল ঘাটে অপেক্ষা করছিলেন। নৌকা হ'তে নেমে

http://islaminonesite.wordpress.com

আমরা সোহাগদল জামে মসজিদে পৌঁছলাম। ইতিপূর্বেই আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ -এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম এখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন ও জুম'আ আদায় করেছিলেন। মাগরিবের পর জালসা শুরু হয়। বিভিন্ন ওলামা বক্তব্য রাখার পরে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বর্তমান সময়ে আহলেহাদীছ আন্দোলনের অধিকতর প্রয়োজনীয়তার উপরে অত্যন্ত বাস্তবমুখী ও সারগর্ভ বক্তব্য পেশ করেন। জালসা শেষে উপস্থিত দায়িত্বশীল ও সাধারণ শ্রোতাবৃন্দ তাঁর হাতে আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করেন। রাতে অবস্থানের পর সকালবেলা জেলার দায়িত্বশীলদের নিয়ে মসজিদে বৈঠক করেন ও মূল্যবান হেদায়াতী বক্তব্য প্রদান করেন। অতঃপর রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে স্বরূপকাঠি থানায় এসে মাইক্রো নিয়ে আমীর ছাহেবের নির্দেশক্রমে আমরা সকলে শর্ষিনার সম্মানিত পীর ছাহেবের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে গমন করলাম। দুর্ভাগ্য তিনি ঢাকায় থাকায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হ'ল না। আন্দোলনের কাগজপত্র সমূহ ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে বিলি করা হ'ল। তারপর রওয়ানা হয়ে পথিমধ্যে শেরে বাংলা ফজলুল হকের জন্মস্থান চাখার যাওয়া হ'ল। সেখানেও আন্দোলনের প্রচারপত্র লোকদের মধ্যে বিলি করা হ'ল। আবার রওয়ানা হয়ে চললাম বরিশাল হয়ে ফরিদপুরের পথে। সোহাগদল গিয়ে আমরা এতদঞ্চলের শ্রেষ্ঠ আহলেহাদীছ আলেম মরহুম মাওলানা আসাদুল্লাহিল গালিব-এর কবর যিয়ারত করলাম। চিরকুমার এই শতায়ু আলেমের দানকৃত জমির উপরেই খালের তীরে তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে নির্মিত হয়েছে বর্তমান জামে মসজিদের সুন্দর ইমারত। মূলতঃ উক্ত জামে মসজিদের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও জেলা সম্মেলন উপলক্ষেই ছিল সেখানে আমীর ছাহেব ও তাঁর সফর সঙ্গীদের আগমন। এখানে এসে আমরা আহলেহাদীছ যুবসংঘের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার একজন সাবেক দায়িত্বশীল ভাই আব্দুছ ছবুর বিন মনছুর মল্লিককে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হ'লাম। বরিশাল জেলার উজিরপুর থানার মাদারসী গ্রামে তাঁর বাড়ী। বহুদিন যাবৎ সঊদী আরবে থেকে বর্তমানে বরিশালে ব্যবসা করছেন। তিনি সারাক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন। পথিমধ্যে বরিশাল শহরে তাঁকে নামিয়ে দিয়ে আমরা রওয়ানা দিলাম। আটরশির পীরের বাড়ী মেইন রোডের পাকুরিয়া বাজার থেকে মাত্র ১০ কিঃ মিঃ ভিতরে। সাথীদের অনুরোধে আমীরে জামা'আত অবশেষে সম্মত হলেন। অতঃপর সেখানে পৌঁছে দেখলাম বিরাট এরিয়া জুড়ে মাদ্রাসা এবং বিরাট মসজিদ হচ্ছে। কাছেই ৩ কিঃ মিঃ দূরে চন্দ্রপাড়ায় আর এক পীরের আস্তানা রয়েছে। শুধু আটরশি নয়। ২২ রশির জমিদার বাড়ীও দেখলাম। জমিদারদের কেউ ভারতে গেছেন, কেউ বরগুনাতে আছেন। এনায়েতপুরী পীরের দু'শাগরিদ চন্দ্রপাড়া ও আটরশিতে দুই আখড়া করে বসে আছেন। একজন মারা যাওয়ার পর আটরশির মাজার এখন সরগরম। বলে রাখা ভাল যে সোহাগদল থেকে এক গ্রুপ খুলনা হ'য়ে এবং পাকশী ঘাট পার হ'য়ে আর এক গ্রুপ ঈশ্বরদী হ'য়ে আমীর ছাহেবের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায়। ঈশ্বরদী থেকে আমীর ছাহেব অন্য একটি গ্রুপসহ রাত সোয়া ৮টায় রাজশাহী পৌঁছেন।

এই সফরে আমাদের অভিজ্ঞতাঃ

১। এ সফরে আমরা প্রত্যেকেই স্থল ও জলভাগে অদেখা ও অজানা অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করি।

২। মুহতারাম আমীরে জামা'আত-এর সফরসঙ্গী হয়ে আমরা সবাই ধন্য হই। সব স্থানে তাঁর সাথেই আমরা সমানভাবে সমাদৃত হই। তিনি সর্বদা আমাদের থাকা-খাওয়া ও সার্বিক অবস্থার খোঁজ রাখেন এবং শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানে আমাদেরকে মশগুল রাখেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শিক্ষকতার পদে আসীন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন নেতাকে অতি নিকট থেকে দেখার সুযোগ আমাদের হয়েছে। তাঁর নিরহংকার আচরন ও সরল ব্যবহার যেমন আমাদেরকে মুগ্ধ করেছে, তাঁর দৃঢ় ব্যক্তিত্ব তেমনি আমাদেরকে প্রভাবিত করেছে। নিয়মিত ছালাতে ইমামতি, সামষ্টিক উপদেশ প্রদান, সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ, মাসআলা-মাসায়েলের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ জওয়াবদান, আকর্ষনীয় বাগ্মীতা ও দূরদর্শিতা আমাদেরকে দারুনভাবে আকৃষ্ট করেছে। তাঁর জন্য রচিত অভিনন্দন পত্র সমূহ কোন সম্মেলনেই তিনি পড়তে দেননি এই বলে যে, 'এতে অতিরঞ্জিত প্রশংসা থাকে'। একজায়গায় তাঁকে মূল্যবান উপহার সামগ্রী দেওয়া হ'লে তিনি তা গ্রহণ করে পুনরায় তাদেরকে সবিনয়ে ফেরত দেন এই বলে যে, 'উপহার নয় দো'আ চাই'। সর্বত্র তিনি কর্মীদের বলে দিতেন, 'আমাকে হালালখোর গরীব কর্মীর বাড়ীতে রেখো কিন্তু পরহেযগার নয় এমন বড়লোকের বাড়ীতে রেখো না'। সফরের শেষ পর্যায়ে একজন ধনী ব্যক্তির বাড়ীতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়। তিনি তার বাড়ীতে ঢুকেই বেরিয়ে আসেন এই বলে যে, 'এই বাড়ীতে ডিশ এন্টেনা দেখা যাচ্ছে'। তিনি মসজিদে গিয়ে থাকতে চাইলেন। কিন্তু অন্য একজন দায়িত্বশীল ও প্রবীণ হাই স্কুল শিক্ষক তাঁকে নিজ বাড়ীতে নিয়ে থাকার ব্যবস্থা করেন। তাঁর বাড়ীতে বারান্দায় পা দিয়েই তিনি কাঁচের ফ্রেমে বাঁধানো আরবীতে 'আল্লাহু মুহাম্মাদ' লেখা দেওয়ালে টাঙ্গানো দেখতে পেয়ে বাড়ীওয়ালাকে বল্লেন, 'সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তাকে পাশাপাশি রাখার মধ্যে শিরকের গন্ধ রয়েছে, এটাকে এখুনি হটানো উচিৎ'। বাড়ীওয়ালা লজ্জিত হ'য়ে ওটাকে নিজহাতে নামিয়ে ঘরে নিয়ে গেলেন। তারপর তিনি সঙ্গীদের নিয়ে সেখানে বসলেন ও কয়েকজন আলেম সাথী নিয়ে সেখানে থাকলেন। শিরক ও বিদ'আতের ব্যাপারে আপোষহীন, কর্মী ও কর্মপাগল নিরলস এই মানুষটিকে নিকট থেকে দেখে আমরা দারুনভাবে অভিভূত হয়েছি।

http://islaminonesite.wordpress.com

৩। এত সংখ্যক জেলা দায়িত্বশীলদের এক সঙ্গে সফর সত্যিই ছিল আনন্দময়, যা আমাদের ভ্রাতৃবন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করে।

৪। ১৩ -টি জেলা ব্যাপী শহরে-বন্দরে-ফেরীতে সর্বত্র আন্দোলনের কাগজ-পত্রাদি বিলি করা হয়েছে।

৫। বিভিন্ন জেলা সম্মেলনে স্থানীয় জনগণের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন ও সাড়া পড়ে গেছে।

৬। আমরা বিভিন্ন পরিবারের লোক যেমন একজন নেতার অধীনে সফরে এক হয়েছিলাম, তেমনি টীম স্পীরিট যেন আমরা স্ব স্ব জেলায় গিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে পারি, এ ব্যাপারে আমরা বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছি।

৭। শেষ কথা এই যে, অযোগ্য লোকদের নেতা হওয়ার চাইতে যোগ্য ও ঈমানদার নেতার তাবেদার হওয়া অনেক ভাল -এটা আমরা এ সফরে উপলব্ধি করেছি।

উল্লেখ্য যে, সফর ও সম্মেলন গুলিতে সর্বদা আমাদের স্মার্ট সাথী হিসাবে ছিলেন খুলনা জেলা আহলেহাদীছ যুবসংঘের সভাপতি হাফেয মীযানুর রহমান ও আনন্দ জুগিয়েছিলেন আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর প্রধান ভাই শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)। পুরা সফরে সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মিষ্টভাষী ভাই আব্দুল বাকী (রংপুর)।

রিপোর্টঃ শিহাবুদ্দীন সুন্নী

ঢাকা সিটি মেয়রের আহলেহাদীছ যুবসংঘ কার্যালয় পরিদর্শন

গত ২৮ শে নভেম্বর'৯৭ রাত ৮.০০টায় ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মুহাম্মাদ হানিফ ১৯ নং সিদ্দীক বাজারস্থ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা জিলা কার্যালয় পরিদর্শন করেন। এ সময় আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ ঢাকা জিলা'র নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। জনাব মেয়র ছাহেব বলেন, ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য আহলেহাদীছের আদর্শিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা ও যুব সমাজের উদ্যমকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের স্রোতধারায় পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের কোন বিকল্প নেই। ঢাকা জিলার কর্মতৎপরতার রিপোর্ট দেখে অত্যন্ত সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। অতঃপর আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ঢাকা জিলার সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম বলেন, মানুষের সার্বিক জীবন আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহী-র ভিত্তিতে পরিচালনার গভীর প্রেরণা নিয়ে আমরা সংগঠনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। এ আন্দোলনের কর্মসূচী বাস্তবায়নে আমরা বদ্ধ পরিকর।

আহলেহাদীছ যুবসংঘ ঢাকা জিলার সভাপতি মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার সাংগঠনিক পরিচিতিমূলক আলোচনায় বলেন, ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা হাদীছভিত্তিক নির্ভেজাল তাওহীদি আন্দোলন -এর আদর্শিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা, যৌবনের উদ্যমকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের স্রোতধারায় পরিচালিত করা এবং সার্বিক জীবনে অহী-র বিধান প্রতিষ্ঠা করার জন্য ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

অতঃপর সংগঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য মূলনীতি ও কর্মসূচীর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, মুসলিম জাতির পুনর্জাগরণের জন্য আমরা আমাদের সমাজ সংস্কার কর্মসূচীতে নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়কে অগ্রাধিকার দিতে চাই। তা হলো-

১। শিক্ষা সংস্কারঃ দেশে প্রচলিত দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা দূর করে গণমুখী ইসলামী শিক্ষা চালু করা।

২। অর্থনৈতিক সংস্কারঃ ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ইসলামী অর্থব্যবস্থা চালু করা।

৩। নেতৃত্বের সংস্কারঃ দল ও প্রার্থী ভিত্তিক বর্তমান নির্বাচন ব্যবস্থার বিপরীতে দল ও প্রার্থী বিহীন ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করা। দলীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা বাতিল করা এবং হরতাল, ধর্মঘট ও মিছিলের যথেচ্ছ ব্যবহার পরিহার করা।

উপরোক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় মেয়রের মাধ্যমে সরকারের নিকট আমাদের দাবী-

১। দেশে প্রচলিত ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার বৈষম্য দূর করে সকল স্তরে সকলের জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হ'বে। বিশবিবিদ্যালয় সমূহে কুরআন ও হাদীছ গবেষণার জন্য এ বিষয়ে অনার্স কোর্স প্রবর্তন করতে হবে।

২। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় অনার্স কোর্স চালুসহ ফাযিল শ্রেণীকে ডিগ্রীর মান এবং কামিল শ্রেণীকে এম, এ -এর মান দিতে হবে।

৩। ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা একই প্রতিষ্ঠানে পৃথক শিফটিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৪। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে যাবতীয় দলাদলি ও রাজনৈতিক ক্রিয়া কান্ড নিষিদ্ধ করে, বয়স, যোগ্যতা ও মেধাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

৫। সূদ ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার পরিবর্তে ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ইসলামী অর্থব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৬। জুয়া ও লটারীর কুপন নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হ'বে ও সরকারী অফিস-আদালত হ'তে ঘুষ উৎখাত করতে হবে।

৭। অশ্লীল পত্র-পত্রিকা ও বিজ্ঞাপন প্রচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হ'বে।

৮। সর্বত্র দল ও প্রার্থী বিহীন নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

মাননীয় মেয়র অত্যন্ত মনোযোগের সাথে আলোচনা ও দাবী সমূহ উপলব্ধি করেন ও তা বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নাযিরা বাজার মাদ্রাসাতুল হাদীছ-এর শিক্ষক মাওলানা আব্দুল মালেক, আহলেহাদীছ আন্দোলন ঢাকা জেলার সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আমীনুল ইসলাম, সাহিত্য সম্পাদক জনাব শরীফ হোসায়েন, প্রচার সম্পাদক জনাব ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল আযীয এবং আহলেহাদীছ যুবসংঘের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মী ও নেতৃবৃন্দ।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন-১(২৪)ঃ মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার সময় 'মিন্‌হা খালাক্বনাকুম.....' দো'আটি পড়া যাবে কি-না? এই দো'আটি যদি পড়া না যায়, তবে মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার সময় কোন দো'আ পড়তে হবে?

আবু আহসান
ইসঃ ইতিহাস
২য় বর্ষ, রাঃ বিঃ
ও
আব্দুল মালেক
নওদাপাড়া, রাজশাহী

উত্তরঃ 'মিনহা খলাক্বনাকুম .....'এটি মোটেই দো'আ নয়। বরং পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত মাত্র। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানব সৃষ্টির রহস্য বর্ণনা করেছেন। মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার সময় এ আয়াতটি পাঠ করা কোন ছহীহ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত নয়। এ সম্পর্কে বর্ণিত বায়হাক্বী ও মুস্‌তাদরাকে হাকেমের হাদীছটি যঈফ। -নায়লুল আওত্বার, 'কিতাবুল জানায়েয' (কায়রোঃ১৯৭৮) ৫/৯৭ পৃঃ। মৃতকে দাফন করার কোন দো'আ নেই। তবে মৃতকে কবরে রাখার সময় দো'আ রয়েছে ও দাফন শেষে মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা চাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় (আবুদাঊদ, নায়লুল আওত্বার ৫/১০৯ পৃঃ)।

প্রশ্ন-২(২৫)ঃ ইসলামে 'হীলা' প্রথা জায়েয কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

তাওহীদুয্ যামান
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া

উত্তরঃ তালাকে বায়েন প্রাপ্তা মহিলাকে অন্য একজন পুরুষের নিকটে সাময়িক বিবাহ দিয়ে তার নিকট থেকে তালাক নিয়ে পুনরায় পূর্বস্বামীর নিকটে ফিরিয়ে দেওয়ার কৌশল অবলম্বন করাকে এদেশে 'হীলা' বিবাহ বা 'হিল্লা' বলা হয়ে থাকে। এই প্রথা শরীয়তে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। শেষনবী (ছাঃ) 'হীলাকারী পুরুষ ও মহিলা উভয়কে লা'নত করেছেন' (আহ্‌মাদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে)। ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন যে, আমরা রাসূলের যামানায় এই ধরনের বিয়েকে 'যেনা' (سفاحا) হিসাবে গণ্য করতাম॥ -নায়লুল আওত্বার 'হীলা বিবাহ' অধ্যায় ৭/৩১১ পৃঃ। সুন্নাত মোতাবেক তিন তহুরে তিন তালাক দিলে মুসলিম সমাজে এই নোংরা প্রথার উদ্ভব ঘটতোনা।

প্রশ্ন-৩(২৬)ঃ শা'বান মাসে রোযা রাখার কোন শারঈ বিধান আছে কি? যদি থাকে তবে কয়টি রাখতে হবে? এবং কোন তারিখ হ'তে আরম্ভ হবে ও কোন তারিখ পর্যন্ত চলবে?

আব্বাস আলী
সাং ও পোঃ বোরের বাড়ী
বগুড়া

উত্তরঃ মা আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কয়েকটি দিন বাদে পুরা শা'বান মাস ছিয়াম পালন করতেন' (মুত্তাফাক আলাইহ, 'নফল ছিয়াম' অধ্যায় মিশকাত হা/ ২০৩৬)

মহানবী (ছঃ) মাহে রামাযান ব্যতীত সর্বাধিক ছিয়াম মাহে শা'বানেই রাখতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, (রামাযান ব্যতীত) মাহে শা'বানের চেয়ে অধিক ছিয়াম নবী (ছাঃ) অন্য মাসে রাখতেন না। তবে তিনি শা'বান মাসের দ্বিতীয়ার্ধে উম্মতের জন্য ছিয়াম পালনে নিষেধ করেছেন। (আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত, 'চাঁদ দেখা অধ্যায়' হা/১৯৭৪)। প্রমাণিত হ'ল যে শেষের ক'দিন বাদে পূর্ণ শা'বান মাস ছিয়াম পালন করা যায়। অন্ততঃ প্রথম ১৫ দিন তো বটেই। এ ছাড়া যারা প্রতি মাসে 'আইয়ামে বীয' -এর নফল ছিয়াম রেখে থাকেন ১৩.১৪.১৫ তারিখে। তাঁরা এমাসেও অনুরূপভাবে তিনদিন ছিয়রম পালন করতে পারেন। তবে বিশেষভাবে শুধুমাত্র শা'বান মাসের ১৫ তারিখে বিশেষ ফযীলত মনে করে সেই দিন ছিয়াম ও ইবাদত করা ঠিক নয়। কেননা এ ভাবে ছিয়াম ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত নয়। এ প্রসঙ্গে যে ইবাদতের নামে আরো কিছু বাড়তি ধুমধাম করা হয়, সেগুলি বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। প্রকাশ থাকে যে, শবেবরাতের সপক্ষে যে সকল হাদীছ পেশ করা হয় তার সবগুলিই বানাওয়াট ও অগ্রহণযোগ্য।

প্রশ্ন-৪(২৭)ঃ কোন মৃত মহিলাকে তার স্বামী জানাযার গোসল দিতে পারবে কি-না? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

ডাঃ এস, এম রুস্তম আলী
মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম
ধোপাঘাটা, রাজশাহী।

উত্তরঃ মৃত মহিলাকে তার স্বামীর গোসল দেওয়ানো শুধু জায়েযই নয় বরং অন্যদের দ্বারা গোসল দেওয়ানোর চেয়ে স্বামীর নিজ হাতে গোসল দেওয়ানোই সর্বোত্তম। মহানবী (ছাঃ) হযরত আয়েশাকে লক্ষ্য করে একবার বলেন যে 'তুমি যদি আমার পূর্বে মৃত্যুবরণ কর, তবে আমিই তোমাকে গোসল দেব ও কাফন পরাব (ইবনু মাজাহ ১ম খন্ড ৪৭০ পৃঃ, আবুদাঊদ ২য় খন্ড ৪৪৮ পৃঃ)।

উক্ত হাদীছে মহানবী (ছাঃ) স্বীয় স্ত্রীকে মৃত্যুর পূর্বেই গোসল দেওয়ার আকাঙ্খা প্রকাশ করেছেন যা উত্তম কাজ হিসাবে বিবেচিত হওয়ার একটি উৎকৃষ্ট দলীল।

প্রশ্ন-৫(২৮)ঃ খাওয়ার সময় সালাম দেওয়া যাবে কি? যদি না যায় তবে কেউ সালাম দিলে তাকে উত্তর দিতে হবে কি?

তাওহীদুয্ যামান
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া

http://islaminonesite.wordpress.com

উত্তরঃ সালাম হচ্ছে সাক্ষাতে অসাক্ষাতে এক মু'মিনের অপর মু'মিনের জন্য দো'আ ও শান্তি কামনার একটি বিশেষ শারঈ বিধান। রাসূল (ছাঃ) ব্যাপকভাবে সালাম প্রদান করা ও সালাম ছড়িয়ে দেওয়ার প্রতি অত্যাধিক তাকীদ করেছেন ও যেকোন সময় সালাম প্রদান করার পূর্ণ অবকাশ রেখেছেন। এখানে সালাম প্রদানকৃত ব্যক্তির অবস্থা ও ব্যস্ততা মোটেই বিবেচিত নয়। যে যে অবস্থায় থাকুক না কেন সালাম প্রদানকারী তাকে সালাম প্রদান করতে পারবেন। মহানবী (ছাঃ) বলেন "افشوا السلام بينكم" তোমরা আপোষে সালাম ছড়িয়ে দাও '(মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৩৯৭)। বারা বিন আযেব (রাঃ) বলেন, মহানবী (ছাঃ) আমাদের সাতটি কাজের নির্দেশ দেন তার মধ্যে একটি হ'ল সালাম ছড়িয়ে দেওয়া (বুখারী ২য় খন্ড পৃঃ ৯২১)। নবী করীম (ছাঃ) আরো বলেন 'যখনই তোমার কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করবে সে যে অবস্থায় থাকুক তাকে সালাম প্রদান করবে' (মুসলিম ২য় খন্ড ২১৩ পৃঃ)। শুধু তাই নয় বরং একজন মুসলিম অপর মুসলিমের নিকট থেকে যে কোন অবস্থায় সালাম পাওয়ার হকও রাখে (মুসলিম, ২য় খন্ড ২১৩ পৃঃ)। উল্লেখিত হাদীছ সমূহে সালাম প্রদানের জন্য কোন সময় ও অবস্থা বেঁধে দেওয়া হয় নি, বরং সাক্ষাত হলেই সালাম প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং খাওয়ার সময়েও সালাম দেওয়া যাবে। অনুরূপভাবে উত্তরও দিতে হবে। কারণ এক্ষেত্রে উত্তর দানে কোন শারঈ বাধা নেই।

প্রশ্ন-৬(২৯)ঃ যোহর অথবা আছরের ফরয ছালাতে দু'রাক'আত ছালাত আদায়ের পর না বসে ভুল বশতঃ সম্পূর্ণ দাঁড়িয়ে গিয়েছি, তারপর মনে হয়েছে। এমতাবস্থায় কি তাশাহ্হুদের জন্য আবার বসে পড়ব? যদি না বসতে হয়, তবে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলিয়ে পড়ব কি-না?

এস, এম আযীযুল্লাহ
এম, এ (পূর্বভাগ)
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ শুধু যোহর কিংবা আছর -এর ছালাতে নয় বরং যেকোন ছালাতেই যদি প্রথম তাশাহ্হুদে বসতে ভুল হয়ে যায় এবং সম্পূর্ণ উঠে পড়ে তবে আর বসতে হবেনা। বরং সেই ছালাতটি পূর্ণ করে নেওয়ার পর সালাম ফেরার পূর্বে দু'টি সহো সিজদা করে নিবে (বুখারী, মুসলিম মিশকাত ৯৩ পৃঃ)।

প্রশ্ন-৭(৩০)ঃ জামে মসজিদে ছালাত আদায় করতে গিয়ে দেখি মসজিদের ঘর বারান্দাসহ বিশাল জায়গা থাকা সত্ত্বেও ইমাম ছাহেব সামান্য এক পা পরিমান সামনে এগিয়ে ইমামতি করছেন। ছহীহ হাদীছের আলোকে ইমামের দাঁড়ানোর বিধান কি জানতে চাই।

ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক
বিরামপুর বাজার
দিনাজপুর।

উত্তরঃ জামা'আত বদ্ধভাবে ছালাত আদায় করার শারঈ বিধান হ'ল এই যে, শুধু মুছল্লী যখন দু'জন থাকবে, তখন একই কাতারে ইমাম বামে ও মুক্তাদী ইমামের ডাইনে দাঁড়াবে। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, একদা আমি আমার খালা হযরত মাইমূনা (রাঃ) -এর বাড়িতে ছিলাম। নবী (ছাঃ) ছালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ালে আমি তাঁর বামে দাঁড়িয়ে যাই। নবী (ছাঃ) তখন আমার হাত ধরে পেছন দিক দিয়ে ডান দিকে করে দিলেন (বুখারী, মুসলিম মিশকাত 'বাবুল মাওক্বাফ' পৃঃ ৯৯)। আর যখনই মুছল্লী দুঁয়ের অধিক হয়ে যাবে তখন ইমাম আগে যাবেন এবং মুক্তাদীগণ ইমামের পেছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াবেন। হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, নবী (ছাঃ) ছালাতের জন্য দন্ডায়মান হলে আমি তাঁর বামে দাঁড়াই। তখন তিনি আমার হাত ধরে ডান দিকে করে দেন। এরপর জাব্বার বিন ছাখর এসে তাঁর বামে দাঁড়ালে তিনি আমাদের দু'জনের হাত ধরে পেছনে ঠেলে দেন। অতঃপর আমরা তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম (মুসলিম, মিশকাত 'বাবুল মাওক্বাফ' পৃঃ ৯৯)।

উক্ত হাদীছে এটা স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে, একের অধিক মুক্তাদী হলেই কাতার ইমামের পেছন থেকে শুরু হবে এবং ইমামকে এমন পরিমান জায়গা পেছনে রেখে দাঁড়াতে হবে, যাতে পিছনের মুছল্লী তার পেছনে সঠিকভাবে রুকু-সিজদা করতে পারে। ইহাই সুন্নাত। কাতার থেকে মাত্র এক পা আগে বেড়ে ইমামের দাঁড়ানোর কোন শারঈ বিধান নেই, অতএব এ থেকে দূরে থাকা উচিত।

প্রশ্ন-৮(৩১)ঃ ইফতার কখন করতে হবে। আহলেহাদীছগণ রেডিও-টিভির আযানের পূর্বেই ইফতার করে থাকেন। এটা কতটুকু ঠিক? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানালে উপকৃত হব।

আব্দুল্লাহ বিন মুস্তফা
সাঃ ভালুকগাছী
পুঠিয়া, রাজশাহী

উত্তরঃ দ্বীন ইসলামে ইফতার সংক্রান্ত ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক শারঈ বিধান হ'ল এই যে, সূর্য অস্ত যাওয়া মাত্রই অনতিবিলম্বে ইফতার করবে। কারণ মহানবী (ছাঃ) বলেন, লোকেরা ততদিন কল্যাণে থাকবে, যতদিন তারা ইফতার জলদি করবে (বুখারী, মুসলিম ১ম খন্ড পৃঃ ৩৫১)।

আবু আতীয়্যা বলেন, আমি ও মাসরূক হযরত আয়েশার নিকট গেলাম এ সময় মাসরূক তাঁকে বলেন নবী (ছাঃ)-এর দু'জন ছাহাবী কল্যাণপূর্ণ কাজে ক্লান্তিবোধ করেননা। তবে এঁদের মধ্যে একজন ত্বরিৎ ইফতার ও ত্বরিৎ ছালাতে মাগরিব আদায় করেন এবং অন্যজন দেরী করেন। আয়েশা জিজ্ঞেস করেন, কে ত্বরিৎ ইফতার ও মাগরিব পড়েন? উত্তরে বলা হয় 'আব্দুল্লাহ' অতঃপর তিনি বলেন নবী (ছাঃ) এভাবেই করতেন (মুসলিম ১ম খন্ড পৃঃ ৩৫১)। এছাড়া দেরী করে ইফতার করাকে মহানবী (ছাঃ)

http://islaminonesite.wordpress.com

ইহুদীদের আচরণ বলেছেন (আবুদাউদ ১ম খন্ড ৩২১ পৃঃ)।

উক্ত আলোচনায় ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হ'ল যে, সূর্য অস্ত যাওয়া মাত্রই ইফতার করা রসূলের সুন্নাত। যেহেতু আহলেহাদীছগণ ছহীহ হাদীছের অনুসরণে আমল করেন, তাই রেডিও-টিভির আযানের অপেক্ষা না করে সূর্য অস্ত যাওয়া মাত্রই ইফতার করে থাকেন।

প্রশ্ন-৯(৩২)ঃ আল্লাহ্র রহমত কি এইভাবে ভাগ করা যাবে যে, কিছু দিন আল্লাহ্র রহমত থাকবে আর কিছুদিন থাকবেনা? যেমনটি রামাযান মাসের ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে প্রথম দশ দিন রহমত, দ্বিতীয় দশদিন মাগফিরাত ও শেষ দশদিন জাহান্নাম হ'তে মুক্তি এটা কি ঠিক? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

মুহাম্মাদ আব্দুস্ সুবহান
ভালুকগাছী, কোনাপাড়া
পুঠিয়া, রাজশাহী

উত্তরঃ আল্লাহ্র রহমত বিশেষ কোন অপকর্মের প্রেক্ষাপট ছাড়া কিছুদিন জারী থাকবে আর কিছুদিন বন্ধ থাকবে এমনটি বিভাজন ঠিক নয়। আল্লাহ্র রহমত সর্বদা সর্বক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। যেমন এরশাদ হয়েছে 'হে প্রভু আপনার রহমত ও জ্ঞান সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত (মুমিন ৭)। আর বিশেষভাবে সৎকর্মশীলদের জন্য আল্লাহ্র বিশেষ রহমত সর্বদা হ'তে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ্র করুণা সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী (আ'রাফ ৫৬)।

তবে অপকর্মের দরুন যেমন আল্লাহ্র রহমতের পরিবর্তে গযব নাযিল হয়ে থাকে তেমনি বিশেষ সৎকর্মের দরুন আল্লাহ্র বিশেষ অতিরিক্ত রহমতও নাযিল হয়ে থাকে। মাহে রামাযানেও সেই বিশেষ রহমত নাযিল হয়ে থাকে। মাহে রামাযানকে রহমত, মাগফিরাত ও দোঁযখ থেকে মুক্তি দ্বারা তিন দশকের সাথে বিভক্ত করা ছহীহ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত নয়। এ সম্পর্কে সালমান ফারসী (রাঃ) থেকে বায়হাক্বীর যে হাদীছটি রয়েছে তা যঈফ (মিশকাত হা/১৯৬৫)। বরং ছহীহ হাদীছ দ্বারা এটাই সাব্যস্ত যে, প্রথম রামাযান থেকেই জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় ও জান্নাতের দরজা তথা রহমতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয় (বুখারী, মুসলিম মিশকাত পৃঃ ১৭৩)।

জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে জান্নাত ও রহমতের দরজা খুলে রাখার তাৎপর্য হচ্ছে বান্দাদের পাপ ক্ষমা করতঃ তাদেরকে জান্নাতবাসী করা। আর এটি প্রতিটি ছিয়ামের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মহানবী বলেন যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে একটি ছিয়াম রাখবে, তাকে জাহান্নাম থেকে আল্লাহ সত্তর বছরের পথ দূরে রাখবেন (মুসলিম পৃঃ ৩৬৪)।

প্রশ্ন-১০(৩৩)ঃ জামে মসজিদে মুছল্লীর জায়গা সংকুলান হচ্ছে না। ফলে মসজিদের আয়তন বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কিন্তু মসজিদের পার্শ্বস্থ স্থান কবরস্থানের জায়গা ব্যতীত মসজিদ বৃদ্ধির জন্য অন্য কোন জায়গা নেই। কবরস্থানের জায়গাটিও মসজিদের জন্য ওয়াকফ করা। এমতাবস্থায় কবরস্থানের উক্ত জায়গায় মসজিদ বাড়ানো যায় কি-না?

ঘাষিগ্রাম মসজিদ কমিটি
পোঃ গোছা
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ দাফনকৃত লাশের সম্মান ও মর্যাদা সহকারে স্থানান্তরিতকরণ ও সেই স্থানে মসজিদ নির্মাণ বিধিসম্মত। এর দলীল হ'ল এই যে, হযরত জাবির (রাঃ) বলেন যে, আমার পিতার সাথে অন্য লোককে (একই কবরে) দাফন করা হলে আমি এতে সন্তুষ্ট হতে না পারায় আমার পিতাকে সেই কবর থেকে উঠিয়ে পৃথক ভাবে অন্য জায়গায় দাফন করি। অন্য হাদীছে রয়েছে যে, তিনি এটি দাফনের ছয়মাস পরে করেছিলেন (বুখারী, هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة অধ্যায় ১ম খন্ড ১৮০পৃঃ)।
হযরত জাবির (রাঃ) -এর পিতা আব্দুল্লাহ ওহোদ যুদ্ধে শহীদ হন এবং সেখানেই তাকে আমর বিন জমুহ এর সাথে একই কবরে দাফন করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রয়োজনে দাফনকৃত লাশ যদি অন্যত্র স্থানান্তরিত বিধিসম্মত না হ'ত তবে নবী করীম (ছাঃ) তা প্রত্যাখ্যান করতেন ও পুনরায় পূর্বের কবরে দাফন করতে বলতেন অথবা এ সম্পর্কে কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করতেন। কিন্তু তিনি তার কোনটাই করেননি। যেমনটি তিনি মদীনায় নিয়ে যাওয়া শহীদের লাশগুলো পুনরায় ওহোদ প্রান্তে শহীদগাহে দাফনের জন্য ফেরত পাঠিয়ে ছিলেন (নাইলুল আওত্বার, "ما جاء فى الميت ينقل او ينبش.... الخ" অধ্যায় ৪র্থ খন্ড পৃঃ ১১২ হাদীছ নং ২)। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনে লাশ স্থানান্তরিত করা যায়।

প্রকাশ থাকে যে, কোন কবরকে লাশ মুক্ত করে নেওয়া হলে সেই জায়গাটি শরীয়তের নিকট কবর হিসাবে গন্য হয়না। বরং সেটি সাধারণ জায়গায় পরিণত হয় । যার ফলে হাদীছ "আমার জন্য পৃথিবীকে পবিত্রতা অর্জনের বস্তু ও ছালাত আদায়ের উপযোগী করা হয়েছে " বুখারী, كتاب التيمم। হাদীছ নং ৩৩৫ অনুসারে সেই জায়গায় ছালাত আদায় ও মসজিদ নির্মাণ করা যায়। কেননা নবী (ছাঃ) মুশরিকদের কবরস্থান থেকে লাশ উত্তোলন করে সেই স্থানে মসজিদে নববী নির্মাণ করেন (বুখারী, هل ينبش قبور مشركى الجاهلية ويتخذ مكانها..الخ অধ্যায় হাদীছ নং ৪২৮)।

এছাড়া অধিকাংশ বিদ্বানগণ প্রয়োজনে কবর স্থানান্তরিত করে সেই স্থানে মসজিদ নির্মাণ করার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন। 'الفقه الاسلامى وازلته' গ্রন্থ প্রনেতা বলেন, لضيق المسجد الجامع......او اتخاذ مسجد محل القبر جاز। অর্থাৎ জামে মসজিদ সংকীর্ণ হওয়ার দরুন অথবা কবরস্থানে মসজিদ তৈরীর প্রয়োজনে কবর স্থানান্তরিত করা জায়েয (আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ২য় খন্ড ৫২৭ পৃঃ)।